লীলাবসান

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম, এ, বি, টি, প্রণীত।

সুপ্রসিদ্ধ

"গণেশ-অপেরা-পার্টি"তে অভিনীত।

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৮ সাল।



পরলোকগত স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র

নারায়ণের নামে

প্রিয়তম !

কেন বা জুড়ায়েছিলে দুটী দিন পোড়া প্রাণ,
কেনই বা অকালেতে হ'লো লীলা-অবসান ?
কোথা আছ, কত দূরে, সাড়া কি দেবে না আর ?
হাজার চোখের জলে বহিল যে পারাবার !
এত ভালবাসি নাই কাহারেও কোন দিন,
মর্ম্ম পুড়ায়ে তাই ধূলায় হ'লে কি লীন ?
নামে ছিলে নারায়ণ, কাজেও আছিলে তাই,
ধরিতে না পারি ধরা আগুনে করিল ছাই ;
ভাবিতে পারি না আর আমাদের তুমি নও,
আমরাই কাঁদি তবু, তুমি সেথা সুখে রও।
ধরায় আসিতে পুনঃ হয় যদি প্রয়োজন,
ভরিও বাঁশীর তানে আমাদেরি বৃন্দাবন।
তোমারি ছবিটী বুঝি এঁকেছি যতন ক'রে,
তুলে নাও প্রিয়তম তোমারি কমল-করে।

কাকা

ভূমিকা



কৃষ্ণ প্রেমময়, কৃষ্ণ রাজনীতিক, কৃষ্ণ অনন্ত লীলার প্রস্রবণ। যাঁর বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বহিত, গোপীরা পাগল হইয়া ছুটিত, যে "মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গু লঙ্ঘয়েতে গিরিম্"—তাঁর লীলাপ্রসঙ্গ ছাড়িয়া অবসানের অবতারণা কেন? জানি, কোন কোন বৈষ্ণবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে লীলাবসানের অভিনয় "অবসান" বলিয়াই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু "ব্রহ্মা আদি দেব যাঁরে দিতে নারে সীমা"—তাঁর লীলাপ্রসঙ্গ আলোচনার কোন শক্তিই আমার ছিল না। তবু যাঁকে নিয়া বৃন্দাবন পাগল, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবাসী যাঁর নাম-মদিরায় মাতাল, তাঁকে কল্পনার তুলিতে রূপ দিতে বহুদিনের বাসনা ছিল। দেবতা শ্রীকৃষ্ণকে তো আঁকিতে পারি নাই; তাঁর সারা জীবনের লীলাখেলা পশ্চাতে রাখিয়া বাহিরের যে শ্রীকৃষ্ণ সুখ-দুঃখের অনুভূতি নিয়া মুখের হাসি চোখের জলে লোকচক্ষে ধরা দিয়াছিলেন, তাঁহাকে নিয়াই এই নাটকের অবতারণা করিয়াছি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—যাঁর মুখের বাণী, এ কৃষ্ণ তাঁর বাইরের আবরণ; অস্ত্র তাঁকে ভেদ করে, প্রিয়জন-বিরহে তাঁর ব্যথিত অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে,—"ভগবান্ এত ভাগ্যহীন!" দেবতার অনন্ত রূপ যদি সত্য হয়, তবে এই মসীময় রূপেই বা তাঁর পূজা হইবে না কেন?

লীলাবসানের অসাধারণ অভিনয়-গৌরবের মূলে সর্ব্বপ্রথম "গণেশ অপেরা পার্টি"র বিচক্ষণ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মণ্ডল। ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ, "নিয়তি" ও "বীরপূজা" প্রণেতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল ও গণেশ অপেরা পার্টির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিপদ কুমার আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন, ইঁহাদের সকলেরই নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

দোল-পূর্ণিমা,
সন ১৩৪৩ সাল।



গ্রন্থকার

কুশীলবগণ ঃ

পুরুষ।

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, বসুদেব, উদ্ধব, কলি।

শাম্ব	...	...	শ্রীকৃষ্ণের পুত্র।
দেবল	...	...	বলরামের পুত্র।
মুকুল	...	...	শাম্বের পুত্র।
জরা	...	...	অনার্য্য-সর্দ্দার।
শমীক	...	...	ঋষি।
কৌটিল্য	...	...	জনৈক ব্রাহ্মণ।
চন্দন	...	...	ঐ প্রতিপালিত।
দুর্লভচাঁদ	...	...	নাগরিক।
শ্রুতানির্ক	...	...	জ্যোতিষী।

দুন্দুভি, শুক, [illegible], প্রহরী, দ্বারকাবাসীগণ, সৈন্যগণ, ঋত্বিকগণ, যাদবগণ, শূদ্রগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

[illegible] গান্ধারী, সারী। [illegible]

জাম্ববতী	...	...	শ্রীকৃষ্ণমহিষী।
লক্ষ্মণা	...	...	শাম্বের স্ত্রী।
দুর্গামণি	...	...	কৌটিল্যের স্ত্রী।
গায়ত্রী	...	...	ঐ কন্যা।
অলক্ষ্মী	...	...	জরার পালিতা।

প্রতিহারিণী, দেববালাগণ, কুরুরমণীগণ, পুরনারীগণ, এয়োগণ, সখীগণ, নর্ত্তকীগণ, ধ্বংসসঙ্গিনীগণ ইত্যাদি।

লীলাবসান



প্রস্তাবনা।

হস্তিনার প্রাসাদসম্মুখ।

গীতকণ্ঠে কুরুরমণীগণের প্রবেশ।

কুরুরমণীগণ।—

গীত।

(তারা) রহিল চিতার শয়নে।
গৃহে ফিরে যাই, বুকে নিয়ে ছাই,
দরদর ধারা নয়নে॥
জীবন শ্মশান, আশা অবসান,
ললাটে কালিমা ঢাকা,
পরশে লাগিল, চির অভিশাপ,
হৃদয়ে দারুণ জ্বালা ;—
শুভ উৎসবে বিভীষিকা ত্রাস,
স্বজনের ভীতি ধরার নিঃশ্বাস,
ঘরে পরে শুধু, সহিতে দহিতে,
চলেছি শূন্য ভবনে॥

[প্রস্থান

সজলনয়নে লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। নেই গো নেই; যেখানকার যা সব তেমনি আছে, যার বড় সাধের সাজানো সংসার, সেই শুধু নেই। ঐ রক্ত-নিশান সম্রাট দুর্য্যোধনের নামের মহিমায় এখনও পত্পত ক'রে উড়্ছে, বৃক্ষচূড়ায় দোয়েল শ্যামা এখনও তার নাম গান করে, ঐ স্বপ্নপুরী তারই কল্পনায় গড়া। সব আছে, যার ঘর সেই শুধু নেই। হস্তিনার সম্পর্ক শেষ! কেউ নেই আমার—কেউ নেই—[ললাটে করাঘাত]

ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অবসান কুরুক্ষেত্র-রণ;
নির্ব্বাপিত রঙ্গালয় সম
হস্তিনার সুরম্য প্রাসাদ
ওই রয়েছে দাঁড়ায়ে।
থেমে গেছে কলকোলাহল,
ফুরায়েছে মৃদঙ্গ-মুরলীতানে
স্তাবকের সঙ্গীতঝঙ্কার,
হা-হা-রবে সমীর কাঁদিছে ওই—
"নাই—নাই—নাই দুর্য্যোধন!"

লক্ষ্মণা। নাই—নাই—নাই দুর্য্যোধন!
এসেছিল সাথে নিয়া
শত ভ্রাতা দিক্পাল সম,
নিয়ে গেছে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী
রথীন্দ্রনিকর;

আপনি কাঁদিয়া গেছে,
কাঁদায়েছে শত শত কৌরবরমণী।

শ্রীকৃষ্ণ। লক্ষ্মণা!—মা!

লক্ষ্মণা। কি করিলে—কি করিলে বাসুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ। যাও কন্যা জননীর পাশে।

লক্ষ্মণা। কি দেখিতে যাবো বাসুদেব?
পিতা নাই—ভ্রাতা নাই—

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তো রয়েছ মাতা
একাধারে পুত্র-কন্যা কৌরবের কুল।
যাও—যাও মধুমাখা মুখখানি নিয়ে,
"মা মা" বলি দাঁড়াইও
ঐ শত বিধবার মাঝে।
মা-ডাকে পাষাণ গলে,
ও নামের শীতল প্রবাহে
ধুয়ে যাবে পতিশোক-জ্বালা।

লক্ষ্মণা। ভাষা নাই—ভাষা নাই নিষ্ঠুর কেশব!
মহামানী কুরুকুল
উচ্চশিরে গেছে যমালয়ে,—
মরে নাই তারা,
মরিয়াছি আমি—শুধু আমি।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি?

লক্ষ্মণা। তুমি প্রভু পূজনীয় শ্বশুর আমার,
তোমার আশ্রয় বিনা গতি নাই—
মুক্তি নাই মোর, সেই তুমি

পিতৃহন্তা জ্ঞাতিহন্তারূপে
অহরহঃ জেগে রবে সম্মুখে আমার;
এ কি মৃত্যু নয় বাসুদেব?

শ্রীকৃষ্ণ। কারে কহ পিতৃহন্তা দুলালী আমার?
পিতা দুর্য্যোধন তব
হত ওই পাণ্ডবের করে;
নিষ্ক্রিয় সারথি আমি।

গান্ধারীর প্রবেশ।

গান্ধারী। নিষ্ক্রিয় সারথি তুমি?
জানি তুমি শঠচূড়ামণি,
ইচ্ছা হয় দিতে আজি নব বিশেষণ—
চক্রী, ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা!

গান্ধারী। ঐ রক্তমাখা যজ্ঞবেদী নহে কৃষ্ণ
তোমার রচনা? কৌরব পাণ্ডবগণ
উভয়ে আত্মীয় তব,
পার্থ সখা—দুর্য্যোধন বৈবাহিক।
কেন তবে ছল করি
নিজে হ'লে পার্থের সারথি,
কৌরবেরে দিলে শুধু নারায়ণী সেনা?

শ্রীকৃষ্ণ। একা কৃষ্ণ অস্ত্রহীন পার্থের সহায়,
সহস্র সশস্ত্র কৃষ্ণ ছিল কৌরবের।

গান্ধারী। জানি—জানি;

দেহ ছিল কৌরবের সাথে,
প্রাণ ছিল অর্জ্জুনের রথে।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা! প্রাণ তো চাহে নি দুর্য্যোধন,
চেয়েছিল বাহুবল, সম্রাটের অভিমানে
মেগেছিল সাহায্য আমার।
মনে পড়ে কৌরবজননী!
একদিন পুত্র তব কৃষ্ণেরে করিতে বন্দী
করেছিল ছল? সে জানিত—
এই দেহটাই শ্রীকৃষ্ণ মুরারি,
পার্থ জানে কৃষ্ণ আছে অন্তরমাঝারে;
তাই তো সে চাহে নাই সপ্তদ্বীপা ধরা,
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণপ্রেম বাঞ্ছা শুধু তার।
কৃষ্ণ যদি না থাকিত রথে,
"কৃষ্ণনাম" চালাইত রথ।

গান্ধারী। তুমি নারায়ণ, জন্ম তব পতিত উদ্ধারে।
জীবের হরিতে ভার,
ধরিয়াছ নরের আকার;
করপুটে ভিক্ষা মাগি—
হর মোর এ দুর্ব্বল ভার।
যমের কিঙ্কর সম একশত পুত্র মোর,
আরও কত আত্মপরিজন,
সব গেছে—সব গেছে,
হায়—হায়, কেহ নাই
কৌরবের বংশে দিতে বাতি।



শোন ওই মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন ;
পাষাণ ফাটিয়া পড়ে,
মর্ম্মরিয়া শুষ্কপত্রে ওঠে বনস্থলী।

শ্রীকৃষ্ণ। স্থির হও মাতা!

গান্ধারী। স্থির হব কেমনে মাধব?
একমাত্র বিস্ফোটকে
বিষে বিষে জর্জ্জরিত দেহ,
আমার এ লোল বক্ষঃস্থলে
শত শত বিস্ফোটক ঢালিছে গরল।
ধর—ধর—ধর তব চক্র সুদর্শন,
হত্যা কর আমারে মুরারি!

লক্ষ্মণা। আমারও ঐ ভিক্ষা।
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি,
মৃত্যুবাঞ্ছা পূর্ণ কর মোর।
[নতজানু হইলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। ওঠ কন্যা—ওঠ মা আমার!
[লক্ষ্মণাকে ধরিয়া তুলিলেন।]

লক্ষ্মণা। ওঃ—স্পর্শে যেন গরলের জ্বালা!
কোথা যাবো—কোথায় শীতল হবো?
সপ্ত সাগরের জলে
এ দুঃসহ অগ্নিতাপ নিভিবার নয়।
মহাদেবী! চল—চল,
দুই জনে পশি গিয়া জলে।

গান্ধারী। লক্ষ্মণা? শ্রীকৃষ্ণের পুত্রবধূ?

ওঃ—এই এক মূর্ত্তিমতী জ্বালা।
হে কেশব! একি তব ক্রূর অবিচার?
এই যদি ছিল তব মনে,
কৌরবের গৃহ হ'তে
কন্যা কেন করিলে গ্রহণ?
দুর্য্যোধন দুঃশাসনে মারিয়াছ তুমি,
কিন্তু এই হত্যা হত্যার চরম।

শ্রীকৃষ্ণ। হে জননী, মোছ আঁখিজল;
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনে কুরুক্ষেত্র-রণ,
বৃহতের যূপকাষ্ঠে
ক্ষুদ্র স্বার্থে দিতে হয় বলি।
সত্য বটে হস্তিনায়
বাজিয়াছে মরণের ভেরী,
কিন্তু বিনিময়ে তার
বিশ্বময় ব'য়ে যায় আনন্দহিল্লোল।

গান্ধারী। বিশ্বময় ব'য়ে যায় আনন্দহিল্লোল;
তোমার ধর্ম্মের রাজ্য হবে সংস্থাপন,
মূল্য তার দিবে শুধু অভাগা কৌরব?

শ্রীকৃষ্ণ। জননী—জননী!

গান্ধারী। জানি—জানি, কণ্ঠে তব মধুর ঝঙ্কার,
অন্তরের মাঝে শুধু তীব্র হলাহল।
তুমি যদি নিরপেক্ষ হ'তে,
বাধিত না কুরুক্ষেত্র-রণ—
মজিত না সবংশে কৌরব।

ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠির স্বপনেও চাহে নাই
সূচ্যগ্র মেদিনী,
তুমি তার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়াছ বিষ।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি যে পাণ্ডবসখা;
পাণ্ডবের স্বপ্নে মোর নিশি কেটে যায়,
পাণ্ডবের শুভ কামনায়
আত্মপ্রাণ দিতে পারি বলি।
মহাপাপী দুর্য্যোধন,
ভারে তার টলিত মেদিনী;
অত্যাচারে তার
প্রিয়তমা সখী মোর
কৃষ্ণার নয়নজলে
ভেসেছিল কুরুসভাতল,
মনে নাই কৌরবজননী?
মনে নাই সভামাঝে
দ্রৌপদীর বস্ত্র-আকর্ষণ?
ছলে বলে মাতুল শকুনি
হারায়ে পাণ্ডবগণে
শ্বাপদসঙ্কুল বনে
দিয়েছিল বিদায় যখন,
কোথা ছিলে কৌরবজননী?
জতুগৃহদাহে পাণ্ডবের মৃত্যুবার্ত্তা
পশেছিল যবে হস্তিনায়,
কয় বিন্দু অশ্রুজল করেছ বর্ষণ?

মুর্ত্তিমান পাপ সম জনে জনে
সন্তান তোমার, তাই তারা লভিয়াছে
অকাল মরণ; এইভাবে বাসুদেব
ভারমুক্ত করিবে ধরণী।
জ্ঞাতি হোক্, পুত্র হোক্,
যেখানে যে বিষধর ফণী
সদম্ভে তুলিবে ফণা,
এইরূপে হবে তার রসাতলে গতি।

গান্ধারী। তবে তাই হোক্ বাসুদেব!
ধর—ধর, গান্ধারীর বক্ষোজ্বালা
তোমারে করিব সমর্পণ।
আছে তব গৃহভরা পুত্র-পরিজন,
এখনও বোঝ নাই
পুত্রশোকে কি দুঃসহ জ্বালা!
শোন এই সর্ব্বহারা গান্ধারীর
তীব্র অভিশাপ—

লক্ষ্মণা। দেবী—

গান্ধারী। এ রসনা প্রাণান্তেও করে নাই
মিথ্যা উচ্চারণ।
বাক্য মম অবশ্য ফলিবে,
যুগ পোহাবে না
দুই দিনে পাবে প্রতিফল;
তোমার ও পদ্ম-আঁখি
অশ্রুধারে ভাসাবে ধরণী,

নৈরাশ্যের হাহাকারে
নিশিদিন যাপিবে তোমার।

লক্ষ্মণা। জ্বলুক্—জ্বলুক্ দাবানল—

গান্ধারী। পাপে তাপে পূর্ণ হবে দ্বারকা নগর—
নয়নগোচরে তব শত শত পুত্র-পরিবার
ছাগশিশু সম মরিবে অকালে ;
তারপর সোদরের সহ
তুমি—তুমি অকালে কালের গ্রাসে
লভিবে বিশ্রাম। হস্তিনায় বাজায়েছ
মরণের ভেরী, আজি হ'তে দ্বারকার
ঘরে ঘরে বাজুক বিষাণ।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। বাজ্—বাজ্—বাজ্ রে বিষাণ!
দুঃখ নাই ; পুত্র যাক্—পত্নী যাক্—
ধ্বংস হোক্ যাদবের কুল,
ধরায় স্থাপিত হোক্ ধর্ম্ম-সিংহাসন।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে দুন্দুভির প্রবেশ।

দুন্দুভি।—

গীত।

পথ ছেড়ে দাও, বাঁশী তুলে নাও,
গুটিয়ে নাও হে জাল।
দ্বাপরের শেষ, কালের ক্ষেত্রে
কলি যে বাঁধিছে আল।

কালের চক্র ঘর্ঘররবে ঘুরিতেছে নিশিদিন,
তোমার সোনার সুন্দর যুগ চক্রের তলে লীন ;
গাও হে বাঁশীতে কুঞ্জভঙ্গ,
সহকার ত্যজ লতিকাসঙ্গ,
কর্ম্মের শেষ, কাহিনীর শেষ,
ডাকিতেছে মহাকাল ॥

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। ওগো, আমি কি করবো? কেউ আমায় বল্‌তে পার, আমি কোন্ দিকে যাই? একদিকে কণ্টকের বন, আর একদিকে বিরাট শূন্য! মরা এখন হবে না; হস্তিনার এই বিষের বাঁশী দ্বারকার ঘরে ঘরে বাজিয়ে যাই, তারপর—তারপর।

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকা—প্রাসাদ।

জাম্ববতী ও দেবল।

জাম্ববতী। ফিরে এলি যে দেবল? লক্ষ্মণাকে কোথায় রেখে এলি?

দেবল। হস্তিনার উপকণ্ঠে।

জাম্ববতী। করেছিস্ কি দেবল? পিতৃহারা জ্ঞাতিহারা সর্ব্বহারা সে, তাকে একা ফেলে তুই চ'লে এলি? সে বেঁচে রইল কি আত্মঘাতী হ'লো, একবার চেয়ে দেখ্‌লি না?

দেবল। পার্‌লাম না মা—দেখ্‌তে পার্‌লাম না। হস্তিনায় প্রবেশ কর্‌তে যাচ্ছিলাম, সম্মুখে দেখ্‌লাম, গান্ধারীর হাত ধ'রে রাণী ভানুমতী কুরুক্ষেত্রের দিকে চলেছে। সে চোখে কি করুণ-দৃষ্টি, সেই নির্ব্বাক মুখের দিকে চেয়ে নগরতোরণের সিংহ দুটো কাঁদ্‌ছে। মা! সে মুখ দেখ্‌লে জগতের যত ভাষা সব স্তব্ধ হ'য়ে যায়।

জাম্ববতী। তাই তুমি চ'লে এলে?

দেবল। শুধু চ'লে এলাম? আর্য্যাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় ফেলে—

জাম্ববতী। মূর্চ্ছিত?

দেবল। মূর্চ্ছিত না হ'য়ে উপায় আছে মা? আমি পাষাণ, তাই পা দুটোকে চালিয়ে নিয়ে এসেছি, তুমি হ'লে পার্‌তে না। পেছন ফিরে যখন দেখ্‌লাম, কাতারে কাতারে কুরুনারীগণ স্বামীর চিতায়

শাঁখা-সিন্দূর ডালি দিয়ে গৃহে ফিরে আস্‌ছে, তখন আর এক মুহূর্ত্ত থাকৃতে পার্‌লাম না মা! প'ড়ে রইলো যদুকুল-লক্ষ্মীর মূর্চ্ছিত দেহ, আমি উর্দ্ধশ্বাসে চ'লে এলাম।

জাম্ববতী। ভাল কর নি দেবল!

দেবল। তোমরাও ভাল কর নি দেবী! কৌরবকুল হ'তে কন্যা এনে সেই কৌরবকে এমন সবংশে বধ করা—

জাম্ববতী। দেবল! এ শ্রীকৃষ্ণের মহাযজ্ঞ, তোমার আমার এখানে কোন কথা নেই।

দেবল। জানি; অল্পবুদ্ধি আমি, তবু বেশ বুঝি, এই হত্যালীলার অন্তরালে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্যের মঙ্গল-দীপ জ্বলেছে। জগতের শান্তি-প্রতিষ্ঠায় কৌরব আত্মাহুতি দিয়েছে, তাতে তত দুঃখ নাই; তারা মহাপাপী—তাদের মৃত্যু হোক্, কিন্তু বিনা অপরাধে তোমার লক্ষ্মণাকে জীবন্ত সমাধি কেন দিলে মা?

জাম্ববতী। যদুপতি কোথায় দেবল? কি অবস্থায় দেখ্‌লি তাঁকে?

দেবল। দেখি নাই, ঐ দুটী দৃশ্য দেখেই এই চোখ দুটো ঝল্‌সে গেছে। ওঃ, কি নিষ্ঠুর এই মানুষ!

জাম্ববতী। যাও দেবল—যাও; আমার ভুল হয়েছিল তোমাকে পাঠানো। তোমার পরিবর্ত্তে যদি ঐ মুকুলকে পাঠাতাম, সে যদুকুল-লক্ষ্মীকে পথের মাঝে ফেলে আস্‌তো না, আর যদুপতিরও একটা সংবাদ নিয়ে ফিরে আস্‌তো। কি যে দুশ্চিন্তা এই হৃদয়ের মধ্যে, তোমার তা বোঝ্‌বার শক্তি নেই!

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। মা! তোমার নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরের চূড়া ভগ্ন।

জাম্ববতী। ভগ্ন? কিসে, কেমন ক'রে?

সাত্যকি। অকারণ; ঝটিকা নাই, বাত্যা নাই, অকস্মাৎ সোণার চূড়া ভেঙ্গে মাটিতে গড়িয়ে পড়্‌লো। দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম, মন্দিরের উপর দিয়ে একটা পেচক গম্ভীরস্বরে ডেকে চ'লে গেল।

জাম্ববতী। দিবাভাগে?

সাত্যকি। প্রখর সূর্য্যালোকে।

জাম্ববতী। সাত্যকি! সাত্যকি! হস্তিনার সংবাদ জান?

সাত্যকি। কৌরবকুল নিঃশেষ।

জাম্ববতী। তারপর?

সাত্যকি। তারপরের কথা কুমার দেবলই ভাল জানে।

জাম্ববতী। এই মূর্খকে পাঠিয়েছিলাম লক্ষ্মণার সঙ্গে। অকর্ম্মণ্য বালক যদুপতির কোন সংবাদ তো আনে নি, উপরন্তু লক্ষণাকে হস্তিনার উপকণ্ঠে মূর্চ্ছিত অসহায় অবস্থায় ফেলে মুখ ঢেকে পালিয়ে এসেছে।

সাত্যকি। ছিঃ-ছিঃ, করেছ কি কুমার? যুদ্ধকেই তোমার ভয় জানি; হস্তিনার শূন্যপুরীতে আর তো যোদ্ধা নেই, কেউ তোমার দিকে তরবারি নিয়ে ছুটে আস্‌তো না। তুমি এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছ মা? হস্তিনার উপকণ্ঠে মূর্চ্ছিতা যাদবের কুলবধূ, আর তুমি এখনো নিশ্চিন্ত? আমি এখনি যাচ্ছি মাকে ফিরিয়ে আন্‌তে—[প্রস্থানোদ্যোগ]

দেবল। না—যেতে পাবে না।

সাত্যকি। পথ ছাড় কাপুরুষ!

দেবল। কাপুরুষ বল—ভীরু বল—নৃশংস ঘাতক বল, তবু যেতে পাবে না।

জাম্ববতী। তোমার লজ্জা হ'চ্ছে না? অভাগিনীকে পথে ফেলে পালিয়ে এসেছ—

দেবল। পালাই নি মা! কার ভয়ে পালাবো? আমি তাকে একা ফেলে এসেছি মর্‌বার সুযোগ দেবার জন্য।

সাত্যকি। কেন?

দেবল। কেন, তুমি কি বুঝবে বীর? তুমি রণক্ষেত্র চেন, তরবারি চেন, মানুষের অন্তর তো চেনো না! যে জ্বালা তার অন্তরের মধ্যে আজ, তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা তুচ্ছ! মর্‌তে দাও—তাকে মর্‌তে দাও; সে বাঁচুক্—যদুকুল রক্ষা হোক্।

জাম্ববতী। দেখ্‌ছো কি তুমি সাত্যকি? যাও; ঐ সঙ্গে যদুপতির সংবাদটা—

দেবল। যেও না সাত্যকি!

সাত্যকি। স্তব্ধ হ' ভীরু!

দেবল। এরা শুধু এক কথা জানে—ভীরু। মা! তোমায় অনুরোধ করছি, পুত্রবধূর মায়া ত্যাগ কর—তাকে মর্‌তে দাও। যদি জ্ঞাতিশোকে বুক ফেটে না মরে, গলা টিপে মেরে ফেল—একদিনে তার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের শেষ হ'য়ে যাক্। তুমি তো শোন নাই, আমি যে শুনিছি সে কান্না। ওঃ, এ আমাদের কি নিষ্ঠুর দয়া মা?

সাত্যকি। কুমার! তোমার পুরুষ না হ'য়ে নারী হওয়াই উচিত ছিল। ভাব্‌তে লজ্জা হয় যে, মহাবীর বলরামের পুত্র এমনি দুর্ব্বল—কাপুরুষ!

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। যাও দেবল!

দেবল। ফেরাও মা—সাত্যকিকে ফেরাও, না হয় তার সঙ্গে বিষ দিয়ে দাও; বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, এতে উভয়তঃ মঙ্গল। তোমার লক্ষ্মণাকে তুমি ফিরে পেতে পার, কিন্তু সে হাস্যময়ী প্রতিমাটী তো আর

পাবে না ; সে মরেছে। হস্তিনা থেকে যদি কেউ ফিরে আসে, সে এক রাক্ষসী। তোমার মন্দিরের চূড়া ঝটিকায় ভাঙ্গে নি মা, ভেঙ্গেছে তারই নিঃশ্বাসে।

জাম্ববতী। দেবল! দেবল! কি বল্‌ছো তুমি?

দেবল। ঠিক্ বল্‌ছি। অন্ধ তুমি, তাই ভবিষ্যতের একটা রেখাও দেখ্‌তে পাচ্ছ না। আমি দেখ্‌ছি, সোণার দেউলে একটা পিশাচী এসে দাঁড়িয়েছে।

জাম্ববতী। মিছে কথা, এ হ'তে পারে না।

দেবল। যদি হয়, তখন মনে ক'রো কি বলেছিল দেবল।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। চিন্তা—শুধ্ চিন্তা! নারায়ণ! তোমার ইচ্ছা তুমিই জান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৌটিল্যের বাটীর সম্মুখ।

গীতকণ্ঠে এয়োগণের প্রবেশ।

এয়োগণ।—

গীত।

উলু দিয়ে আয় লো সখি জল সয়িতে যাই।
ভাঙ্গা কুলোর আদর বড় (যখন) ফেল্‌তে হবে ছাই।
সূর্য্যিমামার দেশ থেকে এক বাঁদরমুখো বর,
লক্ষ্মী নিতে এসেছে লো ওই বামুনের ঘর :—
রূপের সে এক ঢেঁকি, বুদ্ধি সবই মেকি,
পেটটা জোড়া পিলে যেমন, বিদ্যে তত নাই॥

[প্রস্থান।

কৌটিল্য ও চন্দনের প্রবেশ।

কৌটিল্য। নাও—এইবার পথ দেখ।

চন্দন। সে কি পিতা?

কৌটিল্য। ঠিকই বল্‌ছি বাবা! এলে—জামাই-আদরে খেলে দেলে, ফুরিয়ে গেল, আবার কি? ঘরে সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যোগাড় করছি, আর তো বাবা তোমাকে রাখা চলে না—বুঝলে কি না! এতদিন কোন্ কালে তল্‌পী গুটাতে হ'তো, কেবল ব্রাহ্মণীর একটা মায়া পড়েছে। হাজার হোক্ নিজের হাতে মানুষ করেছে কি না! এই আর কি! তা তোমারও ভালই হ'লো—কাকের বাচ্ছা কোকিলের বাসায় থেকে মানুষ হ'য়ে গেলে। যাক্, এখন বড় হয়েছ—ক'রে খেতে পারবে।

চন্দন। তা হ'লে নিতান্তই আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছেন পিতা?

কৌটিল্য। আর বাবা, ও সম্বোধনটা থাক্। তা হ'লে এস এবার, আমার অনেক কাজ। মেয়ের বিয়ে তো নয়—সাত জন্মের কর্ম্মভোগ।

চন্দন। তা হ'লে এ বিবাহই স্থির?

কৌটিল্য। শোন কথা, আজ বাদে কাল বিয়ে যে!

চন্দন। পিতা! আমি এ বিবাহ হ'তে দেবো না—কিছুতেই না; আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি এ অন্যায়ের গলা টিপে ধর্‌বো। এর জন্য যদি আমায় অস্ত্র ধর্‌তে হয়, তাও ধর্‌বো; তবু এ অবিচার আমি সইবো না।

কৌটিল্য। অবিচারটা কিসে হ'লো শুনি?

চন্দন। বুকে হাত দিয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর। অবিচার নয় পিতা? বাল্যকাল হ'তে আমাদের কানে কি মন্ত্র তোমরা ঢেলে দিয়েছ? যে আশা এই তরুণ মনের মধ্যে আজ বদ্ধমূল হ'য়ে গেছে, তাকে অঙ্কুরিত করেছ তোমরা। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গেই আমি জেনেছি—গায়ত্রী আমার স্ত্রী, সে জেনেছে আমি তার স্বামী।

কৌটিল্য। দেখ, বেশী ঘাঁটাঘাঁটি ক'রো না বল্‌ছি; কেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুবে? যাও—যাও, ঢের হয়েছে। পথ থেকে কুড়িয়ে এনে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা হয়েছে, এই ঢের; আবার বামন হ'য়ে চাঁদে ধর্‌তে যাও কেন?

চন্দন। সহসা আমি এমন কি অপরাধ করেছি পিতা, যার জন্য তোমাদের স্নেহের ছায়ায় আমি আর আশ্রয় পাবো না, তোমাদের গৃহের দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ, আর তোমার কন্যার আমি এতই অযোগ্য? বল—অপরাধ হয়, মাথা পেতে দণ্ড নোব।

কৌটিল্য। অপরাধ তোমার নয় বাবাজী—তোমার জন্মের।

চন্দন। কি? কি? কি বল্‌লে পিতা? অপরাধ আমার জন্মের?

কৌটিল্য। হাঁ—অপরাধ তোমার জন্মের। এতদিন জানতাম না, তাই ঘরে ঠাঁই দিয়েছিলাম; এইবারে জেনেছি, আর আমার ঘরে তোমার স্থান নেই।

চন্দন। কি জেনেছ ব্রাহ্মণ? বল—উৎকণ্ঠায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত; বল, আমি কে?

কৌটিল্য। তুমি শূদ্র।

চন্দন। কি? কি? আমার যজ্ঞসূত্র মিথ্যা? আমার সায়ং-সন্ধ্যা গায়ত্রী উচ্চারণ মিথ্যা? আমার এতদিনের সুখ-স্বপ্ন সবই মিথ্যা ব্রাহ্মণ? আমি শূদ্র? পায়ে ধরি তোমার ব্রাহ্মণ, অসার জনরব শুনে আমায় বজ্রাঘাত ক'রো না। [পদধারণ]

কৌটিল্য। দিলে ছুঁয়ে অস্পৃশ্য শূদ্রটা; আবার অবেলায় স্নান করতে হবে।

চন্দন। আমায় স্পর্শ করাও মহাপাপ? কেন ব্রাহ্মণ? আমার জন্মের ইতিহাস যাই হোক্, আশৈশব তোমারই গৃহে লালিত-পালিত হয়েছি—তোমাদেরই অচার-নিষ্ঠায় মানুষ হয়েছি—তোমাদের দেওয়া যজ্ঞসূত্র এতকাল বহন করেছি, তবু আমি ব্রাহ্মণ নই?

কৌটিল্য। না রে বাপু না; ব্রাহ্মণ হওয়াটা মুখের কথা কি না!

চন্দন। যথেষ্ট হয়েছে, তোমার সঙ্গে আর আমার কোন কথা নেই ব্রাহ্মণ! আমি একবার গায়ত্রীকে চাই।

কৌটিল্য। হবে না—হবে না, তার সঙ্গে শূদ্রের কোন কথা থাকতে পারে না।

চন্দন। শুধু কথা কি ব্রাহ্মণ? আমি তাকে হাত ধ'রে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো—বনে হোক্ আর বৃক্ষতলে হোক্।

কৌটিল্য। বল কি ছোক্‌রা? অতখানি এগিয়েছ? তার আগে তোমার মায়ের পরিচয়টা একবার নিয়ে এস!

চন্দন। কে আমার মা?

কৌটিল্য। এক কুলটা ব্রাহ্মণকন্যা।

চন্দন। পৃথিবী! তুমি এখনো আছ? ফেটে চৌচির হ'য়ে যাও নি? আমার এ কলঙ্কিত মুখটা কোথায় লুকাবো? দিবালোকটা নিভিয়ে দাও ঈশ্বর, আমি একটু আত্মগোপন করি। ওঃ, একদিনে সর্ব্বহারা—এক মুহূর্ত্তে শেষ! কি করি আমি? আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বো না দেহের মাংস ছিঁড়ে পথে ছড়িয়ে যাবো? না—প্রমাণ চাই—প্রমাণ দিতে হবে।

কৌটিল্য। প্রমাণ চাই? এস—

চন্দন। না, যাও—তুমি যাও; আশৈশব তোমাদের বিশ্বাস ক'রেই বেড়ে উঠেছি, আজও বিশ্বাস নিয়ে চল্‌লাম। যাও পিতা, কোন অভিযোগ নেই আমার। স্পর্শ করতে পার্‌বো না, দূর থেকেই প্রণাম করছি। [নতজানু হইয়া প্রণাম করিল।]

কৌটিল্য। আপদ গেল। [প্রস্থান।

চন্দন। সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই পৃথিবীর অবিরাম কর্ম্ম-কোলাহল; কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। ঐ প্রভাসের জলরাশি তেমনি তরঙ্গ তুলে ছুটেছে, তবু একদিনে একটা মানুষের হৃদয়-রাজ্যে কি মহাপ্রলয় হ'য়ে গেছে, কেউ খোঁজ রাখে না। ওঃ, ঈশ্বর! এ আমার কি করলে! [হতাশভাবে উপবেশন।]

গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। এ কি, চন্দন? এখানে এমনভাবে ব'সে কেন?

চন্দন। স্পর্শ ক'রো না গায়ত্রী, মুখ ফিরিয়ে থাক। মুখে কলঙ্কের ছাপ দেখ্‌ছ না? যাও—যাও গায়ত্রী, আমি তোমার কেউ নই।

গায়ত্রী। তুমি কেউ নও? তবে কে আমার চন্দন? একদিনের কথা তো নয়, এ যে আশৈশবের বন্ধন।

চন্দন। ভুলে যাও।

গায়ত্রী। এ তোমার কি অভিমান চন্দন? ছায়া কি কায়াকে ত্যাগ করতে পারে? ছিঃ, [redacted]! বিশ্বাস কর—আমার মুখের দিকে চাও; আমার অন্তরটা তলিয়ে দেখ, আমি জীবনে মরণে তোমার।

চন্দন। [উঠিয়া] তা যদি হয়, তবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি গায়ত্রী! দূর্ হোক্ জন্মের ইতিহাস; কলঙ্কময় অতীতের আবর্জ্জনা মাটি চাপা দিয়ে তোমায় নিয়ে আমি পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা কর্‌বো। কিন্তু তুমি যে আর একজনের কণ্ঠে বরমাল্য দিতে চলেছ গায়ত্রী!

গায়ত্রী। জানি, তাই তোমার অভিমান। চন্দন! তুমি কি মনে কর, আমার জীবন থাক্‌তে আর একজনের কণ্ঠলগ্না হবো?

চন্দন। [সাশ্চর্য্যে] হবে না?

গায়ত্রী। না।

চন্দন। ভাল ক'রে বুঝে দেখ গায়ত্রী! এ ভুল একবার কর্‌লে আর তার সংশোধন হবে না। আমায় বিবাহ কর্‌লে তোমায় আর্য্যসমাজকে ত্যাগ কর্‌তে হবে—পিতা মাতাকে ত্যাগ কর্‌তে হবে।

গায়ত্রী। কেন চন্দন?

চন্দন। কারণ, আমি শূদ্র—অস্পৃশ্য।

গায়ত্রী। শূদ্র! তুমি শূদ্র?

চন্দন। শুধু তাই নয় গায়ত্রী! শূদ্রেরও আত্মমর্য্যাদা থাকে,

আমার তাও নেই; আমি জগতের সকলের ঘৃণার পাত্র! আমি এইমাত্র জেনেছি—আমি হেয় গণিকার পুত্র।

গায়ত্রী। চন্দন—চন্দন! এ কি সত্য কথা? এ যে বজ্রাঘাতের মত ভীষণ—হলাহলের চেয়েও তীব্র! তার চেয়ে আমার গলা টিপে মার্‌লে না কেন? অস্পৃশ্য শূদ্র গণিকার পুত্র তুমি, এতদিন ছল ক'রে কেন আমার অন্তরের মাঝখানে সিংহাসন জুড়ে বসেছ?

চন্দন। স'রে যাচ্ছ কেন গায়ত্রী? আমি যাই হই, আশৈশব তোমাদেরই সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত। ভুলে যাও জন্মের কথা। একই পর্ণকুটীরের শীতল ছায়ায়, একই জননীর স্নেহে, একই খাদ্যে উভয়ের দিন কেটেছে; তবে আজ আমায় দূরে সরিয়ে রাখ্‌ছো কেন গায়ত্রী?

গায়ত্রী। চন্দন—!

চন্দন। এস প্রিয়তম, হাত ধর আমার; পৃথিবীর শেষ প্রান্তে সমাজের বহির্দ্দেশে এক নূতন রাজ্য স্থাপন ক'রে আমরা বাস কর্‌বো। এস—[হাত ধরিতে অগ্রসর।]

গায়ত্রী। [কিঞ্চিৎ পিছাইয়া] না—না, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের কন্যা, এক শূদ্রের হাত ধ'রে—ছিঃ-ছিঃ, তুমি যাও; তোমার কথা আমি ভুলে যাবো। ওগো সর্ব্বসাক্ষী দেবতা! এ আমার কি সর্ব্বনাশ করলে! আমি যে সমুদ্রের কূলে এসে পৌঁছেছি! আমায় পথ দেখাও—আমার শৈশবের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার ক'রে দাও—[প্রস্থানোদ্যোগ]

চন্দন। গায়ত্রী—!

গায়ত্রী। কেন ডাক্‌ছ চন্দন? আর আমায় প্রলোভন দেখিও না, আমি পাগল হ'য়ে যাবো। বল তুমি, আমি যাই। আমার পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়েছ তুমি; খুলে দাও চন্দন! বল, আমি যাই—

চন্দন। [রুদ্ধকণ্ঠে] তবে যাবার পূর্ব্বে আমার এই স্মৃতিচিহ্নটা

নিয়ে যাও গায়ত্রী! এই যজ্ঞোপবীত আজ নিষ্ফল; এই উপবীত ছিন্ন ক'রে তোমার মণিবন্ধে "রাখী" বেঁধে দিয়ে গেলাম; যেদিন তুমি আর আমার থাকবে না, সেইদিন এই রাখী খুলে ঐ প্রভাসের জলে ভাসিয়ে দিও—[মণিবন্ধে বাঁধিয়া দিল।] এইবার যাও গায়ত্রী, সুখী হও!

গায়ত্রী। চন্দন! তবে চল্লাম; বিদায়—

[গায়ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল, চন্দন একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু বহিয়া জলধারা পড়িতেছিল; পরে সে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

গীতকণ্ঠে দ্বারকাবাসীগণের প্রবেশ।

দ্বারকাবাসীগণ।—   **গীত।**

ও বাবা রে, একি হ'লো, ক্রুদ্ধ মহাকাল।
আকাশ ভেঙ্গে নাম্‌ছে ধরা, উপড়ে ফেলে শাল তমাল।
বিনা মেঘে বজ্র ডাকে,   উথ্‌লে দিলে সাগরটাকে,
পিঠের উপর পড়্‌ছে শিলা (যেন) ভাদ্রমাসের তাল।
হায় হায় সব ফর্সা হ'লো   রইলো না আর মানুষগুলো,
জুটলো এসে ভূমিকম্প দ্বারাবতীর হাড়ীর হাল।

[প্রস্থান

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। অকস্মাৎ একি মহাপ্রলয়! শিলাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বজ্রাঘাত সব ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত এসে আক্রমণ করেছে। দরিদ্রের পর্ণকুটীর ধনীর প্রাসাদের সঙ্গে এক মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। একি ভয়াল মূর্ত্তি তোমার রুদ্রদেব? এত ক্ষুধা যদি তোমার, আমায় গ্রহণ কর রাক্ষস, দ্বারকাকে বাঁচতে দাও! হায় দ্বারকা! স্বর্ণপ্রসূ সাগরমেখলা জননী আমার, বুঝি আজ তোর সব শেষ!

গীতকণ্ঠে দুন্দুভির প্রবেশ।

দুন্দুভি।—

গীত।

আমি গাহিব শেষের গান।
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দলিয়া মথিয়া গরল করিব পান॥
আমি চুমুকে শুষিব সিন্ধু,
আমি বজ্রনিপাতে পূর্ণিমা-রাতে নিভাইব সুধা ইন্দু;—
(শেষে) প্রলয়-প্লাবনে ভাসিয়া,
(আমি) খল-খল যাবো হাসিয়া,
স্মৃতির পাতায় স্বপ্নের রেখা রহিবে বর্ত্তমান॥

[প্রস্থান।

দেবল। কার প্রেতাত্মা তুমি? কংস, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কেশী, বৃষাসুর না মধুকৈটভ? কাকে জিজ্ঞাসা করি? কেউ নেই। একি দেখ্‌লাম? এক পা স্বর্গে, আর এক পা মর্ত্ত্যে! ভীষণ—লোমহর্ষণ —বিচিত্র! না—না, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

গীতকণ্ঠে শুক ও সারির প্রবেশ।

শুক ও সারি।—

গীত।

এ শুধু সেই কচে-বারোর জের।
বাত্যাও নয় বজ্রও নয়, নয়কো গ্রহের ফের॥
ঐ তিনটী পাশা কর্ম্মনাশা অস্থিতে কার জন্ম নিল,
ধরার বোঝা দ্বিগুণ ভারি বাসুকির গায় ঘর্ম্ম দিল;
শকুনি মামার পাশার চাল,
ক্ষত্রকুলের মুষল কাল,
ত্রিনয়নের আগুনপোরা ক্রুদ্ধ মহেশের॥

[প্রস্থান।

শশব্যস্তা গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। পালিয়ে এসেছি; বরমাল্য অর্দ্ধেক দেওয়া হয়েছিল, বাকিটা দিতে পার্‌লাম না; একখানা করুণ মুখ মনে প'ড়ে গেল—পালিয়ে এলাম। এবার কোন্ দিকে যাই? রৈবতক পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রভাসের জলে ঝাঁপ দেবো, না শিলাবৃষ্টি মাথায় ক'রে উল্কার মত ছুট্‌বো? তাই যাই—দেখি যদি দেখা পাই তার! ব'লে যাবো—ইহলোকে নয় বন্ধু, পরলোকে তোমার অপেক্ষায় থাক্‌বো; আমি আগে যাই, তুমি আমার পশ্চাতে এস। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দেবল। কে তুমি নারী?

গায়ত্রী। তাই তো, এখানেও বাধা!

দেবল। কোথায় চলেছ বালিকা? মর্‌বে যে!

গায়ত্রী। এই দুর্য্যোগে যে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে, সে কি জীবনের মায়া করে পুরুষ? মৃত্যুই আমি চাই।

দেবল। কেন ভগিনী! এই অপরিণত বয়সে পৃথিবীর এমন সুন্দর আলো বাতাস এতই কি অসহ্য তোমার? কারণ কি ভগিনী? বল—প্রতিকার করবো।

গায়ত্রী। প্রতিকার করবে? তুমি? বিশ্বাস করি না। তুমি তো পুরুষ; তোমাদেরই গড়া শাস্ত্র, তোমাদেরই গড়া সমাজ; তোমরাই তো নারীজাতটাকে কারণে অকারণে অষ্টপ্রহর কশাঘাতের ব্যবস্থা করেছ; ব্রাহ্মণ শূদ্র তোমাদেরই তো শ্রেণীবিভাগ। যাও, আমি মরবো; পার তো আমার মৃত্যু-সংবাদটা আমার পিতা-মাতাকে দিও।

দেবল। তুমি কে?

গায়ত্রী। তুমি কে?

দেবল। পথিক।

গায়ত্রী। পথিক যদি, তোমার পথ ধ'রে তুমি চল, আমার পথে আমায় যেতে দাও। [অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল, দেবল পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল।] ছাড়—ছাড়, এ ভিন্ন আমার দ্বিতীয় পন্থা নেই। কেন অবুঝ হ'চ্ছো পুরুষ? আমার মাথার উপর শাণিত খড়্গ দুল্‌ছে, এক মুহূর্ত্তের বিলম্ব আমার সইবে না।

দেবল। বুঝেছি ভগিনী, তুমি একটা নিরাপদ আশ্রয় চাও। নির্ভয় তুমি; আমি তোমায় এমন আশ্রয় দেবো, যেখানে থেকে সমাজ তো তুচ্ছ, যমও তোমায় ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

গায়ত্রী। কোথায় এমন আশ্রয় পথিক?

দেবল। দ্বারকার রাজপ্রাসাদে।

গায়ত্রী। তবে তুমি কে?

দেবল। আমি মহাত্মা বলরামের পুত্র দেবল।

গায়ত্রী। কুমার দেবল? মহত্ত্ব যার দেশবিখ্যাত, দয়ার যার সীমা

নাই, সেই আমার সম্মুখে! তবে আশ্রয়ে পেয়েছি ভগবান! ভাই! আমার হাত ধর—তোমাদের আশ্রয়ে আমাকে স্থান দাও!

দেবল। এস ভগিনী, দুর্য্যোগের মধ্যে মহার্ঘ মণি কুড়িয়ে পেয়েছি; সাদরে গ্রহণ করলাম। এস—

[গায়ত্রী সহ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

জরা ও অলক্ষ্মী।

পথ।

জরা। এইখানে—এম্‌নি সময়ে; ঠিক্ এসে পড়েছি। ঐ নদী তর্-তর্ ক'রে বইছে, ঢেউগুলো পুত্রহারা মায়ের মত তীরের উপর আছ্‌ড়ে পড়্‌ছে, আর ঐ ঘন বন কুয়াসা মুড়ি দিয়া ধ্যান কর্‌ছে; ঠিক্ এসেছি। সেদিনও এম্‌নি কুয়াসা ছিল, ঠাণ্ডা বাতাস বইছিল, নদীর জল উথাল-পাথাল কর্‌ছিল, আর তুই ঐখানে তীরে ব'সে অঝোরঝরে কাঁদ্‌ছিলি; দেখে দয়া হ'লো, বুকে তুলে নিয়ে গেলাম। কে জান্‌তো, তোর অলক্ষ্মী নাম এমন অক্ষরে অক্ষরে ফল্‌বে।

অলক্ষ্মী। বাবা!

জরা। চুপ্—চুপ্, ও ডাক আর ডাকিস্ নে! বুকটাকে অনেক দিনের চেষ্টায় পাষাণ করেছি, ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে। আয়—এগিয়ে আয়!

অলক্ষ্মী। আর কতদূর যাবো বাবা?

জরা। আর যেতে হবে না; এইখান থেকে তোকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম, আজ এইখানেই বিসর্জ্জন দিয়ে গেলাম।

অলক্ষ্মী। কেন বাবা, আমি কি করেছি?

জরা। কি করেছিস্? আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্। সর্ব্বনাশী! এই জন্যই তোর নাম কেউ মুখে আনে না। আমার ঘরভরা ছেলে-মেয়ে, মাঠভরা শস্য, বুকভরা শান্তি ছিল,—দু'টো দিন গেল না, সব ফর্সা ক'রে দিলি! যমের কিঙ্করের মত দু'-দুটো ছেলে মুখে রক্ত উঠে ম'রে গেল, গৃহিণী শোকে দুঃখে অন্ধ হ'য়ে নদীতে ঝাঁপ দিলে, ঘরে আগুন লেগে মেয়েটা শুদ্ধ্ পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। আর না, খুব য়েছে রাক্ষসী! তুই থাক্, আমি চল্লাম।

অলক্ষ্মী। বাবা! বাবা!

জরা। আবার? চুপ্! চুপ্! এখনও খাড়া আছি, আর একবার ডাক্লে পৃথিবী অন্ধকার হ'য়ে যাবে। ভয় কি মা—ভয় কি? যার কেউ নেই, ঈশ্বর আছে তার। তাকে ডাক্—তাকে ডাক; ঐ নদীর জলে আছে সে, ঐ বনের মধ্যে গাছের পাতায় সে ব'সে আছে; তার কাছেই তোকে রেখে গেলাম।

অলক্ষ্মী। আমায় ফেলে যেও না, এ অন্ধকারে আমি কোথায় যাবো?

জরা। যেখানে ইচ্ছা। নদীতে ঝাঁপ দে, আকাশে উড়ে যা, বাঘের মুখে মাথা গলিয়ে দে; নয় তো খুঁজে দেখ্, কার সোনার সংসার সুখ-শান্তিতে ভ'রে উঠেছে, কার ঘরে লক্ষ্মী উছ্লে পড়েছে, সেইখানে যা—দু' দিনের মধ্যে সংসারটাকে চ'ষে ফেল্। পৃথিবীতে যখন আর লক্ষ্মীর চিহ্ন থাক্বে না, তখন নিজের মাথা নিজে কামড়ে

খাস্। অলক্ষ্মী! রাক্ষসী! কেন আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লি? আমি যে তোকে মাথায় ক'রে রেখেছিলাম!

অলক্ষ্মী। ওগো, বিশ্বাস কর, আমি কোন দোষে দোষী নই। বাপ মা নাম দিয়েছে অলক্ষ্মী, তাই সবাই দূর-দূর করে। আমায় একলা ফেলে যেও না, আমি তোমার অভাগিনী কন্যা। যেও না—যেও না! বাবা—বাবা—[ভূলুণ্ঠিতা হইল।]

জরা। কত সয় আর? ভগবান! পাষাণ কর আমায়—পাষাণ কর! মা! আমার সযত্নবর্দ্ধিত বিষবৃক্ষ! কোথায় রাখ্‌বো তোকে? আমার ঘর নেই—আশ্রয় নেই; বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু তোকে রেখে যাচ্ছি ভরা বিশ্বের করুণার দ্বারে।

[প্রস্থান।

অলক্ষ্মী।—

গীত।

একা গো—শুধু একা।
সম্মুখে ওই মরণ-সাগর পিছনে বনানীরেখা।
তৃষিতকণ্ঠে পানীয় লাগিয়া ঘুরেছি এ ধরাতল,
ফিরেছি ব্যথিত সাথে নিয়ে হায় দু'নয়নে আঁখিজল ঃ—
কহে নাহি কথা খোলে নাই দ্বার,
দেয় নি মুছায়ে নয়নের ধার,
ঘৃণা স'য়ে স'য়ে জনম পোহালো এ বুঝি ললাট-লেখা॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকা—অন্তঃপুরস্থ প্রকোষ্ঠ।

জাম্ববতী ও শতানীক।

শতানীক। কেন আমায় ডেকেছ মা?

জাম্ববতী। আসুন ব্রাহ্মণ, একবার ভাল ক'রে গণনা করতে হবে। ক' দিন ধ'রে মনটা বড়ই চঞ্চল হয়েছে; নিদ্রায় দুঃস্বপ্ন দেখি, জাগরণে চোখের উপর নানা অমঙ্গলের ছবি ভাস্‌তে থাকে।

শতনীক। মনের বিকার।

জাম্ববতী। তা হোক্, গণনা করুন; নইলে স্থির থাক্‌তে পার্‌ছি না। যদুপতি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথ্য কর্‌তে সেই যে গেছেন, আজও তাঁর দেখা নেই। থেকে থেকে কেবলি মনে হ'চ্ছে, যদুবংশের সে ঘৃতপ্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ।

শতানীক। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ, তিনি মাত্র সারথি; তাঁর কি অমঙ্গল হবে মা?

জাম্ববতী। আপনি জানেন না, সারথি হ'লেও তাঁকে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর্‌তে হয়েছিল; তারপর কি যে হ'লো, কেউ জানে না। এই যে রেখা পেতেছেন, বেশ ক'রে দেখুন, কারও কোন অমঙ্গল হয় নি তো? একি ব্রাহ্মণ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে তোমার মুখখানা সাদা হ'য়ে গেল যে?

শতানীক। দেখি, আর একবার।

জাম্ববতী। কি দেখ্‌লে ব্রাহ্মণ? বল—বল—

শতানীক। কি বল্‌বো মা! আমি গণনা ভুলে গেছি, আর কাউকে ডাকো। [প্রস্থানোদ্যত]

জাম্ববতী। [গমনে বাধা দিয়া] নারীহত্যার পাপ হবে, যদি না বল।

শতানীক। দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কেন বিপদে ফেল্‌ছ মা?

জাম্ববতী। কোন বিপদ নেই; নির্ভয়ে বল ব্রাহ্মণ, যদুপতির কুশল তো?

শতানীক। কুশল; তবে—

জাম্ববতী। বল—বল, তবে?

শতানীক। সম্মুখে ঘোর অমঙ্গল।

জাম্ববতী। কার?

শতানীক। রাম-কৃষ্ণের—সমস্ত যদুবংশের।

জাম্ববতী। বুঝ্‌তে পেরেছি, সমগ্র আর্য্যজাতির উপর বিধাতার কোপ-দৃষ্টি পড়েছে। কৌরবকুল গেছে, ভারতের অসংখ্য রাজপুরীতে চিতার আগুন এখনো নেভেনি, সেই সংখ্যাতীত অগ্নিকুণ্ড থেকে রাশি রাশি স্ফুলিঙ্গ ছুটে এসেছে আজ দ্বারকায়; তাই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, প্রখর দিবালোকে শিলাবৃষ্টি, সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদের মধ্যে থেকে থেকে শৃগালের চীৎকার। প্রতিকার কর—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কর ব্রাহ্মণ! রাজকোষের সমস্ত অর্থ, পুরস্ত্রীগণের শেষ আভরণটী পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়, দেবো।

শতানীক। মা! আমি গণনা করতেই জানি, ফাঁড়া কাটাতে তো জানি না।

জাম্ববতী। কে জানে?

শতানীক। কেউ জানে না; জানি ব'লে যে গর্ব্ব করে, সে মিথ্যাবাদী।

জাম্ববতী। কি অমঙ্গল দেখ্‌লে ব্রাহ্মণ?

শতানীক। তাও জানি না; তবে রাহুর গ্রাস আরম্ভ হয়েছে। আর শেষ কথাটা ব'লে যাই, এই অমঙ্গলের উপলক্ষ তোমারই পুত্র শাম্ব।

জাম্ববতী। শাম্ব? আমার পুত্র? এমন কালসাপ গর্ভে ধরেছি আমি? আমারই পুত্র হ'তে যদুবংশের ঘোর অমঙ্গল? হ'তে দেবো না—কিছুতেই হ'তে দেবো না। যে হাতে তাকে পরম স্নেহে জড়িয়ে ধরেছি, সেই হাতে শাণিত অস্ত্র ধ'রে তাকে আমি বলি দেবো। ওঃ, ব্রাহ্মণ! এর চেয়ে আমাকে বিষ খাওয়ালে না কেন? তুমি কি এইটুকু গোপন রাখ্‌তে পার্‌লে না? না—না, বেশ করেছ! জেনেছি, ভালই হয়েছে; নিজের হাতে কণ্টক-তরু উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো, একের জীবনীশক্তি সহস্রের ধমনীতে প্রবাহিত হোক্।

শতানীক। মা! মা! হিমালয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে এ কথাটা বল্‌তে পার? পৃথিবী বুঝুক্, ভারতের মা জগতের মা।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। কি বল্‌লে ব্রাহ্মণ? ভারতের মা জগতের মা? ঠিক্ বলেছ; এত বড় একটা স্নেহের সমুদ্র একজনের গণ্ডূষে শুকিয়ে যেতে পারে না। সুভদ্রা দেখিয়েছে হস্তিনায়—আমি দেখাবো দ্বারকায়, ভারতের মা জগতের মা। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ।—

গীত।

কৃষ্ণ-নয়ন-তারা গো কৃষ্ণ-নয়ন-তারা।
কুঞ্জ কুটীরদ্বারে, কাহার নূপুর বাজে,
মোছ মোছ নয়নের ধারা।

জাম্ববতী। যদুপতি এসেছেন?

১ম নর্ত্তকী। হ্যাঁ গো—হ্যাঁ, ভয় নেই।

জাম্ববতী। কৈ—কোথায় তিনি?

১ম নর্ত্তকী। নগরের উপকণ্ঠে।

জাম্ববতী। যা—যা, উদ্যানের যত ফুল, সব তুলে এনে রাস্তায় ছড়িয়ে দে। পথশ্রমে ক্লান্ত তিনি, তাঁর পায়ে যেন কঙ্কর বিদ্ধ না হয়। প্রভাসের জল নিয়ে আয়, চন্দনের গন্ধে রাজপ্রাসাদ স্নিগ্ধ ক'রে রাখ্।

নর্ত্তকীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

কুন্তল বাঁধ সখী তোল অবগুণ্ঠন,
এনেছে সে স্বরগের সুধা করি লুণ্ঠন,
জেগেছে বনের পাখী, ফুটেছে বনের ফুল,
তোমারি যে শুধু নাই সাড়া!
জাগিয়া যামিনী ভোর, দিবসে ঘুমের ঘোর,
মনোচোর খুঁজে খুঁজে সারা॥

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। এস—কাঙ্গালিনীর দুঃখ-সাগরমথিত ধন, এস আমার ভাঙ্গা ঘরের জ্যোৎস্না, আমার তরুতলের রাজ-অতিথি, এস—এস! কি দিয়ে অভ্যর্থনা করবো তোমার দেব? কুরুক্ষেত্রে অসংখ্য ছিন্ন মুণ্ড গণনা ক'রে আস্‌ছ তুমি আমি, তোমায় আর একটা ছিন্ন মুণ্ড উপহার দেবো। মুখ ফিরিও না প্রভু! এও তোমার ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের উপলক্ষ্য।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। আয়—আয়
রক্তপায়ী লোলুপ রাক্ষস!
পেতে দেবো সোনার অঞ্চল,
সাজি ভ'রে পুষ্প দেবো পায়,—
সুখের পর্য্যঙ্কে নিদ্রা যায় যাদবসমাজ,
ধ্বংস কর একদিনে সব।
রক্তধারে বহিবে তটিনী;
অসংখ্য যাদব-নারী
খুলে দেবে কঙ্কণ বলয়,
মৃতদেহ কোলে নিয়া কাঁদিবে দেবকী,
যেইভাবে কেঁদেছিল কৌরবজননী
কুরুক্ষেত্র শ্মশানের পরে।
আসমুদ্র হিমাচল উঠিবে শিহরি,
উদ্বেলিবে সপ্তসিন্ধুজল,
চন্দ্র সূর্য্য লুকাইবে মেঘের অন্তরে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শাম্বের প্রবেশ।

শাম্ব। লক্ষ্মণা! লক্ষ্মণা! একি মূর্ত্তি তব!
আহা, শুকায়েছে কমল বয়ান,
কোটরে পশেছে হায়
নীল আঁখি দু'টী, আকুঞ্চিত

কেশপাশে লাগিয়াছে ধূলি,
আঁখি দু'টী কেন ছল-ছল?
ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনে
পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ
দেছে আত্মবলি।
ত্যজ শোক, মোছ আঁখিজল;
এস প্রিয়ে, কাছে এস—
বক্ষে এস মোর!

লক্ষ্মণা। স'রে যাও!

শাম্ব। ফুরাবে না তবু অশ্রুজল?
জীবন-মাধবী মোর!
হেরি ও মলিন মুখ
আমার যে বক্ষ ফেটে যায়।
কাছে এস!

লক্ষ্মণা। চুপ্! আমায় স্পর্শ ক'রো না।

শাম্ব। একি রহস্য লক্ষ্মণা?

লক্ষ্মণা। রহস্য নয়, সত্য কথা; আমায় স্পর্শ ক'রো না।

শাম্ব। কেন প্রিয়তম?

লক্ষ্মণা। কেন? জিজ্ঞাসা ক'রে এস কুরুক্ষেত্রের মহাশ্মশানে—জিজ্ঞাসা কর যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে। যাদব আর কৌরবে মিল হয় না—হ'তে পারে না; মাঝখানে এক হিমালয়ের ব্যবধান।

শাম্ব। বিবাহ কেমন ক'রে হ'লো লক্ষ্মণা?

লক্ষ্মণা। জোর ক'রে; কৌরবের অনিচ্ছায়—যাদবের আসুরিক বলে। এর নাম বিবাহ? সর্প আর শার্দ্দূলের সন্ধির প্রয়োজন,

আমি হয়েছি তার গ্রন্থি—কৌরবের ভাঙ্গা বুকের দীর্ঘশ্বাস, আর যাদবের কামনালের আহুতি।

শাম্ব। লক্ষ্মণা! তবে কি আমার আগাগোড়াই ভুল? তোমার হৃদয়টা কি এমনই মরুভূমি? আমায় তুমি কখনো ভালবাস নি?

লক্ষ্মণা। না, কখনো বাসি নি; নারীর অন্য গতি নেই, তাই তোমায় সম্ভাষণ করেছি—আলিঙ্গন দিয়েছি—তোমার প্রবৃত্তির অগ্নি-কুণ্ডে নিজেকে দগ্ধ করেছি। আর না, এ অভিনয়ের এইখানেই শেষ।

শাম্ব। লক্ষ্মণা! তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে; যাও, বিশ্রাম করগে।

লক্ষ্মণা। বিশ্রাম? হাঁ—বিশ্রাম করবো! তুমি যাও, আমার সম্মুখে দাঁড়িও না; ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ কুঞ্চিত হ'চ্ছে।

শাম্ব। এও কি সম্ভব? এ কি সেই লক্ষ্মণা, আমায় দেখ্‌লে যার চোখে আনন্দের দীপ্তি খেল্‌তো, এক মুহূর্ত্ত আমার অদর্শনে পৃথিবী যে অন্ধকার দেখ্‌তো? না—না, আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, এ সত্য নয়। লক্ষ্মণা! বল—বল, এ স্বপ্ন না অভিনয়?

লক্ষ্মণা। সত্য

শাম্ব। না—না, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না। শোকে উন্মাদিনী তুমি, এস—রক্ত ঢেলে তোমার বুকের আগুন নিভিয়ে দিই—[অগ্রসর]

লক্ষ্মণা। সাবধান। কাছে এস না, নিঃশ্বাসে উড়ে যাবে।

শাম্ব। [~~ভগ্নকণ্ঠে~~ কেন?] আমি কি অস্পৃশ্য?

লক্ষ্মণা। শুধু তুমি নও, তোমাদের এই নৃশংস জাতিটাই অস্পৃশ্য।

শাম্ব। রসনা সংযত কর কৌরবদুহিতা! দ্বারকার প্রাসাদতলে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছ তুমি, যাদবকুল অস্পৃশ্য? এই বংশই মহাবল

নারায়ণী সেনা দিয়ে তোমার পিতাকে সাহায্য করেছিল; নইলে কুরুক্ষেত্রে কৌরবের একাদশ অক্ষৌহিণী একদিনেরও ভর সইত না।

লক্ষ্মণা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধালে কে? জগৎকে জিজ্ঞাসা কর, সবাই বল্‌বে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ।

শাম্ব। মিথ্যা কথা; কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিয়েছে মহারাজ দুর্য্যোধন। এর মূল কোথায় জান? দ্যুতক্রীড়ায়, জতুগৃহে, পাঞ্চালীর বস্ত্র আকর্ষণে। সেই কৌরবের কন্যা তুমি, লজ্জায় তোমার মুখ ঢেকে থাক্‌বার কথা, আর তুমিই বল্‌ছ যাদব অস্পৃশ্য!

লক্ষ্মণা। আবার বল্‌বো, যাদব আমার অস্পৃশ্য।

শাম্ব। সাবধান বিষধরী! জাতির নিন্দা আমি সইবো না।

লক্ষ্মণা। কি কর্‌বে?

শাম্ব। কি কর্‌বো? যেমন ক'রে তোমার এক পরমাত্মীয় দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধ'রে,—না—না, কর্‌বার কিছু নাই, বিধাতার রক্ষিতা তুমি। দ্বারকার রাজপ্রসাদে নারীজাতি পুরুষের মাথার মণি। লক্ষ্মণা! অবুঝ হ'য়ো না, এখনো সংযত হও। আমি ভুলে যাবো তোমার দুর্ব্ব্যবহার, কারণ তুমি শোকে দুঃখে জ্ঞান হারিয়েছ। একবার বল—শুধু একবার, আমায় ভালবাস? [হাত ধরিলেন।]

লক্ষ্মণা। না—না—[হাত ছুঁড়িয়া দিল।] এক কালভুজঙ্গ অমৃতের নাম ক'রে গোটা পৃথিবীটায় বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তারই বংশধর তুমি; তোমারও কণ্ঠে বিষ, তোমারও মুখে দেবতার ছাপ, অন্তরে নরকের পূতিগন্ধ।

শাম্ব। ঈশ্বর! কত সইবো আর? কত সয়! আমি কি পাষাণ? নারী ব'লে এরা বজ্রাঘাত কর্‌বে, নীরবে তাই বুক পেতে নিতে হবে? এত ঘৃণা যদি কৌরবনন্দিনী, তবে কেন এলে আর দ্বারকায়?

লক্ষ্মণা। কেন এলাম? কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশানে নিঃশ্বাস ফেলে এসেছি, দ্বারকার শ্মশানে অট্টহাসি হাস্‌বো; রাণী ভানুমতীর গলা জড়িয়ে কেঁদে এসেছি, তোমার মায়ের বিধবা-মূর্ত্তি দেখে সেই শোকে সান্ত্বনা চাই।

শাম্ব। রাক্ষসী! রাক্ষসী! কে বলে নারী অবধ্য? অনাচারী দুর্য্যোধন যে পথে গেছে, তুইও সেই পথে যা। [তরবারি নিষ্কাশন]

সহসা জাম্ববতীর প্রবেশ।

জাম্ববতী। ঐ তরবারি তোমার নিজের স্কন্ধে পড়ুক্।

[তরবারি কাড়িয়া লইয়া শাম্বকে আঘাত করিতে গেলেন, তরবারি হাত হইতে পড়িয়া গেল।]

জাম্ববতী। ওঃ—নারায়ণ!

শাম্ব। এই পত্নী, এই মাতা!
ছিঃ ছিঃ, কার তরে অহরহঃ
ঝরে আঁখিজল? কার পূজা
স্বপ্নে ধ্যানে মন্দিরে মন্দিরে?
চলিতে চরণ টলে, দাউ-দাউ
অগ্নি জ্বলে মস্তিষ্কে আমার।
হায় হায় ভ্রান্ত আমি,
ছায়ারে দিয়াছি আলিঙ্গন,
রাক্ষসীর পদতলে ঢালিয়াছি
কুসুম চন্দন। এই তব ধর্ম্মরাজ্য
বাসুদেব? ভুল—ভুল!
শ্যামল শস্যের লাগি পৃথিবীরে

করেছ কর্ষণ, গৃহে তব
যোজন বিস্তৃত এই অনুর্ব্বর ভূমি।
নারী নরকের দ্বার, ধ্রুব সত্য বাণী
অনাস্থায় করিয়াছি হেলা, জীবনের
বহু বর্ষ কাটায়েছি নারীর সেবায়;
ধিক্ ধিক্ ধিক্ এ জীবনে!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। [স্বগত] জ্বলেছে আগুন, দাউ-দাউ ক'রে জ্বলেছে।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। হাতখানা চেপে ধরছ কেন নারায়ণ? শক্তি দাও, সাগর মন্থন ক'রে অমৃত তুলে আনি। সুভদ্রা জগতের কল্যাণে পুত্র বলি দিয়েছে, আমি কি পার্‌বো না? পার্‌তে হবে; এতে যাদবের কল্যাণ—জগতের কল্যাণ। কি বলছ, আমি মা? কার মা? শুধু শাম্বের? না গো—না, আমি যে জেনেছি, ভারতের মা জগতের মা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

দ্বারকার প্রসাদপ্রাঙ্গণ ।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ ।

উদ্ধব ।—

গীত ।

কাঞ্চী-দুকূল হার, ফেলে গেছে সে আমার,
রেখে গেছে মুরলী মালা ।
প'ড়ে আছে পীতধড়া, নূপুর মোহন চূড়া,
আছে আর বিরহের জ্বালা ।
আঁধার এ দ্বারাবতী, পতিহীনা যেন সতী,
বনানী হয়েছে গৃহতল ।
বিরহী-নয়নজলে, পাষাণ গিয়াছে গ'লে,
মরুভূমি হ'য়ে গেছে জল ।
আসিবে আসিবে ব'লে, দিন যায় পলে পলে,
সাজায়েছি কুসুমের ডালা ।
আশাই হয়েছে সার, আসা তো হয় নি তার,
বিফলে গিয়াছে দীপ জ্বালা ॥

[প্রস্থান ।

পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ ।

পুরনারীগণ ।—

গীত ।

আয় আয় ছড়াই বনের ফুল ।
কাঁকর কাঁটায় বিঁধবে শ্যামের চরণ রাতুল ॥

ঘরছাড়া পূর্ণিমা-চাঁদ আঁধার গৃহতল,
গায় না পাখী বয় না সমীর লুটতে পরিমল,
(আজি) ফিরছে ঘরে, নগর সাজা—
বাজা সই শঙ্খ বাজা,
ধন্য হ'লো বসুন্ধরা ধন্য যদুকুল॥

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদ ।]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । কুসুম-আস্তীর্ণ পথ,
মুহুর্মুহু শঙ্খনাদ দ্বারকানগরে ;
সোনার দ্বারকাপুর
কি উৎসবে রয়েছে মাতিয়া !
শোন নাই, হস্তিনা-নগর হ'তে
কি বারতা আনিয়াছে নিষ্ঠুর কেশব ?
প্রিয়তম ! ঢাল অশ্রুজল ।
শ্রীকৃষ্ণের আত্মজন যারা,
কাঁদে তারা নিশিদিন ।
একদিন বৃন্দাবনে করুণ নিস্বনে
কাঁদিয়াছে যশোদা জননী,
কাঁদিয়াছে শ্রীদাম, সুদাম,
রথচক্র ধরি মোর কত যে কেঁদেছে হায়
শ্রীরাধা আমার ; যমুনার কূলে কূলে
গোকুলের শুষ্ক অশ্রু রয়েছে অঙ্কিত ।

[নেপথ্যে পুনঃ শঙ্খনাদ।]

বন্ধ কর শঙ্খনাদ,
কাঁদ—কাঁদ দ্বারকানগরী!

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কেন কৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। কেন?
দেখ নাই প্রলয়ের পূর্ব্বাভাস
পথে পথে কাননে কান্তারে?
কে বহালো অকালে ঝটিকা,
কে ভাঙ্গিল ওই হৈম-মন্দিরের চূড়া?
দাদা! অনলের বহ্নিতাপ আনিয়াছি
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে; এই পুষ্পরাশি
কণ্টকের সম মোর ফোটে পায় পায়।

বলরাম। বিশুষ্ক মলিন মুখ, ছল-ছল আঁখি,
কেন রে কেশব?
কে কয়েছে কটু কথা?
বুকে ব্যথা কে দিয়াছে তোর?
প্রশান্ত সাগরবক্ষে
কে তুলেছে ঝটিকা মুরারি?

শ্রীকৃষ্ণ। কৌরবজননী।

বলরাম। তবে যা শুনেছি, সত্য বাসুদেব?
কৌরবকুলের তরে মহাবল নারায়ণী সেনা
তুমিই না করেছিলে দান?

শত শত দিক্‌পাল
কুরুক্ষেত্র-হোমানলে পূর্ণাহুতি দিয়া,
পরার্থের পুরস্কার কি এনেছ দ্বারকায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। গান্ধারীর তীব্র অভিশাপ—
"নয়ন-গোচরে মম শত শত পুত্র পরিজন
ছাগশিশু সম মরিবে অকালে—"

বলরাম। কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ। "আমার এ পদ্ম-আঁখি অশ্রুধারে
ভাসাবে ধরণী—"

বলরাম। তারপর ?

শ্রীকৃষ্ণ। "তারপর আমি নিজে
অকালে কালের গ্রাসে লভিব বিশ্রাম।"

বলরাম। আর তুমি বুঝি
সেই বিষ আকণ্ঠ করিয়া পান
ফিরে এলে দ্বারকানগরে ?
কোথা ছিল সুদর্শন তব ?
এত যদি শক্তিহীন তুমি,
কোথা ছিল ধনুর্দ্ধর সখা ধনঞ্জয় ?
যাদের মঙ্গল তরে রাজ-রাজেশ্বর তুমি
ধরিয়াছ সারথির বেশ,
তারা বুঝি কাষ্ঠের পুত্তলী সম
রহিল দাঁড়ায়ে ?
ওঃ—তবু তুমি পাণ্ডবের সখা !

শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ দাদা, তবু আমি পাণ্ডবের সখা।

বলরাম। ছিঁড়ে ফেল সখ্যতা-বন্ধন,
এ সংসার কৃতঘ্নের লীলাভূমি।
ওঃ ! কি করিলে নিষ্ঠুর কেশব ?
বক্ষের পঞ্জরে গড়া আমার এ
চাঁদের হাট অকালে ভাঙ্গিবে,
তবু হস্তিনাপ্রাসাদশীর্ষে
চন্দ্র, সূর্য্য স্বর্ণরশ্মি করিবে বর্ষণ ?
চক্র ধর চক্রধারি, আমি ধরি হল,
কৌরবের শেষ চিহ্ন রাখিব না আর।

লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। কৌরবের শেষ চিহ্ন আমি ; আমায় তবে হত্যা কর। একজনের শাসনদণ্ডের তলায় আমার শত শত পরিজন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে, তোমার শাসনদণ্ডের নীচে আমি মাথা পেতে দিলাম।

বলরাম। [হাত হইতে হল পড়িয়া গেল।] কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ ! অস্ত্র লুকিয়ে রাখ্, নয় তো ভেঙ্গে ছুঁড়ে ফেল্ ; এ মূর্ত্তির কাছে প্রতিহিংসা লজ্জায় মুখ ঢেকে থাকে। আহা, তোকে যে আমার মনে ছিল না মা ! তুই আছিস্ ?

লক্ষ্মণা। আছি।

বলরাম। কেমন ক'রে বেঁচে আছিস্ মা ? অতগুলো আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগ-ব্যাথা বুকে ক'রে এখনো তুই খাড়া আছিস্ ?

লক্ষ্মণা। আছি ; মৃত্যু সবাইকে নিলে, আমায় যে পায়ে ঠেলে চ'লে গেল। মৃত্যু দাও, আমি বড় মরণের কাঙ্গাল !

বলরাম। কৃষ্ণ ! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তুমি একাদশ অক্ষৌহিণীকে বধ

কর নি, করেছ তোমারই পুত্রবধূ:কে। ত্রিসংসার তোমার গুণগানে মুখরিত হ'তে পারে, জগৎ জুড়ে তোমার ধর্ম্মরাজ্যের ধ্বজা উড্ডীন হ'তে পারে, কিন্তু এই নিরপরাধ বালিকার অশ্রুজল তো শুকাবে না ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। এত বড় ভাগ্য কার দাদা? বিশ্বজোড়া ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে কৃষ্ণের পুত্রবধূ ছাড়া এত দান আর কে করেছে?

বলরাম। জানি—জানি রে কেশব! তুই যার কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে দাঁড়াস্, তাকে এমনি ক'রেই সর্ব্বস্বান্ত করিস্। দেখ, কি উত্তাপ এই দেহে; এ দুঃখের মহাসমুদ্রের কাছে আমাদের সকল দুঃখ জ্বালা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। [লক্ষ্মণার প্রতি] মা! মা! কোথায় তোকে লুকিয়ে রাখ্‌বো আমি? কি দিয়ে তোর মর্ম্মদাহ শীতল কর্‌বো মা?

লক্ষ্মণা। মৃত্যু দিয়ে—মৃত্যু দিয়ে! [প্রস্থান।

বলরাম। কৃষ্ণ! গান্ধারীর অভিশাপ দ্বারকার পথে প্রান্তরে ছড়ায় নি, গান্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এই।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ঠিক্ বলেছ দাদা, গান্ধারীর অভিশাপ প্রত্যক্ষ এ-ই; কিন্তু নিরুপায়। ভীষ্মের পণরক্ষায় নিজের সঙ্কল্প বিসর্জ্জন দিয়ে কুরু-ক্ষেত্রে একদিন অস্ত্র ধরেছিলাম; সেই আমি আজ সতীর অভিশাপ সফল করতে এই যদুবংশটাকে,—কে তুমি, ছল-ছল করুণ আঁখি দু'টী নিয়ে সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ? মায়া? সুদর্শন চক্র দেখ্‌বে?

জরার প্রবেশ।

জরা। অভিবাদন চক্রধারী!

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি?

জরা। আমি এক দরিদ্র, নির্য্যাতীত শূদ্র। একদিন আমার ঘরে লক্ষ্মী ছিল, পুত্র-কন্যার কলহাসিতে পাতার কুটীর মুখরিত ছিল, আজ আর কিছু নেই। শুনেছি, তুমি ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেছ; তাই দেখ্তে এসেছিলাম তোমার ধর্ম্মরাজ্যে দরিদ্রের আহার মেলে কি না।

শ্রীকৃষ্ণ। তারপর?

জরা। দেখ্লাম, তোমার দ্বারকার পথে প্রান্তরে মণিমুক্তা ছড়ানো রয়েছে, কিন্তু তার এক কণাও আমার জন্য নয়। হাত পেতে ক্ষুধার অন্ন চাইলাম, কেউ দিলে না।

সহসা সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। তাই তুমি দস্যুর মত তাদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছ?

শ্রীকৃষ্ণ। লুণ্ঠন?

জরা। হ্যাঁ, লুণ্ঠন করেছি; ভিক্ষুকের মত চেয়েছিলাম, দিলে না; তাই ক্ষিধের জ্বালায় উন্মাদ হ'য়ে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি দস্যু! এই সুরক্ষিত নগরে হিংস্র শ্বাপদের ক্ষুধিত দৃষ্টি নিয়ে তুমি কেমন ক'রে প্রবেশ করলে? কোন্ সাহসে দ্বারকাবাসীর ধনৈশ্বর্য্য লুণ্ঠন ক'রে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছ দস্যু?

জরা। কোন্ সাহসে? কৃষ্ণ! যদি কখনো আমার মত ক্ষুধার জ্বালায় হা-অন্ন হা-অন্ন ক'রে তোমায় ছুটোছুটি করতে হয়, যদি আমার ঘরভরা ফুটন্ত গোলাপগুলির মত তোমার ছেলে-মেয়েরা না খেয়ে শুকিয়ে মরে, তখন বুঝবে কোন্ সাহসে। ঘরে আমার ভাই-বন্ধুরা আজ সাত দিন খেতে পায় নি, তাদের জন্য তোমার কাছে মিনতি জানাতে এসেছি। অন্ন দাও কৃষ্ণ—অন্ন দাও!

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি কাঙ্গালের দরদী বন্ধু? কার পুত্র তুমি, কি নাম, কোথায় বাস?

জরা। কার পুত্র আমি? শুন্‌তে চেয়ো না যদুপতি! সে পরিচয় যদি শোন, তোমার হাত থেকে শাসনদণ্ড খ'সে পড়্‌বে; পরিচয়ে কাজ নেই।

সাত্যকি। কি ভাব্‌ছ যদুপতি? দস্যুর বিচার কর।

শ্রীকৃষ্ণ। শাসনদণ্ড যে উঠে না সাত্যকি! কে যেন হাত চেপে ধর্‌ছে; কে যেন বল্‌ছে, এ আমার বড় আপন। ও চোখ দু'টো যেন আমি চিনি। দস্যু! তুমি কি আমার কোন আত্মীয়?

সাত্যকি। তুমি কি উন্মাদ হয়েছ প্রভু? এ যে অস্পৃশ্য শূদ্র।

জরা। কি বল্‌লি? আমি অস্পৃশ্য?

সাত্যকি। শতবার।

জরা। কেন?

সাত্যকি। শাস্ত্রের বিধান।

জরা। শাস্ত্রের বিধান তোদের জন্য, আমার জন্য নয়।

সাত্যকি। প্রভু! এখনও তুমি নীরব? বল, বন্দী করি—

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কাকে আবার বন্দী কর্‌ছ সাত্যকি? একি, জরা?

জরা। চিন্‌তে পেরেছ রাজ-রাজেশ্বর? তবু ভাল!

শ্রীকৃষ্ণ। এ কে পিতা?

বসুদেব। এক শূদ্র।

জরা। তুমিও বল্‌ছ শূদ্র? তবে আর আমার বল্‌বার কিছু নেই। কৃষ্ণ! আমি দস্যু; সপ্তাহকাল ধ'রে এই দ্বারকার ঘরে ঘরে

লুণ্ঠন ক'রে বেড়িয়েছি। তোমার নগরকোটাল আমায় বাধা দিয়েছিল, তাকে আমি হত্যা করেছি।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি!

জরা। আমায় দণ্ড দিতে হয় দাও, আমি রাজদ্রোহী।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! এই দস্যুকে বন্দী ক'রে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও।

বসুদেব। না—না সাত্যকি, ক্ষান্ত হও!

সাত্যকি। ক্ষান্ত হবো কি প্রভু? এ দস্যু—রাজদ্রোহী—হত্যা-কারী—[জরাকে বন্ধন করিল।]

বসুদেব। জানি—সব জানি, তবু বল্‌ছি, ক্ষান্ত হও।

সাত্যকি। একটা শূদ্র এমন সুরক্ষিত নগরে তার অবাধ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে, দ্বারকার রাজশক্তি তাও সহ্য কর্‌বে?

বসুদেব। কর্‌বে—সহ্য কর্‌বে। বন্দী ক'রো না, বজ্রপাত হবে।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন পিতা? হত্যার অপরাধে অপরাধী এক দস্যুর জন্য রাজ-রাজেশ্বর আপনি, আপনার এ মিনতি কেন? আপনার মন যেন কি বল্‌তে চায়, মুখ তা প্রকাশ কর্‌তে চায় না। এ শূদ্র কে?

বসুদেব। তোমার ভাই, শূদ্রাণীগর্ভজাত এই বসুদেবের পুত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! শৃঙ্খল খুলে দাও। আনন্দ কর সাত্যকি! রাজভাণ্ডার মুক্ত ক'রে ঐ কাঙ্গালের ভিক্ষার ঝুলি মণি-মুক্তায় পূর্ণ ক'রে দাও। অদৃষ্টের এ কি পরিহাস! রাম-কৃষ্ণের অঙ্গে রাজ-পরিচ্ছদ, আর তাদের ভাই কাঙ্গালের বেশে শুষ্কমুখে একমুষ্টি অন্নের জন্য দ্বার হ'তে দ্বারান্তরে বিতারিত! শৃঙ্খল খুলে দাও সাত্যকি!

সাত্যকি। কেন প্রভু?

শ্রীকৃষ্ণ। এ যে ভাই!

সাত্যকি। তা হ'লেও এ হত্যাকারী—দস্যু।

জরা। কে আমায় দস্যু সাজিয়েছে? দ্বারকার প্রাসাদে রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে আমার স্থান, তবু আমি আজনম পর্ণকুটিরে র'য়ে গেলাম; বিশ্ববন্দিত রাম-কৃষ্ণের ভাই আমি, তবু সারা জীবন শূদ্র ব'লে জগতের ঘৃণার পসরা তুলে নিলাম।

বসুদেব। স্থির হও জরা! বল, কি তোমার প্রার্থনা?

জরা। প্রার্থনা নয়, দাবী।

শ্রীকৃষ্ণ। মুক্ত তুমি বন্দী! বল, কিসের দাবী তোমার?

জরা। মানুষের দাবী; তোমার রাজ্যে আমাদের মানুষের মত বাঁচতে দাও। এই পদদলিত সঙ্কুচিত জীবনের বোঝা আর আমরা বইবো না।

সাত্যকি। বইতে না পার, মরবে।

বসুদেব। জরা!

জরা। আরও আছে; রাম-কৃষ্ণের মত আমিও যখন তোমার পুত্র, তখন তাদের পার্শ্বে আমি বসতে চাই; এই আমার শেষ দাবী।

সাত্যকি। উন্মাদের দাবী পূর্ণ হয় না; যাও, দূর হও! দস্যুতার দণ্ড পেলে না, হত্যা ক'রে মাথা নিয়ে ফিরে যাচ্ছ, এই যথেষ্ট শূদ্র! আর বেশী উঠতে যেও না, প'ড়ে চূর্ণ হ'য়ে যাবে।

শ্রীকৃষ্ণ। শান্ত হও সাত্যকি! এ রাজনীতির কথা নয়, এ শুধু অন্তরের গোপন রাজ্যের দান-প্রতিদানের কথা; এখানে রাজার শাসন চলে না; আমরা এখানে নির্ব্বাক দর্শক। পুত্র এনেছে অভিযোগ, বিচারক স্বয়ং পিতা।

জরা। বিচার কর পিতা! তোমার বিচারের উপর আমার ভবিষ্যৎ দ্বারকার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বল, আমার দাবী পূর্ণ হবে কি না?

বসুদেব। না জরা, তা হয় না। তোমার এই দীন অবস্থার জন্য দায়ী আমি, রাম-কৃষ্ণ নয়। প্রয়োজন হয়, আমি তোমার হাত ধ'রে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে পারি, প্রয়োজন হয়, নিজের সর্ব্বাঙ্গে শূদ্রত্বের ছাপ মেরে নিতে পারি, কিন্তু রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে তোমার স্থান দিতে পারি না। তুমি পুত্র, তারাও পুত্র; তোমার দাবী স্নেহের, তাদের দাবী বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের। কোন্ অধিকারে তাদের উপর এ অবিচার কর্‌বো জরা?

জরা। তবে কি আমায় চিরকাল নরকে থাক্‌তে হবে?

সাত্যকি। হ্যাঁ; পাদুকা স্বর্ণনির্ম্মিত হ'লেও পায়েই থাকে, মাথায় ওঠে না।

জরা। সাবধান, গলা টিপে মেরে ফেল্‌বো।

সাত্যকি। [অসি নিষ্কাশন।]

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষান্ত হও সাত্যকি! স্থানান্তরে যাও।

[সাত্যকির প্রস্থান।

বসুদেব। জরা! ক্ষুব্ধ হ'য়ো না। রাম-কৃষ্ণের পার্শ্বে তোমায় স্থান দিতে পার্‌লাম না বটে, কিন্তু আমার বক্ষে তোমার জন্য অফুরন্ত স্থান আছে।

জরা। তোমার বক্ষেও আমি স্থান চাই না বৃদ্ধ! তোমার বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে যাচ্ছি—

শ্রীকৃষ্ণ। বিদ্রোহ?

জরা। হ্যাঁ, বিদ্রোহ। কৃষ্ণ! তুমি আমার স্থান দেবে না? জগতের কৃমী-কীট তোমার বক্ষে স্থান পায়, আর আমি ভাই হ'য়ে পাবো না? না পাই, জগতের বুক থেকে তোমায় সরিয়ে দোবো। পিতা! তোমার কাছে স্নেহের কাঙ্গাল হ'য়ে এসেছিলাম, তৃপ্ত হ'য়ে

ফিরে যাচ্ছি। প্রতিদানে তোমাকে একটা মহার্ঘ রত্ন দিয়ে যেতে পার্‌তাম, ভুল ক'রে পথে ফেলে এসেছি। এই যে—

গীতকণ্ঠে অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

অলক্ষ্মী।—

গীত।

মরি নাই—মরি নাই।
মরণে উগারি গেছে, সবে মুখ ফিরাছে,
ঘৃণায় দিয়াছে মুখে ছাই।
সুদূর দুস্তর পথ কহিয়াছে "সর্‌ সর্‌",
শুকায়েছে পরশনে প্রবাহিণী খরতর,
কণ্টকে ফোটা পায়, চলে না তনু যে হায়,
এসেছি কাঁদিয়া হেথা যদি মিলে ঠাঁই।

জরা। এই নাও—গ্রহণ কর মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী।

[বসুদেবের গায়ের উপর অলক্ষ্মীকে ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

বসুদেব। অলক্ষ্মী—! দূর্‌ হ'—দূর্‌ হ'।

লক্ষ্মণার পুনঃ প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। না—না, এস—এস, আমার বক্ষে এস অমঙ্গলের বহ্নি-শিখা! আমি অঞ্জলি নিয়ে ব'সে আছি, বিগ্রহ খুঁজে পাচ্ছি না; দ্বারকার প্রাসাদে আমি তোমায় প্রতিষ্ঠা কর্‌বো—এস!

[অলক্ষ্মী সহ প্রস্থান।

বসুদেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! ফেরাও তোমার পুত্রবধূকে।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ । নিষ্ফল—নিষ্ফল পিতা !
নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে
দ্বারকার প্রাণপক্ষী
বাঁধা কোন্ সোণার পিঞ্জরে,
কৃষ্ণ তার জানে না সন্ধান ।
ক্ষণিকের ভ্রান্তি তব ঐ শূদ্ররূপে
ধরিয়াছে করাল মূরতি,
দু'দিনের পক্ষপাত মম
গান্ধারীর অভিশাপে
ঐ অলক্ষ্মী-প্রতিমারূপে
দ্বারকায় নিয়াছে আশ্রয় ।
কার গতি ফেরাবে ধীমান ?
দুর্ব্বার শমন চারিধারে
তুলিয়াছে পাষাণ-প্রাচীর,
পলাইতে পথ নাই ;
ধ্বংস—ধ্বংস
দ্বারকার অনিবার্য্য গতি ।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

দুর্লভচাঁদ।

দুর্লভচাঁদ। চালাকি—এ নিছক্ চালাকি; মেয়ে লুকিয়ে রেখে আমায় অষ্টরম্ভা দেখাচ্ছে! আমিও দুর্লভচাঁদ; সহজে ছাড়্‌ছি না। রাজসভায় যাবো, শ্বশুরের ভিটেমাটি চাটি করবো; দেখি, মেয়ে বেরোয় কি না! এ কি অন্যায় কথা বাবা! মন্ত্র পড়া হ'লো, শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত হ'লো, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ে ফাঁক! বল্‌লেই হ'লো! র'সো বাবা, আমিও দুর্লভচাঁদ।

গীতকণ্ঠে বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—[দুর্লভচাঁদকে ঘিরিয়া]

গীত।

ওরে কপালপোড়া বর।
কপালে তোর ঘুণ ধরেছে, জুট্‌লো না তাই বাসরঘর।

দুর্লভচাঁদ। যত সব ডেঁপো ছোড়া—দূর হ'!

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বিদ্যের চোটে পেট ফেটেছে' ক'নে বুঝি ভড়্‌কে গেছে,
হোঁচট খেয়ে পড়্‌লো জলে ডুবুরি দে' তুলে ধর্।

দুর্লভচাঁদ। মার খাবি বল্‌ছি—

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভয় কি, আছে আরও ক'নে,
গদার পিশী, পদার মাসী, বিন্ধ্যেশ্বরী গুণে জ্ঞানে,
ফেল কড়ি, মাখ না তেল, মোরাই ডাক্‌বো "প্রাণেশ্বর"।

[বালকগণ দুর্লভচাঁদকে নাস্তানাবুদ করিল ও যাইবার সময় একজন তাহার পায়ে লাঠি মারিয়া চলিয়া গেল।]

দুর্লভচাঁদ। [পড়িয়া গিয়া] গেছি বাবা, একদম গেছি। ও বাবা রে, বেজায় চিড়িক মার্‌ছে যে—উ-হু-হু! ওরে, তোদের ঘরে মড়ক লাগুক্—উ-হু-হু! এমন বিয়ে কেউ করে না রে! শালার শ্বশুর কি কর্‌লে গা! উ-হু-হু—

[খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে প্রস্থান।

কৌটিল্য ও দুর্গামণির প্রবেশ।

দুর্গামণি। ওগো, আমার মেয়ে কোথায় গেল—এঁ্যা? ও মিন্সে! ও ঘাটের মড়া ড্যাক্‌রা! আমার মেয়ে কোথায় গেল? হায়-হায়-হায়, আমি কি কর্‌বো গো? আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদ্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। ও গায়ত্রী—ও মা গায়ত্রী—

কৌটিল্য। আরে থাম্ মাগী! আর ঢলাঢলি করে না, খুব হয়েছে।

দুর্গামণি। খুব হয়েছে? কিচ্ছু হয় নি; আমি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় কর্‌বো, তবে যদি কিছু হয়। ও গায়ত্রী—

কৌটিল্য। ফের্? চুপ কর্ বল্‌ছি! খুব তো লোক হাসিয়েছিস্; এখন ভালয় ভালয় মেয়ে বার কর্।

দুর্গামণি। ও মা, মিন্সে বলে কি গো? আমি কোত্থেকে মেয়ে বার করবো?

কৌটিল্য। যেখান থেকে পারিস্; মেয়ে লুকিয়ে রেখে আদ্দিখ্যেতা হ'চ্ছে।

দুর্গামণি। মেয়ে লুকিয়ে রেখেছি আমি?

কৌটিল্য। নয় তো কি বিন্দীর পিশী? তুই মাগীই তো মুখ্যু বরে মেয়ে দিবিনে ব'লে পাগল হয়েছিলি।

দুর্গামণি। আর মেয়েটা যে তিন দিন দানাটী মুখে দিলে না, সেটা বুঝি জান না? [কাঁদ-কাঁদ-স্বরে] বাছার আমার সোনার অঙ্গ কালি হ'য়ে গেল!

কৌটিল্য। আহা!

দুর্গামণি। খুব করেছে; যেমন বাপগিরি ফলাতে গিয়েছিলে, তেম্নি মুখটা পুড়িয়ে দিয়েছে।

কৌটিল্য। আরে মুখ তো পুড়িয়েছে, এখন পিঠ বাঁচায় কে?

দুর্গামণি। বাপ হ'য়ে এমন সর্ব্বনাশ করলে গা! সোনার চাঁদ ছেলে ঐ চন্দন—তাকে দিলে তাড়িয়ে, আর কোত্থেকে একটা আকাট মুখ্যু ধ'রে এনে আমার লক্ষ্মীপিতিমে বিলিয়ে দিলে! সেয়ানা মেয়ে, আড়চোখে চায় আর উঠি-উঠি করে, পাড়ার পাঁচ আবাগীরা ধ'রে ধ'রে বসায়। ওগো, আমার কি হ'লো গো!

কৌটিল্য। দেখ্, চেঁচাস্নে বল্‌ছি! যা বুঝ্‌তে পাচ্ছি, মেয়ে তোর কুলে কালি দিয়েছে।

দুর্গামণি। কি? সতী মায়ের সতী মেয়ে—

কৌটিল্য। থাম না, জানা আছে সব! এই যে বাবাজী আস্‌ছেন—

দুর্গামণি। ওমা—[একপাশে ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইল।]

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দুর্লভচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

দুর্লভচাঁদ। এই যে শ্বশুর মশায়! মশায়কে তখন থেকে গরু-খোঁজা কর্‌ছি।

কৌটিল্য। [স্বগত] ব্যাটা ~~গর্ভস্রাব!~~ হতভাগা!

দুর্লভচাঁদ। মশায়! আমার ক’নে?

কৌটিল্য। তা—আমি কি জানি?

দুর্লভচাঁদ। তবে কে জানে?

কৌটিল্য। তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি, এখন তুমি জান।

দুর্লভচাঁদ। চালাকি না কি? আমি বশিষ্ঠের বংশধর, তা জান?

কৌটিল্য। কি ক’রে জান্‌বো বাবা? পাঁচজনে পাঁচ রকম বলে।

দুর্লভচাঁদ। ক’নে কোথায়?

কৌটিল্য। ফুরিয়ে গেছে; আবার হোক্, দেবো। গাছ বাঁচলে ফলের অভাব কি?

দুর্লভচাঁদ। জোচ্চোর—

কৌটিল্য। আহা, কি মিষ্টি কথা!

দুর্লভচাঁদ। দেখ, ক’নে দাও বল্‌ছি, নইলে ঠ্যাং খোঁড়া কর্‌বো।

দুর্গামণি। [স্বগত] আহা, জামাই না সোনার চাঁদ!

দুর্লভচাঁদ। [সহসা দুর্গামণিকে দেখিয়া] ও কে, ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে? ওই বুঝি ক’নে!

কৌটিল্য। আমি এইবেলা স’রে পড়ি।

[প্রস্থান।

দুর্লভচাঁদ। [অগ্রসর হইয়া] বিধুমুখী! কেন মান করেছ? আমি যে প্রেমের পিয়াসী। মুখ ফেরাও প্রাণেশ্বরী!

দুর্গামণি। ও মা, কি ঘেন্না! ওরে ও অল্লপ্পেয়ে মিন্সে! আমি ক'নে নই, ক'নের মা।

[প্রস্থান।

দুর্লভচাঁদ। [জিহ্বা কাটিয়া] এ হে—হে! যা বাবা, সব ফাঁক! ধেত্তোর বামুনের কপাল!

[প্রস্থান।

শাম্বের প্রবেশ।

শাম্ব। ধর্ম্মরাজ্য! ধর্ম্মরাজ্য! কি সুন্দর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেছ যদুবর! স্ত্রী স্বামীকে স্পর্শ করে না, মা পুত্রের স্কন্ধের উপর তরবারি তোলে, অথচ সে কোন দোষে দোষী নয়। সৃষ্টি উল্‌টে গেছে, দ্বাপরের শেষ—কলির আরম্ভ। নইলে ওই সূর্য্যটা আমার দিকে রক্ত-চক্ষে চায় কেন? ঐ তুষারধৌত রৈবতক আমার দিকে চেয়ে অট্টহাসি হাস্‌ছে কেন? দ্বারকার ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার বিপক্ষে লেগেছে। কোথা যাই আমি? একবার ছুটে গিয়ে কারও টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তে পারতুম, তবে বোধ হয় কতকটা শান্তি হ'তো।

কলির প্রবেশ।

কলি। বল কি বাবাজী? তবে তো বড় শক্ত রোগ।

শাম্ব। তুমি আবার কে?

কলি। আমি দ্বারকার বৈদ্য।

শাম্ব। তুমিও একবার দংশন কর্‌বে? কর, কি কর্‌বো? আমার ঘর, আমার মাটি, তবু আমি আজ দ্বারকার কেউ নই।

কলি। এঃ—এ যে যাবার দাখিল। দেখি হাতখানা—[শাম্বের নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিল।]

শাম্ব। নাড়ী নেই, না? সংবাদটা দ্বারকার প্রসাদে একবার দিয়ে আস্তে পার? দেখ্বে, আমার জন্য কারও চোখে এক বিন্দু অশ্রু নেই। সংসার আমায় ভুলে গেছে বৈদ্যরাজ! একটা মা ছিল, আমায় না দেখে সে এক তিল থাকৃতে পারতো না—সে মা আজ রাক্ষসী, আমার রক্ত পান করতে চায়। একটা পত্নী ছিল—আমার জন্য সে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারতো, আজ আমার ছায়া দেখ্লে সে ঘৃণায়—না—ভাবতে পারি না, এ কি অসহ্য জ্বালা! দেখি, ওই প্রভাসের জলে যদি একটু শীতল হয়। [প্রস্থানোদ্যোগ]

কলি। আরে থামো বাবাজী!

শাম্ব। পথ ছাড়; অন্ততঃ ঐ মুক্ত প্রান্তরে খানিকটা ছুটোছুটি ক'রে আসি, নইলে শান্তি হ'চ্ছে না। মাথার মধ্যে আগুন জ্বল্ছে; ওঃ—একি দাহ! গৃহ যার অরণ্য, তার স্থান কোথায়—কোন্খানে ঈশ্বর?

কলি। এ-হে-হে, কেঁদেই ফেল্লে যে!

শাম্ব। পত্নীর ঘৃণা কখনো পেয়েছ বৈদ্যরাজ? স্নেহময়ী মাকে রাক্ষসীর মূর্ত্তিতে দেখেছ? যদি না দেখে থাক, তবে বুঝ্বে না তুমি, কি রাবণের চিতা এই বুকটার মধ্যে। ওঃ—বিস্মৃতি দাও ঈশ্বর!

কলি। এই নাও, খেয়ে ফেল দেখি; মনটা চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্বে এখন। নাও, ধর—[সুরাপূর্ণ পাত্র ধরিল।]

শাম্ব। সুরা? ছিঃ-ছিঃ!

কলি। সুরা কোথায় বাবাজী, কারণ—বড় ভাল ওষুধ; একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছা করবে, কোন দুঃখ জ্বালা থাকবে না। খাও—খাও!

শাম্ব। [স্বগত] বিস্মৃতির এই তো পথ! অস্পৃশ্য চণ্ডাল—মায়ের পরিত্যক্ত, তার আবার অধঃপতন কি? [প্রকাশ্যে] আয় সর্ব্বনাশী—

আয়, বাহু বাড়িয়েছি, আমার আলিঙ্গনে ধরা দিবি আয়। [সুরাপাত্র গ্রহণ।]

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত।

ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ, আনিস্‌নে পাপ যাদবকুলে।
ঘরে তোর কৃষ্ণনামের উগ্র সুরা, খাস্‌নে বিষের বড়ি গুলে।
সে নামের সুধার ধারে,
পাগল ভোলা দিচ্ছে দোলা প্রলয়-দোলায় বিশ্বটারে,
আবার নারদ বুড়ো চরকিপাকে ঘুর্‌ছে বীণা কাঁধে তুলে।
নাম-মদিরায় মাতাল যারা, মুক্তা তাদের অশ্রুধারা,
জীবন তাদের ধরার মণি, যম কাঁদে তায় কোলে তুলে।

শাম্ব। কার জন্য মনটাকে উপবাসী রাখ্‌বো উদ্ধব? অন্তরে স্মৃতির দাহ, বিস্মৃতি এসে সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ফির্‌তে পার্‌বো না; মরি তো হলাহল পান ক'রেই মর্‌বো—[সুরাপান।]

উদ্ধব। নিয়তি! নিয়তি!

[প্রস্থান।

শাম্ব। বৈদ্যরাজ! বৈদ্যরাজ! এ কি বিষ, না অমৃত? এ এমন জ্বালাময়, অথচ এমন প্রাণোন্মাদী! একদিকে রাবণের চিতা, অন্য দিকে জাহ্নবীর গৈরিক প্রবাহ। পৃথিবী টল্‌ছে—আকাশ, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য্য বন্‌বন্ ক'রে ঘুর্‌ছে। দেখ তো—দেখ তো ঐ মেঘের ফাঁকে, দেবতারা সহস্র চক্ষু মেলে চেয়ে আছে, না? আবার ঐদিকে দ্বাপরের সিংহাসনের উপর কলি এসে হাত বাড়িয়েছে। ধ'রে ফেলেছে বৈদ্য-রাজ! দ্বাপরের রাজত্ব শেষ।

কলি। যা বলেছ বাবাজী, দ্বাপরের রাজত্ব শেষ।

শাম্ব। কারা কাঁদে ও? আমারই পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু সব? কেন—কেন? ওরা কি বল্‌ছে? আমি তো ওদের কেউ নই; আমার কাছে ওরা কি চায়?

কলি। কিছু না বাবা, তুমি খাও।

শাম্ব। দাও—আবার দাও!

কলি। [পুনরায় সুরা দিল, শাম্ব পান করিতে লাগিল।]

শাম্ব। আঃ, এ কি শান্তি বৈদ্যরাজ! আমার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। বেশ দেখ্‌ছি, সংসার মিথ্যা; পরের জন্য আত্মাকে যে উপবাসী রাখে, সে মূর্খ।

কলি। এই বুঝেছ তো? এই শিক্ষা সবার মধ্যে প্রচার কর, তা হ'লেই ব্যস্‌! এখন ঘরে যাও, আবার দেখা হবে।

[প্রস্থান।

শাম্ব। ডুবে যাক্‌ সংসার—পুড়ে যাক্‌ সংসার, শুধু তুমি আমায় ত্যাগ ক'রো না প্রেয়সী আমার—[পুনঃপুনঃ সুরাপান।]

বালখিল্য শমীক মুনির প্রবেশ।

শমীক। রাজপ্রাসাদের এই কি পথ?

শাম্ব। [অট্টহাস্য করিতে লাগিল।]

শমীক। বল পথিক, আমি বড় পরিশ্রান্ত; প্রাসাদের পথ কি এই?

শাম্ব। হাঃ-হাঃ হাঃ! কে বাবা তুমি বটুকচাঁদ? কোন্‌ গগণ থেকে নেমে এলে বাবা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শমীক। হাস্‌ছ কেন নির্ব্বোধ? যা বল্‌ছি, উত্তর দাও; আমার সময় সঙ্কীর্ণ।

শাম্ব। খুব সেজেছ তো ছোক্‌রা! দাড়ি, গোঁফ, জটা, ভস্ম, আবার হাতে চিমটেটীও আছে। দেহটাকে একটু টেনে লম্বা করতে পার নি বাবা!

শমীক। সাবধানে বাক্যালাপ কর অর্ব্বাচীন!

শাম্ব। কণ্ঠস্বরটাও ঠিক বিকটানন্দ বাচস্পতির মতই তৈরী করেছ। নামটা কি নিয়েছ বল দেখি?

শমীক। যুবক! এখনও সাবধান; দিবা দ্বিপ্রহর, তাতে আমি উপবাসী, বহুদূর থেকে দ্বারকার রাজপ্রাসাদে আস্‌ছি। আমায় উত্যক্ত ক'রো না, তা হ'লে এই মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হ'য়ে যাবে।

শাম্ব। [জড়িতস্বরে] বল কি? একদম ভস্ম? সত্যি সত্যি গায়ে চিড়িক মার্‌ছে যে! কোন্ তুরিয়ানন্দের চেলা তুমি বাবা? বলি, মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জান? দাও তো বাবা, তড়াক্ করে স্ত্রী বশ করার মন্ত্রটা ব'লে দাও তো, হাতে-হাতে পরখ ক'রে নিই। জান বশীকরণ বিদ্যা?

শমীক। না।

শাম্ব। পরকীয়া প্রেম জান?

শমীক। দূর হও অপদার্থ!

শাম্ব। চট কেন বাবা? বল না একটা মন্ত্র। দেখ, আমার এই বুকটার মধ্যে বড় ব্যথা! আমার মন বল্‌ছে, তুমি এর প্রতিকার করতে পার। দাও না একটা ওষুধ পালা; ওহে, ও খুঁটে বাবাজী! শুন্‌ছ?

শমীক। আঃ—আমি জানি না।

শাম্ব। নিশ্চয় জান—তোমার ঘাড় জানে। বাবা আট আঙ্গুলে! তোমার অত বড় দাড়ী, [redacted]

তুমি সোজা ছেলে নও বাবা! ~~নিশ্চয় তুমি মায়ের গর্ভ থেকে একমুখ~~ দাড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছ; তুমি সব পার।

শমীক। পারি, তোমার মত উচ্ছৃঙ্খল যারা, তাদের ভস্ম ক'রে ফেল্‌তে পারি। বেশী উত্যক্ত করলে শেষে তাই আমায় করতে হবে।

শাম্ব। দেখ, আমিও বড় কেউ কেটা নই। বল্‌বে তো বল, না বল্‌লে এই এক চড়ে—

শমীক। যুবক—যুবক! না, ক্রোধ চণ্ডাল; আমি তোমায় ক্ষমা ক'রে যাচ্ছি। সাবধান! আমার পথে ভুলেও এসো না; তা হ'লে আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা করবো না।

শাম্ব। আরে শোন—শোন; চট্‌ছো কেন? তোমায় আমায় বড় ভাব। একটু মদ খাবে? [মুখের কাছে সুরাপাত্র আগাইয়া দিল।]

শমীক। [উত্তেজিত হইয়া] কি? কি?

শাম্ব। মদ খাবে না, মন্ত্রও বল্‌বে না! ব্যাটা ধাপ্পাবাজ! দাড়ি গোঁপ প'রে সন্ন্যাসী সেজেছ? আমি কুমার শাম্ব; আমার সঙ্গে বুজরুকি? [সহসা দাড়ি ধরিয়া এক টান দিল।] এক কোপে মুণ্ডপাত করবো, জান? [অসি নিষ্কাশন।]

শমীক। তবে শোন্—শোন্ যদুকুল-কলঙ্ক! [শাম্বের হস্ত হইতে সহসা তরবারি ছিনাইয়া লইয়া] এই অসি আমি মন্ত্রঃপূত ক'রে গেলাম; সংসারে যে তোর সবার চেয়ে প্রিয়, এই অসি তারই শিরশ্ছেদ করবে।

শাম্ব। কে প্রিয়—কে প্রিয়?

শমীক। ঐ বুকের মধ্যে আছে সে পরম বৈষ্ণব; তার তাজা রক্তের উপর তোর চোখের জল গোমুখীধারায় ব'য়ে যাবে। আর—আর, ওরে জাত্যাভিমানী! সেই অশ্রুসিক্ত বৈষ্ণবের রক্তে সৃষ্টি হবে

যদুবংশের কালান্তক মুষল ; তোরই পাপে দু' দিনে নেমে আস্‌বে যদুবংশের ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস !

শাম্ব। তুমি কে ? তুমি—

শমীক। আমি মহর্ষি দুর্ব্বাসার শিষ্য শমীক। [প্রস্থান।

শাম্ব। ডুবে যাও—নিভে যাও দেব দিনকর,
মুখ ঢাক শ্যামলা-ধরণী,
হে আকাশ ! ভেঙ্গে পড়
পাতকীর শিরে। কি করিনু—
কি করিনু বাসুদেব ?
আজীবন অনাহারে অনিদ্রায়
স্থাপিয়াছ ধর্ম্মরাজ্য তুমি,
সেই রাজ্যে আমি পুত্র
আনিয়াছি পাপ।
ছিঃ-ছিঃ, আমি হবো যাদবের
বিনাশের হেতু ! তুষানলে
হবে না এ পাপ সংশোধন।
জ্বালা—জ্বালা, অনন্ত অসীম জ্বালা !
আমারে বিস্মৃতি দাও
প্রেয়সী আমার—[সুরাপান]
নিষ্ঠুর সংসার ঠেলে দেছে
সাগরের মাঝে, দেখি—দেখি,
তল কোথা পাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লক্ষ্মণার কক্ষ।

লক্ষ্মণা।

লক্ষ্মণা। ডুবে যা—ডুবে যা পিশাচী, যতদূর পারিস্। ঐ গভীর কালো জলের তলদেশে মহারত্ন লুকিয়ে আছে, তুলে আন্‌তে হবে। ওঃ, একি আগুন সর্ব্বাঙ্গে আমার! পদনখ হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত অহরহঃ জ্বল্‌ছে! স্বামী! এই বিষের এক কণা পান ক'রেই তুমি পাগল হ'য়ে গেলে; এমন রাশি রাশি আছে, বিলিয়ে ছড়িয়ে দেবো এই দ্বারকার পথে প্রান্তরে। সহায় হ' অলক্ষ্মী! মহাযজ্ঞের হোম-কুণ্ড জ্বেলেছি আমি, আহুতি দিবি আয়।

মুকুলের প্রবেশ।

মুকুল। [লক্ষ্মণাকে সোহাগে জড়াইয়া ধরিয়া] দেখ মা, কেমন সেজেছি।

লক্ষ্মণা। [ফিরিয়া] শিরে শিখিচূড়া, পরিধানে পীতধড়া, হস্তে বাঁশী, চরণে নূপুর, কণ্ঠে কদম্বের মালা, এ বেশে তোকে কে সাজালে মুকুল?

মুকুল। উদ্ধব দাদা; কেমন, সুন্দর নয় মা?

লক্ষ্মণা। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া] হুঁ।

মুকুল। আমি কিন্তু এ বেশ আর খুল্‌বো না মা! উদ্ধব দাদা বলেছে, এই সাজে আমার দাদু বৃন্দাবনে বাঁশী বাজাতো, সেই বাঁশীর স্বর শুনে বাতাস থেমে যেতো, বনে বনে ফুল ফুট্‌তো, আর যমুনার জল উজানে ব'য়ে যেতো। হ্যাঁ মা, সত্যি কথা?

লক্ষ্মণা। জানি না; উদ্ধব জানে।

মুকুল। আহা, মাগো! দাদুর কথা বল্‌তে বল্‌তে উদ্ধব দাদার দু' চোখ ব'য়ে ধারায় ধারায় জল পড়ে, আমারও মনটা বড় কেমন করে। আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে, এই বেশে এই বাঁশী বাজিয়ে পৃথিবীর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসি। আহা, কি মধুর কৃষ্ণ নাম! যত বলি, ততই বল্‌তে ইচ্ছে করে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

লক্ষ্মণা। [স্বগত] বাঃ, আমারই কামনা-সমুদ্র মন্থন ক'রে আমারই রক্তপায়ী রাক্ষস বেরিয়ে এসেছ। ওঃ, বাইরে শত্রু, ঘরেও শত্রু!

মুকুল। হ্যাঁ মা, তোমার কি হয়েছে? তোমায় দেখ্‌লে যে ভয় করে মা!

লক্ষ্মণা। ভয় কর্‌বে না? আমার যে বড় ক্ষুধা।

মুকুল। তবে একটা গান শুন্‌বে মা? উদ্ধব দাদা বলেছে, এ গান শুন্‌লে শত জন্মের ক্ষুধা দূর হ'য়ে যায়। গাইবো মা?

লক্ষ্মণা। গাও; দেখি, কতদূর এগিয়েছ।

মুকুল।—

গীত।

বাজে রে বাঁশরী বাজে।
যমুনার কূলে নয়, কদম্বের মূলে নয়,
আমারি এ অন্তরমাঝে॥
চরণে নূপুর তার রোমে রোমে বাজে গো,
মধুরে মধুর মিশে তান,
রবি শশী তারা গায়, ধরায় বহিয়া যায়,
নাচিয়া নাচিয়া ওঠে প্রাণ ঃ—

শ্যামরূপে ভ'রে গেছে অন্তরখানি মোর,
আঁখি মেলে বাহিরেও দেখি সেই চিতচোর,
ভুবন ভরিয়া হায় পীতধড়া অঙ্গে
রাজে শ্যাম নটবর-সাজে।

লক্ষ্মণা। [গীতান্তে মুকুলের গণ্ডে চপেটাঘাত করিয়া] দূর হও চক্ষুশূল!

মুকুল। মা—!

লক্ষ্মণা। রাখাল বেশ প'রে কৃষ্ণনাম শুনাতে এসেছ? ও বিষ-মাখানো নাম শুনে আমার চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার হ'য়ে যাবে, না? অপদার্থ! কুলাঙ্গার! এমনি ক'রে তুমি আমার পিতার পিণ্ডদান করবে? দূর হ'!

মুকুল। মেরেছ—আরও মার, তবু একবার বল—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

লক্ষ্মণা। মুকুল! আমায় চেন?

মুকুল। চিনেছিলাম একদিন—তুমি আমার স্নেহময়ী মা; আজ দেখ্‌ছি, আমার মা মরেছে—এক রাক্ষসী এসে তার স্থান জুড়ে বসেছে।

লক্ষ্মণা। জেনেছিস্? তবে তাই জেনে রাখ্। আমি একটা আগুনের কুণ্ড জ্বেলেছি, সে আগুনে তোদের সবাইকে আহুতি দোবো।

মুকুল। তবু বল—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—

লক্ষ্মণা। আবার?

মুকুল। তুমি আমার জিভটা কেটে ফেল্‌তে পার, কিন্তু আমার মনটাকে কি দিয়ে বাঁধ্‌বে মা?

লক্ষ্মণা। কি দিয়ে বাঁধ্‌বো, দেখ্‌বি? দেখ্—[টুঁটি টিপিয়া ধরিল।] বল্—ও নাম আর মুখে আন্‌বি না?

মুকুল। তবু বল্‌বো—হরে মুরারে মধুকৈটভারে—

লক্ষ্মণা। তবে মর্; আমার শত্রু হ'য়ে তোকে কিছুতেই বাঁচতে দেবো না। [মুকুলের গলদেশ নিষ্পীড়ন।]

মুকুল। [কিছুক্ষণের মধ্যেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।]

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কাকে বাঁচতে দেবে না পাষাণী? এ কে, মুকুল? মূর্চ্ছিত না মৃত? ভাই—ভাই মুকুল!

মুকুল। [মূর্চ্ছাভঙ্গে উঠিয়া] দাদু! আমার মা কই?

বলরাম। এই যে ভাই মা,—তোমার মা—আমার মা।

মুকুল। না—না, এখানে থেকে পালাই চল; ও মা নয়, রাক্ষসী।

লক্ষ্মণা। মরিস্ নি শত্রু?

বলরাম। সে কি মা? তুমি মা হ'য়ে—

লক্ষ্মণা। আমি মা নই প্রভু! আমার মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, নারীত্ব, সব কুরুক্ষেত্রের শ্মশানে পুড়িয়ে ছাই ক'রে এসেছি। এই যদুবংশকে এক-দিন আমি অন্তরের সহিত ভালবাস্‌তাম, আজ সে আমার পরম শত্রু।

বলরাম। কৌরবদুহিতা! তোমার পিতা দুর্য্যোধন আমার অস্ত্র-শিষ্য ছিলেন, তার উপর তুমি আমার কুলবধূ; কন্যার অধিক তোমায় স্নেহ করি। সাবধান—এ নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর; শান্তির ঘরে অশান্তির আগুন জ্বেলো না। যদুকুলের বুকে শেল বিদ্ধ হ'লে তুমিও অক্ষত থাক্‌বে না।

লক্ষ্মণা। শমীবৃক্ষ নিজে দগ্ধ হ'য়ে অপরকে দগ্ধ করে। আমি সেই শমীবৃক্ষ—তার চেয়েও ভীষণ; আমি বহ্নিমুখ আগ্নেয়গিরি।

বলরাম। এখনও বল্‌ছি, সাবধান কন্যা! রামের ন্যায়-দণ্ড পুত্র

কন্যা বাছে না। লক্ষ্মীর গৃহে অলক্ষ্মীর আসন পেতেছ—তাও সয়েছি, কটু বাক্যে স্বামীকে গাগল করেছ—তাও শুনেছি, আজ এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর উপর নির্য্যাতন করেছ—এও গায়ে মেখে নিলাম; কিন্তু আর অগ্রসর হ'য়ো না কন্যা! তা হ'লে একদিন যেমন জয়-ডঙ্কা বাজিয়ে দেবী-প্রতিমা নিয়ে এসেছিলাম, আর একদিন তেম্‌নি ক'রে প্রভাসের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌বো।

লক্ষ্মণা। তবু আমি এ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবো।

বলরাম। উন্মাদ হয়েছ তুমি কৌরবদুহিতা! তোমার প্রহরার জন্য আজ হ'তে আমার শুক-সারীকে নিয়োজিত কর্‌লাম। স্নেহের পারিজাত তুমি, শোভায় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠ; বিষধরীর মত ফণা তুল্‌লে কন্যা ব'লে মার্জ্জনা কর্‌বো না।

[মুকুল সহ প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। প্রহরী বসাবে প্রভু! বসাও; নিঃশ্বাসে শুকিয়ে যাবে তোমার শুক-সারী।

নাচিতে নাচিতে শুক ও সারীর প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। একি অত্যাচার! যাও—যাও!

শুক ও সারী।—

গীত।

যাবার তরে আসিনি সই, আমরা হবো সঙ্গী তোর।
তিন তুড়িতে উড়িয়ে দেবো মলিন মুখের আঁধার ঘোর॥
মোরা যমুনা আর গঙ্গা,
মাঝখানে তুই সরস্বতী, উপর কঠিন স্রোতস্বতী,
অন্তরে তোর ফল্গুধারা, মিথ্যা ভীতিভরা;—

ত্রিবেণীর ওই সঙ্গমে,   বিশ্বরূপের অঙ্গনে,
তীর্থ হবে ধূলিকণা, তোর দুঃখ-নিশা হবে ভোর।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] দুঃখ-নিশা ভোর হবে? হায়, এ দুঃখ তো যাবার নয়; এ যে আগুন—শুধু আগুন!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শূদ্রপল্লী।

গীতকণ্ঠে শূদ্র নর-নারীগণের প্রবেশ

গীত।

স্ত্রীগণ।— এ আমাদের পাতায় ঘেরা মাটির স্বর্গধাম।
পুঃ-গণ।—তৃষ্ণার জল স্নিগ্ধ শীতল, এ আমাদের ব্যাধির হরিনাম॥
স্ত্রীগণ।—আমাদের এই উপোস করা তাপস মেয়ে পটের ছবিখানি,
ফুলের সাজে জগৎমাঝে দেশ-বিদেশের রাণী,
পুঃ-গণ।— উঠ্‌লো কবে সাগর নেয়ে, এ আমাদের লক্ষ্মী মেয়ে,
স্ত্রীগণ।— বিলিয়ে দিয়ে কাঙ্গাল হ'য়ে পূর্ণ মনস্কাম॥

জরার প্রবেশ।

জরা। আহা, মাটির স্বর্গই বটে! এর জলে এত সুধা, এর বাতাসে এমন সৌরভ! মরি—মরি, জগতে কি এর তুলনা আছে?

১ম শূদ্র। সর্দার বাবা, বড় ক্ষিধে! কি এনেছিস্ সর্দার?

জরা। কিছু না—কিছু দিলে না। লুঠ করেছিলুম, রাখ্‌তে পারলুম না।

২য় শূদ্র। বাবা! কি কুক্ষণে তুই অলক্ষ্মীটাকে ঘরে আন্‌লি, আমাদের সব ছারখার হ'য়ে গেল। উঃ, বড় ক্ষিধে—বড় ক্ষিধে!

জরা। রক্ত খাবি? মাংস খাবি? দাঁড়া; গোটা গোটা আর্য্য-গুলোকে টেনে এনে রক্ত চুষে খাবো—মাংস ছিঁড়ে খাবো। ভয় কি? আমাদের মানুষ হ'তে না দেয়, রাক্ষস হবো। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

[প্রস্থান।

শূদ্রগণ। [পূর্ব্বোক্ত গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থানোদ্যত হইল।]

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। একটু দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও অনার্য্যগণ! তোমাদের একবার দেখি। তোমাদের দিকে চোখ তুলে চাই নি—তোমাদের নাম শুনে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চন করেছি; আজ তোমরাই আমার ভাই-বোন, তোমরাই পিতা-মাতা, জ্ঞাতি, বন্ধু, সব।

১ম শূদ্র। আরে, এটা পাগল না কি রে? [চন্দনের প্রতি] এ তুই কি বল্‌ছিস্?

চন্দন। কি বল্‌তে হয়, জানি না; আমাকে ভাই ব'লে বন্ধু ব'লে গ্রহণ কর। স'রে যাচ্ছ কেন বান্ধব? আমার কাছে এস—আমায় জড়িয়ে ধর, আমি যে তোমাদের। তোমাদের সঙ্গে হাতিয়ার নিয়ে আমিও বনে-জঙ্গলে ছুট্‌বো, তোমাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিও মাদল বাজিয়ে গাইবো; ঐ আবর্জ্জনাময় পর্ণকুটীরে তোমাদের ঘর, আমারও ঘর।

১ম শূদ্র। আরে, এ পাগ্‌লা।

চন্দন। ওরে, আমি পাগল নই। কেন ভাই, সঙ্কোচে স'রে যাচ্ছ? আমি তো তোমাদেরই একজন; দু' দিনের জন্য পর হয়েছিলাম, শাস্ত্র-সাগর সেচন ক'রে তোমাদের জন্য মহারত্ন নিয়ে এসেছি। ওরে কাঙ্গাল! ওরে বঞ্চিত! আয়—আয়, তোরা আমার চারিদিকে ঘিরে বোস্‌, আমি তোদের বেদ শোনাবো—তাদের আঁধার ঘরে গীতার সহস্র মাণিক ঢেলে দেবো।

সহসা জরার পুনঃ প্রবেশ।

জরা। কি দিবি?

চন্দন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

জরা। সেটা আবার কি?

চন্দন। অমৃতের ভাণ্ড—বৈকুণ্ঠের স্বর্ণ-তোরণ; তোমাদের কানে এ বীণার ঝঙ্কার এখনো বাজে নি। কে বাজাবে? এ ভার ব্রাহ্মণের; তারা আপন ঘরে সুধা লুকিয়ে রেখে তোমাদের দিয়েছে বিষ। আর ভয় নেই; এই নির্য্যাতিত পদদলিত জাতির মুক্তির পথ আমি চিনে এসেছি। এস, তোমাদের আগে গীতাই শোনাবো।

জরা। ওটা কি পুঁথি?

চন্দন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত মহার্ঘ রত্ন।

জরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সেই ভগবানের কাছ থেকে এসেছ এই পুঁথি নিয়ে আমাদের শোনাতে? এতে বুঝি লেখা আছে, আর্য্যেরাই মাথার মণি, অনার্য্যেরা কেউ নয়?

চন্দন। না ভদ্র! গীতা বলেছে, কর্ম্মে তোমার অধিকার—ফল চাইবার অধিকার নেই; গীতা বলেছে—

জরা। ওরে, শুন্‌ছিস্ তোরা? কর্ম্ম কর্, ফল চাস্‌নে; তোরা শুধু খেটে মর্‌তেই জন্মেছিস্, ফল ভোগ কর্‌বে আর্য্যেরা। তুমি একটা আর্য্য-সন্তান, তোমার জাতি তোমায় পাঠিয়েছে অনার্য্যের মধ্যে এই বিষ ছড়াতে, না? ওরে, তোরা দেখ্‌ছিস্ কি? খুঁজে দেখ্, বনে-জঙ্গলে আরও কেউ আছে বোধ হয়; টুঁটি ধ'রে নিয়ে আয়, আমি এটাকে দেখ্‌ছি।

[অন্যান্য শূদ্রগণের প্রস্থান।

চন্দন। এ কি কথা ভদ্র?

জরা। [বিকট হাস্য করিয়া] আর্য্য আজ অনার্য্যকে বল্‌ছে ভদ্র; ঘরে ব'সে তো বল্‌তে পার না, এখানে প্রাণের দায়ে বল্‌তে হ'চ্ছে। ভদ্র কে? আমরা অভদ্র—আমরা পশু। মানুষ কি পারে মানুষের বুকে এম্‌নি ক'রে ছুরি চালাতে—[চন্দনের বুকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত।]

চন্দন। সাবধান দস্যু! আমি নিরস্ত্র, কিন্তু দুর্ব্বল নই।

জরা। পরীক্ষাটাই হোক্—[পুনঃ চন্দনকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত।]

চন্দন। [এক হাত দিয়া জরার হাত ধরিয়া অন্য হাতে ছুরি ছিনাইয়া লইয়া] এই পশুপ্রকৃতি নিয়ে তোমরা আর্য্যের শাসনদণ্ড কেড়ে নিতে চাও? পার্‌বে না—যুগ-যুগান্তেও এ স্বপ্ন তোমাদের সফল হবে না।

জরা। জরার হাত থেকে ছুরি ছিনিয়ে নেয়, এমন শক্তি দ্বারকায় আছে? ওঃ, জীবনে এই প্রথম পরাজয়! যুবক—যুবক! তুমি কে?

চন্দন। আমি তোমাদেরই মত অস্পৃশ্য শূদ্র।

জরা। [সাশ্চর্য্যে] শূদ্র!

চন্দন। হ্যাঁ—শূদ্র; না জেনে আর্য্যের গৃহে পরিবর্দ্ধিত হয়েছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র ধারণ করেছি, তার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মত বেদ-বেদান্ত উপনিষদ আকণ্ঠ পান করেছি;

আজ জেনেছি নিজের পরিচয়, তাই এসেছি তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'তে।

জরা। ভগবান আছে—ভগবান আছে। আমার বহু দিনের স্বপ্ন—আমার শূদ্র ভাইদের এই নরক থেকে টেনে তুল্‌বো, তাদের মানুষ ব'লে জগতের চোখে তুলে ধর্‌বো, আর আর্য্যের দর্প চূর্ণ ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। দেহে শক্তি আছে, মনে সাহস আছে, কিন্তু মাথা নেই—সেনাপতি নেই। বল, তুমি আমাদের সেনাপতি হবে?

চন্দন। [স্বগত] আর্য্যশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ! মন্দ কি? এই আর্য্যশক্তি আমায় সুখময় স্বর্গ হ'তে মাটিতে নিক্ষেপ করেছে, এই আর্য্যের শাস্ত্র আমায় সর্ব্বহারা করেছে। পারি না পারি স্বতন্ত্র কথা, তবু একবার এদের মুখোমুখী দেখ্‌তে চাই। [প্রকাশ্যে] তবে তাই হোক্, আমি গ্রহণ কর্‌লাম তোমাদের সৈন্যাপত্য।

জরা। তবে এস বান্ধব—এস পরমাত্মীয়—এস আমাদের প্রভাতের সূর্য্য, তোমাকে নিয়েই আমরা দ্বারকার উপর বাঘের মত লাফিয়ে পড়ি। ওরে, তোরা ছুটে আয়, তোদের দুঃখের ঘোর কেটেছে—তোদের পথ দেখাতে আজ দেবতা এসে দাঁড়িয়েছে।

শূদ্র নর-নারীগণের পুনঃ প্রবেশ ও চন্দনকে ঘিরিয়া গান করিতে লাগিল।

গীত।

পুঃ-গণ।— বাজা ঐ মাদল বাজা।
স্ত্রীগণ।— থাক্‌বে না আর দুঃখ মোদের এসেছে ঐ রাখাল রাজা॥
পুঃ-গণ।— রইবো না আর নীচু হ'য়ে পড়্‌বো মোরা বেদ,
স্ত্রীগণ।— না খেয়ে আর ঘরে ব'সে কর্‌বো নাকো খেদ,

পুঃ-গণ।— খাট্‌বে না আর জারিজুরি, আন্‌বো লুটে ইন্দ্রপুরী,
পেটটি পুরে খেয়ে খেয়ে বাড়্‌বে মজ্জা মেদ ;
স্ত্রীগণ।—(আমাদের) আঁধার ঘরে চাঁদ নেমেছে, পাতায় ফুলে কুটীর সাজা।

[গাহিতে গাহিতে চন্দনকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

বসুদেব ও দেবল।

বসুদেব। দেবল! একটা কাজ কর্‌তে পারিস্?

দেবল। কি কাজ দাদামশায়?

বসুদেব। ঐ অলক্ষ্মীটাকে চুলের মুঠি ধ'রে নগরের বার ক'রে দিতে পারিস্?

দেবল। কেন?

বসুদেব। সব কথাতেই কেবল কেন? দেখ্‌ছিস না, দিনে দিনে সোনার দ্বারকা শ্মশান হ'তে বসেছে। এই ঝড়, এই অগ্নিবৃষ্টি, এই ভূমিকম্প—এ সব দুর্নিমিত্ত আগে কখনো দেখেছিস্?

দেবল। তা দেখিনি বটে!

বসুদেব। তবে আজ এ সব হ'চ্ছে কেন? এই তার কারণ। আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, ও সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। বল্, ওকে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বি?

দেবল। না।

বসুদেব। কেন? ধর্ম্মে বাধ্‌বে?

দেবল। ধর্ম্ম অধর্ম্ম জানি না দাদামশায়, আমার বিবেক সায় দিচ্ছে না। কে লক্ষ্মী, কে অলক্ষ্মী, সে বিচার আমার নয় দাদা! আমি দেখ্‌ছি তারা মানুষ; একজনের অনন্ত আশ্রয় আছে, আর একজনের নেই। এত বড় প্রাসাদটার মধ্যে একজন নিরাশ্রয়ার স্থান হবে না? তবে ঐ হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে এত যাত্রীর ভিড় কেন?

বসুদেব। যাঃ—যাঃ, খুব হয়েছে; একটা মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারলে না।

দেবল। ও কল্পনা মনেও স্থান দিও না দাদামশায়! আমি অল্প-বুদ্ধি বালক, তবু একটা ভবিষ্যৎ বাণী ক'রে রাখি শোন। গান্ধারীর অভিশাপে যদুবংশের একটা কেশও ছিন্ন হবে না। যদুবংশের ধ্বংস হবে সেই দিন, যেইদিন একজন যাদবও অসহায়া রমণীর উপর হাত তুল্‌বে। রাবণের বংশটা গেল ঐ পাপে, কৌরবেরা গেল দ্রৌপদীর নিঃশ্বাসে, আর কংশের নিপাত হ'লো কেন বল দেখি?

বসুদেব। দেবকীর হাহাকারে। আর আমি যে—

দেবল। তুমি কি আর করেছ? উপকারের মধ্যে নিজের ছেলেটা পরকে দিয়ে এসেছিলে।

বসুদেব। বক্তৃতা রাখ ভায়া! যা বল্‌ছি শুন্‌বে? অলক্ষ্মীটাকে—

দেবল। এত ভেদজ্ঞান কেন দাদা? লক্ষ্মী অলক্ষ্মী কি বিভিন্ন? দিন আর রাত্রি, মেঘ আর জল; একজন না থাক্‌লে অপরকে কেউ চেনে না।

বসুদেব। খুব বুঝিয়েছ; বুঝেছি, মেয়েটার মুখখানা দেখে ভুলেছ।

দেবল। এই ঠিক্ ধরেছ! এইবার আমার হার, তোমার জিৎ, অতএব আমার পলায়ন—[প্রস্থানোদ্যত]

বসুদেব। শোন্—শোন্; হ্যাঁ রে দেবল! এ দেশটাকে তুই একটুও ভালবাসিস্ না?

দেবল। বাসি; এত ভালবাসি যে, প্রাণ সে ভালবাসা ধারণা করতে পারে না, রসনা তাকে ভাষায় রূপ দিতে পারে না। ঐ ফেনিল উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত প্রভাসের চলোর্ম্মি, ঐ দিগন্ত-প্রসারিত তালীবন শ্যামরেখা, আর ঐখানে ধবল তুষারমৌলি রৈবতক—যার পায়ের তলায় স্নেহসঞ্জীবিত শ্যামলা ভূমি আবেশে ঘুমিয়ে পড়েছে। মরি-মরি, এ রূপ কি ভোলা যায়! স্বর্গ চিনি না—বৈকুণ্ঠ চিনি না, এ আমার সকলের ঊর্দ্ধে।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। ঊর্দ্ধে আর রইলো না কুমার, এবার এর অবশ্যম্ভাবী পতন।

বসুদেব। সে কি সাত্যকি?

সাত্যকি। প্রভু! অনার্য্যেরা প্রকাশ্যে বিদ্রোহের নিশান তুলেছে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য তারা আর স্বীকার করে না; তারা গীতা উপনিষদ্ পাঠ করে, তারা বেদ উচ্চারণ করে।

বসুদেব। বেদ উচ্চারণ করে শূদ্র?

দেবল। এঃ, তবে তো জাতিধর্ম্ম সব রসাতলে গেল দাদা!

বসুদেব। গেল না? শূদ্র পড়ে বেদ!

দেবল। কি অন্যায়! তুমি তাদের মাথাগুলো কেটে আন্‌লে না কেন? দাদা! অভিশাপ দাও, তারা সব ঘরে গিয়ে ম'রে থাক্।

বসুদেব। রাম-কৃষ্ণকে ব'লে এর প্রতিকার কর সাত্যকি! অযোধ্যায় এমনি ঘটনা ঘটেছিল; শূদ্র করেছিল যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শূদ্র করেছিল পৌরহিত্য, তার ফলে অনাবৃষ্টি—মহামারী—অকালমৃত্যু।

সাত্যকি। এখানেও তাই দেখ্‌ছি প্রভু! এই অনাচারে দ্বারকা আজ ট'লে উঠেছে; এ আমি সইবো না।

দেবল। কেন সইবে না আর্য্য?

সাত্যকি। ক্ষত্রিয় হ'য়ে তুমি আজ জিজ্ঞাসা কর্‌ছ কুমার? এ অনাচারের প্রশ্রয় দিলে সমাজের গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যাবে।

দেবল। অনাচার কিসে?

বসুদেব। বেদে শূদ্র অনধিকারী।

দেবল। কে বলেছে? কার দেওয়া অধিকার? তোমরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যখন উচ্চ নীচের সীমা নির্দ্দেশ করেছিলে, তখন তাদের মতটা নিয়েছিলে? তোমাদের গড়া শাস্ত্র তারা মানে না।

সাত্যকি। না মানে, রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে।

দেবল। কেন আর্য্য, কেন? সবার মঙ্গলের জন্য যদি এই সুধা-ভাণ্ড, তবে তারা তাতে বঞ্চিত থাক্‌বে কোন্ বিধানে?

বসুদেব। বুঝেছি, তোমার মত অপরিণামদর্শী বালকের হস্তেই যদুবংশের ধ্বংস হবে।

দেবল। যে জাতির মধ্যে এতখানি আভিজাত্য, সে জাতির ধ্বংস হওয়াই উচিত, নইলে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য সম্পূর্ণ হবে না।

বসুদেব। শুন্‌ছ সাত্যকি?

সাত্যকি। শুন্‌ছি আর্য্য! এ জাতি থাক্‌বে না, বৃথা চেষ্টা! ক্ষুদ্র বালক যেখানে রাজনীতি নিয়ে খেলা কর্‌তে চায়, সেখানে শৃঙ্খলা থাকে না। ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কলি এসে হাত বাড়িয়েছে।

দেবল। দাদামশায়!

বসুদেব। যা—যা, হয়েছে।

দেবল। যাচ্ছি দাদা! শেষ কথাটাই ব'লে যাই—"কালোঽহয়ং নির-

বধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।" অনন্তপ্রসারিতা এই ধরণী; মনে ক'রো না যে এই ধরণীতে একজন বড় হ'লে আর একজনের বড় হবার স্থান থাক্‌বে না। কেন তোমরা তাদের নীচ মনে করছ? কেন তাদের মানুষের মত বাঁচতে দিচ্ছ না? দোহাই দাদা! তাদের অন্তরটা একবার তলিয়ে দেখ; তারা শূদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র নয়।

[প্রস্থান।

গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। কে গো? কে বল্‌লে শূদ্র ক্ষুদ্র নয়?

বসুদেব। কে তুমি বালিকা?

গায়ত্রী। দ্বারকার আশ্রিতা, অসহায়া ব্রাহ্মণকন্যা। ঐ অলিন্দে ব'সে চোখের জলে ভাস্‌ছিলাম, হঠাৎ একটা কথা কানে এল—শূদ্র ক্ষুদ্র নয়। কে বল্‌লে গো, কে বল্‌লে শূদ্র ক্ষুদ্র নয়? এ কি দৈববাণী, না আমারই দলিত অন্তরে মর্ম্মভেদী ক্রন্দন? হায়, পরশ মাণিক হারিয়ে ফেলেছি, জীবনভোর চেষ্টা করলেও আর সন্ধান মিল্‌বে না।

সাত্যকি। ব্রাহ্মণকন্যা তুমি, শূদ্রের জন্য তোমার চক্ষে জল কেন?

গায়ত্রী। ওগো, এ আর কফোঁটা চোখের জল? তার অশ্রুতে মরুভূমি বুঝি কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে গেল। সবই ছিল তার; কণ্ঠে সরস্বতী, বাহুতে মত্ত হস্তীর বল, অন্তরে ব্রহ্মণ্যদেব, ললাটে প্রতিভা, মুখে হাসি, বুকভরা ভালবাসা, তবু সে আমায় স্পর্শ করতে পার্‌লে না। সমাজ তারস্বরে বল্‌লে—ও শূদ্র!

সাত্যকি। শূদ্র ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্যই বালিকা।

গায়ত্রী। না—না, তার দেহটা শূদ্রের, মনটা ছিল দেবতার।

ওঃ, সে আজ কোথায়—কতদূরে? তখন যদি কেউ বল্‌তো, শূদ্র ক্ষুদ্র নয়; হারিয়েছি—জন্মের মত হারিয়েছি।

[প্রস্থান।

বসুদেব। কি ভাবছ সাত্যকি? দেখ্‌ছ, এ ধারণা আজ চারিদিক্ ছেয়ে ফেলেছে।

সাত্যকি। অঙ্কুরে বিনষ্ট কর্‌বো, ভয় কি প্রভু! আর্য্যের মাথার উপর অনার্য্য এসে সিংহাসন পেতে বস্‌বে—এ আমি সহ্য কর্‌বো না, যতক্ষণ হাতে এই তরবারি আছে।

বসুদেব। তাদের চালক কে?

সাত্যকি। জরা।

বসুদেব। জরা! বল কি সাত্যকি? সে তার জাতিকে বেদ শোনাচ্ছে?

সাত্যকি। শুধু তাই নয় আর্য্য! দ্বারকা আক্রমণের জন্য সে সৈন্য সংগ্রহ কর্‌ছে।

বসুদেব। তবেই তো—দ্বারকা আক্রমণ কর্‌বে!

সাত্যকি। তার জন্য কোন চিন্তা নেই প্রভু! আসুক তারা, আমি একা ঐ পিপীলিকাগুলোকে এক মুহূর্ত্তে পিষে মার্‌বো। তারা জানে না, দ্বারকার একটা ধূলিকণা যে শক্তি রাখে, সমগ্র অনার্য্য জাতি মিলিত হ'লেও তার সমকক্ষ হবে না।

বসুদেব। তা বটে; কিন্তু সাত্যকি, আমার এতে উভয়তঃ ক্ষতি। রামকৃষ্ণ যেমন আমার পুত্র, সেও তো তেমনি সাত্যকি! আর্য্যের সমাজ তাকে নিলে না, কিন্তু আমার অন্তর তো তাকে ত্যাগ করে নি।

সাত্যকি। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে জরার তুলনা?

বসুদেব। না হোক্, তবু পুত্র তো?

সাত্যকি। এ অনাচারী পুত্রের মায়া ত্যাগ করতে হবে প্রভু! তারা বন্য—তারা পশু, তাদের সঙ্গে আর্য্যের কোন সংস্রব থাকতে নেই।

বসুদেব। না—কাজটা তুমি ভাল কর নি সাত্যকি!

সাত্যকি। কোন্ কাজ?

বসুদেব। এই তাকে ক্ষেপিয়ে দেওয়া।

সাত্যকি। আমি তাকে ক্ষেপিয়েছি, না সে আমায় ক্ষেপিয়েছে আর্য্য? শ্রীকৃষ্ণের প্রভুত্ব যে মানে না—তাঁর ছিন্ন শির দেখ্‌তে যে এত লালায়িত, সে স্বয়ং মহেশ্বর হ'লেও আমার শত্রু। পুত্র ব'লে আপনার যদি মমতা হয়, মুখ ফিরিয়ে থাক্‌বেন, কিন্তু আমার সঙ্কল্প পর্ব্বতের মত অটল।

[প্রস্থান।

বসুদেব। তাই তো, বেদপাঠে কিই বা দোষ? তারাও মানুষ তো! না—কাজটা তেমন ভাল হয়নি।

[চিন্তিতভাবে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

দ্বারকা—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

শাম্বের প্রবেশ।

শাম্ব। এ আমায় কোন্ পথে নিয়ে চলেছ নিয়তি? কোথায় এ পথের শেষ, কতদূরে এ সাগরের তল? জানি না—বুঝি না, আকণ্ঠ ডুবেছি, আর উত্থানের কোন আশা নেই। পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী জাম্ববতীদেবী, আর আমি কে? কোন্ নরকের কৃমি-কীট! না—না, আমি উঠ্‌বো; যেমন ক'রে হোক্, আমি আবার তেম্‌নি হবো। এ কি, এ কি জড়তা সর্ব্বাঙ্গে আমার? ওরে —কে আমার হস্ত পদ এমন ক'রে শিথিল ক'রে দিলে?

গীতকণ্ঠে অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

অলক্ষ্মী।—

গীত।

তোরা আমারি পূজার বলি।
আমারি তরণী আনিছে বহিয়া দ্বাপরের শেষে কলি॥
আমি নন্দনে পূতিগন্ধ, ওরে অন্ধ,
আমি খেয়ালি ভোলার মত্ত চরণে চপল নৃত্য-ছন্দ;
বিকশিত শত পঙ্কজে আমি হলাহলমুখো অলি।
নিত্যকালের আমি পুরাতন, রসনার ভুল, দুঃখ হুতাশন,
(আমি) লক্ষ্মীর হৃদিরক্ত শুষিয়া ধ্বংস ছড়ায়ে চলি॥

[প্রস্থান।

শাম্ব। কে ও নারী আকাশে মিশায়?
মেঘের অন্তর হ'তে ক্রূর আঁখি মেলি
দ্বারকা-প্রাসাদশিরে
অগ্নিকণা করে বরিষণ?
দাউ-দাউ জ্বলে হুতাশন,
ঝলসে শ্যামল ক্ষেত্র,
বন্‌বন্‌ ঘোরে ত্রিভুবন,
শান্তির বৈকুণ্ঠধাম মিশে যায়
ধূলি সনে ভস্মরেখাকারে;
চক্র চক্রী একই আবর্ত্তে পড়ি
চিরতরে নীরব নিথর।
মহাশূন্যে, সাগরে, ভূধরে,
একই কথা শুনি অবিরাম—
"এ শ্মশান সাম্যের রচনা।"
ছিঃ-ছিঃ, হেন প্রাণে নাহি প্রয়োজন।
বেঁচে থাক্ কৃষ্ণের দ্বারকা;
হে মাধব! পুত্র তব
রক্তাঞ্জলি দিবে তব পায়।
[আত্মহত্যার উদ্যোগ]

সহসা কলির প্রবেশ।

কলি। কর কি বাবাজী! ছিঃ, আত্মহত্যা মহাপাপ।
শাম্ব। জ্ঞাতিহত্যা তার চেয়ে পাপ।
জান না—জান না,

এ দেহের মাঝে কি রাক্ষস
রয়েছে লুকায়ে।

কলি। এও কি একটা কথা হ'লো বাবাজী! তোমার মত ছেলে ক'টা আছে? স্ফূর্ত্তি কর—স্ফূর্ত্তি কর; জীবনটা ছু' দিনের বই তো নয়! এ ছু'টো দিন হেসে খেলে কাটিয়ে দাও। নাও—পান কর। [সুরাপাত্র দিল।]

শাম্ব। হে দানব!
তোমারি মাঝারে আমি
আপনারে দিয়াছি বিলায়ে;
আমারে ফিরায়ে দাও।
কাঁদে মোর জন্মভূমি,
পুরবাসী কাঁদে,
লক্ষ্মীহীনা দ্বারাবতী
ঝরঝরে ফেলে অশ্রুজল।

কলি। ভুল বাবাজী, তুমি ভুল দেখ্ছ। পুরবাসী অশ্রু ফেল্ছে তাদের ব'য়ে গেছে! ঐ—ঐ দেখ, রাস্তা দিয়ে মেয়ে পুরুষ কেমন টল্‌তে টল্‌তে আনন্দ কর্‌তে কর্‌তে চলেছে! সংসারের কথা কেউ ভাব্ছে? কেউ না। তারা সার বুঝেছে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তোমাকেও বলি বাবাজী, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" র'সো, আমি এদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

শাম্ব। তাই তো, এ কি অধঃপতন দ্বারকার? শুধু আমি নই, দ্বারকার অর্দ্ধেক অধিবাসী আজ সুরার স্রোতে গা ভাসিয়েছে। গহ্বরেব মুখ পাষাণ চাপা ছিল, আমি ছু' হাতে পাষাণ সরিয়ে

দিয়েছি ; শতে শতে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছে আজ ধ্বংসের কবলে। মহর্ষি শমীক ! তুমি জয়ী—তুমি জয়ী।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ।

নর্ত্তকীগণ ।—

গীত ।

বঁধু, এই দরিয়ার জলে।
রাজার রাজ্য তলিয়ে গেছে একটি অনুপলে ॥
এই অধরের চুম্বনেতে এই নয়নের শর,
বেঁধেছে হায় শক্ত ডোরে মত্ত করিবর :—
এই বেণীতে কালের ফণা, ঢাল্‌ছে নিতি বিষের কণা,
এই আগুনে মানুষ-পোকা পুড়্‌ছে দলে দলে।

[প্রস্থান ।

শাম্ব। ওঃ, লৌহ-শৃঙ্খলে বেঁধেছে, একটু নড়তে দেবে না। আয়—আয়, ওরে ধ্বংসের অগ্রদূত—সুধামুখী গরলনিষ্যন্দিনী রাক্ষসী সব; আমায় গ্রাস কর্‌বি আয়। মুকুলকে এনে দিচ্ছি, তার বুক চিরে রক্ত পান কর্‌। লক্ষ্মণার—না, আবার ও নাম কেন ? দে—দে—সুরা দে, আকণ্ঠ পান করি। আহা, সোনার দ্বারকায় শ্মশান জ্বলেছে—শ্মশান জ্বলেছে। [সুরাপান ।]

জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী। শ্মশান জ্বালিয়েছ পুত্র ? বাঃ, এ যে খাণ্ডবদাহন ! কি দিয়ে জ্বালালে গুণধর ? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় একটা স্ফুলিঙ্গও তো ছিল না। ছিঃ-ছিঃ, আমার নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস হ'চ্ছে না। শাম্ব ! শাম্ব !

শাম্ব। মুখ ফেরাচ্ছ না যে?

জাম্ববতী। তা যদি পারতাম্! ভগবান! কেন দিয়েছ বুকভরা স্নেহ? হৃদয়টাকে মরুভূমি কর। ভুলিয়ে দাও আমায় যে, এই কালসাপ আমারই রক্ত-মাংসে গঠিত—আমারই পীযূষপানে পরিবর্দ্ধিত। ছিঃ-ছিঃ, মুখে আমার বিশ্বের লজ্জা এসে জম্‌ছে। কোথায় মুখ ঢাক্‌বো আমি? বিজয়-লক্ষ্মীর মত দ্বারকা আমায় নিয়ে এসেছিল, তার এই বিষময় ফল!

শাম্ব। তুমি যে মা দ্বারকায় এসেছিলে রক্তস্রোতের উপর পা ফেলে—রাশীকৃত নরমুণ্ড দু'হাতে সরিয়ে; তারই এই বিষময় ফল।

জাম্ববতী। ফেরো শাম্ব—ফেরো, এখনও সময় আছে।

শাম্ব। সময় আছে, কিন্তু শক্তি নেই। যে দিন গেছে, আর তা ফেরে না।

জাম্ববতী। ফেরাতে হবে শাম্ব! নইলে দশের মঙ্গলের জন্য আমি পুত্রহত্যাও কর্‌বো।

শাম্ব। দশের মঙ্গল? ঐ দেখ, দশের মঙ্গলকেতু কেমন পৎ-পৎ ক'রে উড়ছে। দেখ্‌ছ? দেখ, এ স্রোতের বাঁধ আমি ভেঙ্গেছি; ভৈরব কল্লোলে প্রবাহ ছুটেছে, পাষাণের বাধা ও আর মান্‌বে না।

জাম্ববতী। শাম্ব! শাম্ব! কি কর্‌লি তুই?

শাম্ব। কি কর্‌লাম আমি? মা! মনে বড় জ্বালা! মা হ'য়ে পুত্রের পাণ্ডুর মুখ দেখেছ, পুত্র হ'য়ে মায়ের দানবী-মূর্ত্তি তো দেখনি! তা হ'লে বুঝ্‌তে, কি করেছি আমি! কার জন্য ফির্‌বো মা? কোথায় ফির্‌বো মা? স্ত্রীর চোখে অগ্নিবৃষ্টি, মায়ের স্নেহের দ্বার রুদ্ধ। মা! দেহের ক্ষত শুকিয়ে যায়, মনের ক্ষত যে যায় না মা!

জাম্ববতী। কি রত্নগর্ভা আমি! এ দেখ্‌বার আগে আমার মৃত্যু

হ'লো না কেন? শাম্ব! শাম্ব! ওরে, মা আমি—মিনতি ক'রছি, আমার মুখে কলঙ্কের ছাপ দিস্‌নে।

শাম্ব। যাও মা—যাও; কণ্ঠায় কণ্ঠায় বিষ ঢেলেছ, আর অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে এলে কি হবে জননী? রাখ্‌বার আর স্থান নেই—যাও। মনে ক'রো, শাম্ব ব'লে তোমার কেউ ছিল না—এ শুধু একটা স্বপ্ন! [সুরাপান]

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। জাম্ব! জাম্ব! একি? এখানেও এই পাপ?

জাম্ববতী। মুখ ঢাক যদুবর! এ আমার লজ্জা—তোমার লজ্জা। রাজ-রাজেশ্বর তুমি, সারথির দীন বৃত্তি গ্রহণ ক'রে কি জয়মাল্য নিয়ে এলে কেশব? সব নিষ্ফল—নিষ্ফল!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রদীপের নীচেই অন্ধকার জমাট বেঁধেছে।

জাম্ববতী। পাংশুমুখে সজলনয়নে তাকিয়ে রইলে যে বাসুদেব! একটা কিছু কর।

শ্রীকৃষ্ণ। কি করবো জাম্ব?

জাম্ববতী। সুদর্শন আন, না হয় তরবারি ধর। বুকে পাষাণ বেঁধে ফুল্ল-কুসুম অভিমন্যুকে বলি দিয়ে এলে, আর এই অনাচার সইবে? কেন? আমার জন্য ভাব্‌ছো? একটা সন্তান কি বাসুদেব, তোমার ধর্ম্ম-রাজের ভিত গড়্‌তে আমি অমন হাজার সন্তানের ছিন্ন মুণ্ড হাসি-মুখে দেখ্‌বো।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হবে যাদবজননী!
কুরুক্ষেত্রে হ'য়েছি সারথি,
রথী হ'য়ে প্রভাসের কূলে

যোজন ব্যাপিয়া জালিব সমরানল,
নিজহাতে বলি দেবো যাদব-সমাজ,
মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি-ফল
ধরণী অনন্ত কাল করিবে সম্ভোগ।

শাম্ব। তাই হোক্ যদুকুলপতি,
তোমার মহান যজ্ঞে
আমি হবো প্রথম আহুতি।
দ্বারকার পুরীমাঝে পশিয়াছে পাপ,
সেই বিষ আমি দিছি উগারিয়া
ঝলকে ঝলকে।

শ্রীকৃষ্ণ। শাম্ব! শাম্ব!

শাম্ব। ধর চক্র, ধর অসি যাদবপ্রধান!
ধর্ম্মরাজ্যভিত্তিমূলে সন্তানেরে
দেহ বলিদান; প্রতি রক্তবিন্দু তার
পদ্ম হ'য়ে উঠিবে ফুটিয়া,
সৌরভে পুরিবে ধরা;
রক্ষা পাবে যাদব-সমাজ।
শোন পিতা! ব্রহ্মশাপ ধরিয়াছি শিরে,
বালখিল্য মহর্ষি শমিক
করিয়াছে শাপ উচ্চারণ—
শাম্ব হ'তে ধ্বংস হবে যাদবের কুল।

উভয়ে। শাম্ব!

শাম্ব। তাই এ জীবন আর আমি
নাহি বাসি ভালো।

নিঃস্ব আজ বিশ্বমাঝে আমি,
দুঃখ নাই এ জীবন দিতে বিসর্জ্জন।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা পুত্র অভিশপ্ত দুইজন,
তিরস্কার পুরস্কার কে দিবে কাহারে?
আয়—আয়, করে কর ধরি
উভয়ে চলিয়া যাই সৃষ্টির অন্তরে।
শান্ত হবে বসুন্ধরা, বাঁচিবে যাদবকুল,
জ্ঞাতিহত্যা-মহাপাপ স্পর্শিবে না আর।

জাম্ববতী। মা আমি—দশ মাস সহিয়াছি ক্লেশ,
আমি চাই পুত্র বলিদান,
তুমি পারিবে না?
এ আবার কোন্ লীলা ভগবান্?

শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান্—ভগবান্!
ধরণীর প্রান্ত হ'তে প্রান্তান্তরে
ঐ এক বাণী গিয়াছে ছড়ায়ে।
সবে কয়, "কৃষ্ণ ভগবান্"।
এই অনাচার করিতে দমন
আজীবন সহিয়াছি তাপ,
গোবর্দ্ধন করেছি ধারণ,
রথরশ্মি ধরেছি পার্থের,
একে একে সপ্তদশ বীর
লুকায়েছি পর্ব্বতকন্দরে;
বাল্য গেছে গোচারণে,
অনাহারে অনিদ্রায় কাটিল যৌবন,

পাপের ক্ষালন না হ'লো ধরণীতলে,
তবু আমি ভগবান্!
হায় রাণী! ভগবান এত ভাগ্যহীন,
ভগবানে এত কি সহিতে হয়?

জাম্ববতী। নারায়ণ! নারায়ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। সহিতে জীবন গেল!
শতবার সহিলাম আত্মীয়বিয়োগ,
দু'হাতে অঞ্জলি ঢালি
কত হায় ধরিলাম অভিশাপ শিরে।
হায় রাণী! কৃষ্ণ নামে একি অভিশাপ!
পুত্র শত্রু, জ্ঞাতি বিষ,—
না—আর সহিব না।
রাণী! রাণী! নারায়ণ যদি আমি,
অবশ্য করিব সুবিচার।

জাম্ববতী। কি বিচার করিবে মাধব?

শ্রীকৃষ্ণ। বিষবৃক্ষ সমূলে করিব উৎপাটন;
দশের মঙ্গল তরে, পিতা আমি,
কদাচারী আত্মজেরে করিলাম ত্যাগ।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। কারে ত্যাগ করিলে মুরারী?
কে সে ভাগ্যহীন?

শাম্ব। আমি; হৃদিপটে যার
আজও আঁকা ওই দুটি মুখ।

বলরাম। বাঃ! হিমাচল বিন্ধ্যগিরি
দুই দিকে যার, সেই ক্ষুদ্র প্রস্রবণ
সূর্য্যতাপে যাবে শুকাইয়া,
ত্রিলোক গাহিবে তবু—
"নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি!"
মথুরায় হস্তিনায়
ডালি দেছ লক্ষ পরিজন,
হে কেশব! তবু তব মিটিল না আশা?
এত ক্ষুধা তব দামোদর?
থাক—সুখে থাক রাজ-সিংহাসনে,
স্নেহের দুলাল সহ আমি যাই বনে।

শ্রীকৃষ্ণ। হলধর! হলধর!

বলরা। চুপ! চুপ!
বহু শাস্তি দিয়াছ মুরারী!
দারুভূত তুমি নারায়ণ,
নির্ম্মম নিষ্ঠুর করে একে একে
ডালি দিবে পুত্র পৌত্র সব,
প্রাণে মোর সহিবে না তাহা।
আয়—আয় স্নেহের পুতুলী!

[শাম্বকে বাহু-বেষ্টনে ধরিতে গেলেন।]

শাম্ব। [চকিতে সরিয়া] না—না—না!
পিতা মাতা ভিক্ষাপাত্র তুলে দেছে করে,
তাই নিয়ে একা আমি প্রবাহে ভাসিব,
সঙ্গী হবে অদৃষ্ট আমার!

কত ভাগ্য পিতৃব্য আমার,
স্পর্শে মোর সাগর শুকায়,
নারায়ণ অন্ধ হ'য়ে যায়।
নমি পায় তোমার জননী!
একদিন মাতৃস্নেহ দিয়েছিলে মোরে,
অন্তরমাঝারে তাই শুধু রহিল গোপন।
নারায়ণ! দণ্ড তব
মাথা পাতি করিনু গ্রহণ।
জীবনে যে অধিকারে করিলে বঞ্চিত,
সেই অধিকার মৃত্যু দিয়ে
রক্ত দিয়ে করিব গ্রহণ।
যাই তবে হে পিতৃব্য!
প্রণাম—প্রণাম—সহস্র প্রণাম।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

গীতকণ্ঠে মুকুলের প্রবেশ।

মুকুল।—

গীত।

ফিরে চাও—ফিরে চাও।
এই শোভন কানন অনলে দহিয়া ওগো তুমি কোথা যাও?
শুকাবে না কারো নয়নের জল ফুটিবে না মুখে ভাষা,
পাষাণ চিরিয়া বহিবে ধারায় শোণিতের কর্ম্মনাশা:—
স্বপনে আমার কে কয়েছে কানে, লেগেছে অনল কুসুমবিতানে,
শিখার আখরে তব নাম লেখা মুছে দাও—মুছে দাও॥

[অতিক্লেশে শাম্বের প্রস্থান।

জাম্ববতী। ভয় কি ভাই? আমরা আছি তোমার।

[মুকুলকে পক্ষীশাবকের মত বুকে করিয়া প্রস্থান।

বলরাম। যাক্, এই সূত্রপাত।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। অনার্য্য-কটক নগরের দ্বারদেশে।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। সন্ধি হোক্ পিতা! তারা অর্দ্ধেক রাজত্ব চায়।

সাত্যকি। অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে সন্ধি—অনার্য্যের সঙ্গে? তার চেয়ে যুদ্ধ সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়।

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। আবার যুদ্ধ? আবার জ্ঞাতিহত্যা?

বলরাম। উপায় নেই পিতা! নিষ্ঠুর কৃষ্ণ কাউকে জীবিত রাখ্‌বে না; একে একে যদুকুল নিঃশেষ কর্‌বে, তবে যদি ওর শান্তি হয়। তিলে তিলে নিঃশেষিত হওয়ার চেয়ে একদিনে সবাই মিলে মৃত্যুর গহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়ি; কেউ কারও জন্য কাঁদবে না—কেউ কারও মুখের দিকে চাইবার অবসর পাবে না। কৃষ্ণ! সৈন্য সাজাও, আমি সৈন্যচালনা কর্‌বো। [প্রস্থান।

সাত্যকি। প্রভু! আদেশ দিন্, সৈন্য সাজাই।

কৃষ্ণ। সৈন্য সাজাও সাত্যকি! ধ্বংসের রক্ত-পতাকা উড্ডীন কর। যজ্ঞানল জ্বেলেছি, আহুতি দেওয়া হয় নাই; ভিত্তি গড়েছি, প্রাসাদ ওঠে নাই; বীজ ফেলেছি সাত্যকি, অঙ্কুরোদ্গম হোক্। কি আনন্দের

দিন, কৃষ্ণের তরী কূলে এসে পৌঁচেছে। মা! মা! সুজলা সুফলা শ্যামা ভারতভূমি আমার! শ্বেত চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে প্রভাসের তীরে এসে দাঁড়িয়েছ মা? দাঁড়াও; আমি জাল গুটিয়ে আনি, সাগরের অতলপুরী থেকে লক্ষ্মী এনে তোমার হাতে তুলে দেবো। তাই এ আয়োজন, যদুবংশ ধ্বং—না—না, কোন্ মাটিতে দাঁড়িয়ে আমি? সৈন্য সাজাও সাত্যকি, জয়ধ্বনি দাও।

সাত্যকি। জয় দ্বারাবতীর জয়—জয় রামকৃষ্ণের জয়!

[প্রস্থান।

দেবল। [সক্রোধে] এতখানি অভিজাত্য—এত স্বার্থপরতা রাম-কৃষ্ণের বংশে! বা রে ধর্ম্ম-সিংহাসন! এস দাদা, আমরা একবার জয়ধ্বনি দিয়ে যাই—জয় অনার্য্যের জয়!

[বসুদেবসহ প্রস্থান।

কৃষ্ণ। কেঁপে উঠ্‌ছো কেন বসুন্ধরা? আহুতি নাও—পূর্ণাহুতি! ক্ষুধা তো মেটে নাই তোমার রাক্ষসী? করাল মুখব্যাদন ক'রে এখনও আমার দিকে চেয়ে আছ? কি দেবো আর—কি আছে আর? কুরুক্ষেত্রের আগুন অঞ্জলি পুরে তুলে এনে সোনার দ্বারকায় ঢেলে দিয়েছি। জ্ব'লে উঠেছে, তৃপ্ত হ'—শান্ত হ' রাক্ষসী! ওঃ, ভগবান হওয়ার এত জ্বালা!

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত।

নাহি শেষ—নাহি শেষ, অনন্ত অপার।
ওগো পাষাণের নারায়ণ, ভুলেছে কি ভোলা মন,
কি জ্বালা পেছনে তব বুকভাঙ্গা হাহাকার।

শ্রীকৃষ্ণ। কার? কার?

উদ্ধব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বৃন্দাবনে পথে-ঘাটে, কুঞ্জে-কুঞ্জে গোঠে-মাঠে,
নন্দ-যশোদাবুকে দু'নয়নে রাধিকার।

শ্রীকৃষ্ণ। সময় কি হয়েছে উদ্ধব?

উদ্ধব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

বরষা বসন্ত কত, বহিয়া গিয়াছে শত,
পথপানে চেয়ে চেয়ে আঁখি হ'লো অন্ধ তার।

শ্রীকৃষ্ণ। যাবো উদ্ধব, আর দুটি দিন। পূজা শেষ—পুষ্পাঞ্জলি শেষ, এইবার এই সোনার প্রতিমা জলে ভাসিয়ে দিয়ে যাই, শুধু দুটি দিন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পথ।

কৌটিল্য ও দুর্গামণির প্রবেশ।

কৌটিল্য। অনেক খোঁজাখুঁজি কর্‌লুম, কোথাও তার দেখা মিল্‌লো না। আর ভেবে কি কর্‌বে? আমি নির্ঘাত বল্‌ছি, মেয়ে তোমার কূলে কালি দিয়ে দিব্যি মজা লুট্‌ছে।

দুর্গামণি। আবার সেই এক কথা? হাজার বার বারণ করি, তবু! আমার মেয়েকে আমি চিনি না? আর একবার বল্‌লে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবো ব'লে দিচ্ছি।

কৌটিল্য। আরে মাগী, তবে কি পরীতে উড়িয়ে নিয়ে গেল? ও যে যাই বলুক, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি, মেয়ে সেই চন্দন ব্যাটার সঙ্গে প-য়ে আকার দিয়েছে।

দুর্গামণি। ফের ও কথা?

কৌটিল্য। এই নাও, আমি কি একা বল্‌ছি? পাড়ার পাঁচজনে যে টি-টি কর্‌ছে।

দুর্গামণি। করুক্—আবাগীরা মুখে রক্ত উঠে মরুক্। তুমি বল্‌বার কে?

কৌটিল্য। লোকে যে আমাকেই বাপ ব'লে খোঁচা মারে।

দুর্গামণি। ওঃ—বাপ হয়েছে, ভারী বাপের মুরোদ!

কৌটিল্য। তা না হয় মুরদওয়ালা একটা দেখে নিলেই—

দুর্গামণি। আবার কথা ?

কৌটিল্য। যাক্, এখন যাবে কোথায় শুনি ?

দুর্গামণি। চুলোয়।

কৌটিল্য। জায়গাটা তেমন সুবিধে হবে কি ? তার চেয়ে বাড়ীতেই চল না!

দুর্গামণি। কি নিয়ে থাক্‌বো ? ছেলেটাকে তো তাড়িয়ে দিয়েছ, মেয়েটাও—

কৌটিল্য। কুলে কালি দিয়ে—

দুর্গামণি। খবর্‌দার মিন্সে, ও কথা বল্‌লে মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়ে চ'লে যাবো। ঘরে পরে এ কি জ্বালা! পাড়ার পাঁচ আবাগীরা বাড়ী ব'য়ে এসে টিট্‌কারী দিয়ে যায়, ঘাটে পথে দেখা হ'লে মুচ্‌কে হাসে, দিনরাত এ জ্বালা স'য়ে মানুষ থাক্‌তে পারে ? এমন কাল পেটে ধরেছিলুম! কত দিন গেছে, আজ পর্য্যন্ত ফিরে এলো না। চল, এখানে আর থাক্‌বো না।

কৌটিল্য। ওই যা, বাবাজী আস্‌ছেন যে! গিন্নী! শীগ্‌গির কাঁদ্‌তে ব'সো—শিগ্‌গীর।

দুর্গামণি। কাঁদ্‌তে বস্‌বো ?

কৌটিল্য। হ্যাঁ, এখুনি। আঃ—ব'সো! ব্যাটার ছেলে একটা লাঠি নিয়ে ছুটে আস্‌ছে। শীগ্‌গির গায়ত্রী গায়ত্রী ব'লে কাঁদ—ঠিক্ যেন মরেছে, নইলে দু'জনেরই মাথার খুলি ওড়াবে। কাঁদ—

দুর্গামণি। [কান্নার সুরে] ওগো, আমার কি হ'লো গো ? এমন সর্ব্বনাশ আমার কিসের জন্য হ'লো গো ? গায়ত্রী—ওমা গায়ত্রী আমার! ওরে আমার লক্ষ্মী-পিতিমে! কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দি হ'লি মা ?

কৌটিল্য। [কপট শোকে প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া] ও হো-হো, গিন্নি! গিন্নি! কেঁদো না—কেঁদো না, বেঁচে থাক্‌লে আবার হবে। আ-হা-হা-হা—[দীর্ঘনিঃশ্বাস]

যষ্টিহস্তে দুর্লভের প্রবেশ।

দুলভ। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লণ্ড-ভণ্ড কর্‌বো আজ।

দুর্গামণি। ওমা আমার গায়ত্রী গো—

কৌটিল্য। ও-হো-হো! [সজোরে নিঃশ্বাসত্যাগ।]

দুর্লভ। ক'নে কই? ক'নে দাও বল্‌ছি, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো—হাঁ।

দুর্গামণি। ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! আমার লক্ষ্মী পিতিমে—

কৌটিল্য। ও-হো-হো!

দুর্লভ। কি রকম? হয়েছে কি?

কৌটিল্য। একেবারে সর্ব্বনাশ।

দুর্লভ। বলি, সর্ব্বনাশটা কি রকম?

কৌটিল্য। ভয়ানক রকম।

দুর্গামণি। ওরে আমার—

কৌটিল্য। ও-হো-হো! [দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ।]

দুর্লভ। আরে দেত্তোর! বলি হ'লো কি?

দুর্গামণি। সর্ব্বনাশ।

কৌটিল্য। ভয়ানক।

দুর্লভ। খবর্দ্দার বল্‌ছি, আমায় বকিও না। ক'নে কোথায়?

দুর্গামণি। ম'রে—

কৌটিল্য। গেছে।

দুর্লভ। এঁ্যা, ম'রে গেছে? কি হ'য়ে ম'লো?

কৌটিল্য। হঠাৎ ম'রে গেল; কথা কইতে কইতে বিষম না খেয়ে একেবারে যাঃ!

দুর্লভ। কথা গলায় ঠেকে ম'রে গেল? যাক্ বাবা, বউ যখন গেছে, তখন আর শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কোন্ ছ্যায়? চালাও ডাণ্ডা, চালাও—
[যষ্টি ঘুরাইতে লাগিল, দুর্গামণির পলায়ন।]

সহসা বর্শাহস্তে চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। এ কি অত্যাচার! [দুর্লভের যষ্টি কাড়িয়া লইল।]

কৌটিল্য। দেখ তো বাবা সাঁওতালের পো, দেখ তো! ব্যাটা বামুনের ঘরের গরু! ব্যাটা আমার জামাই হয় কি না!

চন্দন। জামাতা—জামাতা!
এই স্বামী গায়ত্রীর?
ভাগ্যবান তুমি হে বান্ধব,
কাচমূল্যে লভিয়াছ কাঞ্চন মাণিক;
যতনে রাখিও চিরদিন,
এই শুধু অন্তরে কামনা!

দুর্লভ। [স্বগত] ব্যাটা কে গো?

কৌটিল্য। কে গা বাপু তুমি? তোমায় চেনা-চেনা ঠেক্ছে যেন!

চন্দন। আমি চন্দন।

কৌটিল্য। এঁ্যা—চন্দন! ভোল ফিরিয়ে এসেছ? বুকের পাটা তো খুব! বাবাজী! লাঠি চালাবে তো এইবার চালাও—পিষে ছাতু ক'রে দাও।

চন্দন। সে কি? এর অর্থ?

কৌটিল্য। অর্থ? আমার মেয়ে কোথায়—গায়ত্রী কোথায়?

চন্দন। গায়ত্রী কোথায়, আমি তার কি জানি ব্রাহ্মণ?

কৌটিল্য। তুমি জান না? বিয়ের রাত্রে সে পালিয়ে গেল তোমার জন্য নয়?

চন্দন। ওঃ!

তবে নাই—নাই—নাই সে আমার,
নিভিয়া গিয়াছে দীপ,
জ্বলিবে না আর।
কি করিলে নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ!
কোন্ প্রাণে সোনার প্রতিমা
সলিলে দিয়াছ বিসর্জ্জন?

দুর্লভ। খুন করবো—মাথার খুলি ওড়াবো। ব্যাটা ছোটলোক! আমার স্ত্রীর জন্য তুই কাঁদ্‌বার কে?

কৌটিল্য। মার না ছাই! ও ব্যাটাই তো যত নষ্টের গোড়া।

দুর্লভ। তবে এই ম'লি—[যষ্টি তুলিল।]

চন্দন। খবরদার!

দুর্লভ। [কম্পিতকণ্ঠে] তো—তো—তোকে আমি ভয় করি? ব্যাটা ছোটলোক!

চন্দন। চুপ্!—দূর হও!

দুর্লভ। আমি দে—দেখে নেবো, তোর মাথা যদি না নিই তো আমি বা—বামুনের ছেলেই নই। [প্রস্থান।

কৌটিল্য। [স্বগত] না বাবা, যঃ পলায়তি, স জীবতি।

[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দন। [পথরোধ করিয়া] কোথা যাও নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ? তোমায় আমি ছাড়বো না। বুঝিয়ে যেতে হবে আমায়, কি করেছ তার?

কৌটিল্য। তা—তা, বাবা চন্দন—

চন্দন। [হস্তধারণপূর্ব্বক] বল, কি করেছ তার? কোথায় ফেলেছ আমার সোনার প্রতিমা? বল—শীঘ্র বল!

কৌটিল্য। সে যে পালিয়েছে বাবা!

চন্দন। মিথ্যা কথা; তুমি তাকে হত্যা করেছ। হয় তো আমার জন্য তার চোখে এক বিন্দু জল ঝরেছিল—হয় তো আমার কথা মনে ক'রে সে একটা নিঃশ্বাস ফেলেছিল, তাই তাকে গলা টিপে মেরেছ। শূদ্র তাকে স্পর্শ করেছে, এই পাপ তার মৃত্যু দিয়ে ধৌত করেছ।

কৌটিল্য। না বাবা!

চন্দন। কি কর্‌বো তোমায় ব্রাহ্মণ? এসেছিলাম মৃত্যুর গ্রাস থেকে তোমাদের রক্ষা কর্‌তে,—ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমায় খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে পথে ঘাটে ছড়িয়ে দিই।

কৌটিল্য। বাবা! পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি, তাকে আমি হত্যা করি নি।

চন্দন। তবু সে নেই! কি কর্‌লে—কি কর্‌লে ব্রাহ্মণ! না, যাও; মমতার শেষ গ্রন্থিটাও ছিঁড়ে ফেলেছ, আর কারও মুখ চাইবো না। এক দিন সুখে নিদ্রা যাও, কাল প্রভাতে তোমার গৃহ—ঐ অভিজাত্যের নরক ধূলিসাৎ ক'রে ফেল্‌বো; আর দ্বারকা ত্যাগ কর্‌বার পূর্ব্বে তার দেখা যদি না পাই, তবে এই বর্শা তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দেবো। [প্রস্থান।

কৌটিল্য। [স্বগত] উচ্ছন্ন যাবে বেটা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রৈবতক-গুহামুখ।

জরার প্রবেশ।

জরা। চন্দনের মুখে বেদ, উপনিষদ, চণ্ডী একে একে সবই শুন্‌লুম। সবাই বল্‌ছে শ্রেষ্ঠ আর্য্য, নিকৃষ্ট এই অনার্য্যজাত। ব্রাহ্মণ চলেছে আগে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য তার দুই পার্শ্বে, আর শূদ্র রয়েছে তার পেছনে। কেউ বল্‌ছে না যে, শূদ্রও মানুষ; তার জীবন-মরণ পরের জন্য, নিজের বল্‌তে তার কিছু নেই। ওঃ! কতকাল ধ'রে চ'লে আস্‌ছে এ অত্যাচার, কেউ একটা প্রতিবাদও কর্‌ছে না। এরই নাম ধর্ম্ম-রাজ্য? শূদ্রকে আমি উন্নতির চরম শিখরে তুল্‌বো।

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। এই কি তার পথ জরা?

জরা। কে—কে? চক্ষুকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না যে! এও কি সম্ভব? আমার কাছে এমন সময়ে রাজ-অতিথি!

বসুদেব। রাজ-অতিথি হ'লেও তোমার কাছে আমি শুধু পিতা।

জরা। মিথ্যা বোঝাচ্ছ আর্য্য! আমার পিতা নেই; আগ্নেয়গিরির তপ্ত নিঃস্রাবের সঙ্গে আমি বিধাতার খেয়ালে বেরিয়ে এসেছি। নদী দিয়েছে জল, বনদেবী দিয়েছে ফল, রোগ শোকে শিয়রে ব'সে বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছে সর্ব্বসন্তাপহারিণী বিশ্বপ্রকৃতি।

বসুদেব। জরা—!

জরা। একদিন ভুলে পিতা ব'লে ডেকেছিলুম; ভেবেছিলুম যে, বিরাট বনস্পতির তলে হাজার পথিক এসে আশ্রয় পায়, আমার কি স্থান সেখানে হবে না? সে যে কত বড় মিথ্যা আশা, তা তুমি বুঝিয়ে দিয়েছ। বেশ দেখ্‌ছি আজ, ক্ষত্রিয় শূদ্রে কি ব্যবধান। এ ব্যবধান তোমরা ঘুচাতে দেবে না; তুমি মহামানী রাম-কৃষ্ণের জনক।

বসুদেব। রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে তোমার নামটাও যে যুক্ত রয়েছে জরা!

জরা। কেমন ক'রে বিশ্বাস করবো আর্য্য? কত প্রভেদ এই দু'য়ের মধ্যে। তোমার রাম-কৃষ্ণ এই সময়ে সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যাচ্ছে, শত শত দাস-দাসী তাদের কানে ঘুমপাড়ানীর গান গাইছে, আর আমি কোথায়? ঐ দেখ, আমার প্রাণাধিক প্রিয় ভাই বন্ধুরা গুহার মধ্যে কঙ্কর-শয্যায় প'ড়ে আছে—সর্ব্বাঙ্গে তাদের কাঁটার মত কাঁকর ফুটছে, যেন এ পৃথিবী তাদের নয়।

গীতকণ্ঠে শূদ্র বালকগণের প্রবেশ।

বালকগণ।—

গীত।

মোদের তরে নয় রে ধরা আমরা ধরার অতিথি।
সবাই শুধু ঐ কথা কয় চরাচরের এই রীতি।
বনতরুর সুধাফলে, নীল সায়রের শীতল জলে,
তোমারই নাম শুধুই লেখা পাখীর মুখে এই গীতি।
স্পর্শ মোদের গরলমাখা, বুকে বুঝি আগুন ঢাকা,
দূর থেকে তাই মুখ ফিরিয়ে ফাঁকা কথায় দেখাও প্রীতি

জরা। বুঝেছিস্ যদি,—তবে আর নীরবে সহ্য করিস্ নে। ওদের বুঝিয়ে দে যে, পৃথিবীটা শুধু ওদের নয়; তোদেরও এতে সমান

অধিকার। যা—আজ রাত্রির মত নিদ্রা যা, কাল সূর্য্যাস্তের সঙ্গে কে কোথায় থাক্‌বি, কে জানে?

[বালকগণের প্রস্থান।

বসুদেব। ওদের আর ক্ষেপিও না জরা! অনেক দিনের চেষ্টায় কৃষ্ণ পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেছে, তুমি আর অশান্তির আগুন জ্বালিও না।

জরা। তবে আমাদের প্রাপ্য অধিকার দাও।

বসুদেব। তাই দেবো জরা! যে ভাবে হোক্, আমি তোমায় দ্বারকার প্রাসাদে স্থান দেবো।

জরা। আমায় দিতে হবে না, নিজের জন্য আমি এক কণা ভূমিও চাই না; আমার ঐ অনার্য্য ভাইদের রাম-কৃষ্ণের সঙ্গে সমান আসন চাই।

বসুদেব। তা কেমন ক'রে হয় জরা?

জরা। না হয়, জোর ক'রে আদায় কর্‌বো।

বসুদেব। জরা! জরা! কথা শোন; আমি তোমার পিতা, আমার অনুরোধ, যুদ্ধে বিরত হও। জীবনে অনেক তাপ সয়েছি, কারাবাস, অনাহার, কশাঘাত অনেক সয়েছি, কিন্তু চোখের উপর এই জ্ঞাতিহত্যা যে দেখ্‌তে পারি না। জরা! যুদ্ধের সঙ্কল্প ত্যাগ কর।

জরা। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, অনুরোধ রাখ্‌তে পার্‌লুম না। আমায় অপরাধী ক'রো না পিতা, আমি অক্ষম। জ্ঞাতিহত্যার আশঙ্কায় নিশীথ রাত্রে আমার কাছে ছুটে এসেছ তুমি,—মলিনমুখে আমার কাছে মিনতি জানাচ্ছ, আমি পাষাণ হ'য়ে তোমায় ফিরিয়ে দিচ্ছি; আজীবন এই শেল আমার বুকে বিদ্ধ হ'য়ে থাক্‌বে।

বসুদেব। অনুরোধ রাখ্‌বে না জরা?

জরা। পিতা! একটা জাতির গুরুভার আমার মাথায়। এখানে কোন কর্ত্তব্য টেকে না—কোন মমতার এখানে স্থান নেই। তবে একটা উপায় আছে; যদি পার, দুই দিক রক্ষা পাবে।

বসুদেব। কি? কি?

জরা। আমাকে হত্যা কর—নিঃশব্দে; প্রভাতে ওঠে ওরা আমায় না দেখে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে ফিরে যাবে।

বসুদেব। জরা! জরা! কে বলে তোমায় শূদ্র? তোমার হৃদয় দেবতার অধিষ্ঠান। হত্যা করবো তোমায়? পৃথিবীর বুক থেকে পারিজাত বৃক্ষ উপ্‌ড়ে ফেলে দেবো? না—যা হয় হোক্, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রে গেলাম।

[প্রস্থান।

জরা। পিতার আশীর্ব্বাদ এমন মধুর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকার রাজপ্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে উদ্ধব ও মুকুলের প্রবেশ।

গীত।

মুকুল।— (আমি) গোকুলে যাবো নাচিব রাখাল সঙ্গে।
উদ্ধব।— (আমি) বৃন্দাবনের পথের ধূলি মাখিব তাপিত অঙ্গে॥
মুকুল।— (আমি) শ্রীরাধার গলে অশ্রুতে গ'লে পরাবো তুলসীমালা,
উদ্ধব।— (আমি) চরণের রেণু চরণে মিশিয়া জুড়াবো প্রাণের জ্বালা;
মুকুল।— (আমি) যমুনার জলে করিব স্নান,
উদ্ধব।—(আমি) সেই কালো জলে কালারে খুঁজিতে দিব আত্মবলিদান,

[প্রস্থান।

[redacted]।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। মুকুল! এখানে কেন প্রিয়তম? চোখে জল! কাঁদ্ছিলি বুঝি?

মুকুল। না দাদু, একটা কথা ভাব্ছিলাম, তাই মন বড় কেমন কর্ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ। কি ভাব্ছিলে প্রিয়তম?

মুকুল। ভাব্ছিলাম—যার নামে যমুনাও উজান ব'য়ে যায়, তার রাজ্যেও আবার যুদ্ধ! হ্যাঁ দাদু, ওরা কেন যুদ্ধ কর্তে এলো? ওরা কে?

শ্রীকৃষ্ণ। একজন আমার ভাই—আর একজন তোমার পিতা।

মুকুল। আমার পিতা? কোথায় আমার পিতা?

শ্রীকৃষ্ণ। সেও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

মুকুল। কেন?

শ্রীকৃষ্ণ। আমায় বধ করবে।

মুকুল। তোমায়? না দাদু, আমি বধ করতে দেবো না—তোমায় আমি জড়িয়ে থাকবো; মারে যদি আগে আমায় মারবে, তোমায় আগে মারতে দেবো না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন দেবে না প্রণাধিক?

মুকুল। আহা, তুমি গেলে বাঁশী বাজাবে কে? তোমার বাঁশী যে বড় মিষ্টি, আমার অন্তরে বাইরে ওই বাঁশীর সুর দিনরাত বাজে।

গীত।

আমায় পাগল করেছে বনমালী।
(তোমার) মুরলীর গানে, কবে আনমনে,
আপনারে দিছি ডালি।
লতায় পাতায় জলে বাজে শুধু এই সুর,
আমার হৃদয়ে নামে মধুময় সুরপুর,
দিশেহারা হ'য়ে আমি, খুঁজি হে জীবনস্বামী,
নিশীথে নয়ন দু'টী জ্বালি।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] এই তো—এই তো মোর
আপনার জন। সম্মুখে আমার
অনন্ত সুধার সিন্ধু,
আমি খুঁজি বিশ্বময় পানীয়ের তরে।

কাল—কাল—মহাকাল !
বাজাও বিষাণ তব,
আনিয়াছি বৈষ্ণবের বলি ।
রক্ত-বেদী সাজা লো ধরণী,
কৃষ্ণের শোণিতস্রোত
পূতধারে ব'য়ে যায় এই ধমনীতে ।
বৈষ্ণবের এই রক্তে
যাদবের অশ্রুধারা মিশি
কুলধ্বংসী মহাবজ্র হইবে সৃজন,
শান্ত হও—শান্ত হও ধরা !

মুকুল। ও কি দাদু, তোমার চোখে ও কি দাদু ?

শ্রীকৃষ্ণ। মৃত্যুর ঢেউ এসে লেগেছে, আমায় বাঁচাতে পার্‌লি না মুকুল ! তোর পিতা আমায় নিতান্তই বধ করবে ।

মুকুল। কক্ষণো না ; আমি এখুনি গিয়ে বাবাকে ব'লে আস্‌ছি, আমার দাদুকে মেরো না, বাঁশী বন্ধ হ'য়ে যাবে—যমুনা আর উজান বইবে না। তবু যদি না শোনে, তব অস্ত্র ধর্‌বো ।

শ্রীকৃষ্ণ। ধর দেখি অস্ত্র—যাও তো যুদ্ধে প্রিয়তম আমার ! [অস্ত্র-দান] ভয় নেই বালক, মৃত্যু জীবের অনিবার্য্য পরিণাম। মরার মত মর্‌তে পার যদি, ইতিহাস কর্‌বে স্মৃতির পূজা—বনের বিহঙ্গ গাইবে জয়-গান। যাও বন্ধু—যাও ; যদুবংশের ঘৃতের দীপশিখা—কৃষ্ণের হৃদয় কুঞ্জের সুগন্ধি গোলাপ-কলি, যাও—যাও, তোমায় উৎসর্গ কর্‌লাম ।

মুকুল। তবে যাই—[প্রস্থানোদ্যোত]

শ্রীকৃষ্ণ। মুকুল। তবে দেখে নে পৃথিবীটা ; ওই আকাশ, ওই সূর্য্য, ওই সাগর ! মনে মনে ব'লে যা, সব দেখেছি—সব ভোগ

করেছি; আমি তৃপ্ত—আমি কৃতার্থ। হে বসুধা! তুমি ভারমুক্ত হও; তব প্রিয়ার্থং জীবনং প্রিয়ং মে দদানি—দদানি।

মুকুল। দদানি।

শ্রীকৃষ্ণ। বল্‌বার কিছু নেই?

মুকুল। না।

শ্রীকৃষ্ণ। কি দেখ্‌ছ মুকুল?

মুকুল। আলো—শুধু আলো!

শ্রীকৃষ্ণ। কাল! কাল! মহাকাল! বলি নাও—বৈষ্ণবের বলি। [মুকুলের বুকে হাত দিয়া] ওঁ শিবায়, ওঁ শিবায়, ওঁ শিবায়!

বেগে জাম্ববতীর প্রবেশ।

জাম্ববতী। [সত্রাসে] ও কি, ও কি বাসুদেব? তোমার চোখে একটা ক্রূর অভিসন্ধি দেখ্‌ছি। আবার কার ধ্বংসের কল্পনা কর্‌ছ বাসুদেব? আমার বুকের মধ্যে এমন কর্‌ছে কেন? যেন একটা ভীষণ অমঙ্গল আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আস্‌ছে। কি করেছ? কি মন্ত্র আওড়েছ, বল?

শ্রীকৃষ্ণ। মুকুল!

জাম্ববতী। ওকি, অমন বিলোল কটাক্ষে ওর পানে তাকাচ্ছ কেন? তোমার সম্মোহন দৃষ্টিতে এ শিশু যে সর্পকবলিত মণ্ডুকের মত অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে। ওর হাতে অস্ত্র কেন? কোথায় পাঠাচ্ছ ওকে?

শ্রীকৃষ্ণ। যুদ্ধে পাঠাচ্ছি মহিষী!

জাম্ববতী। যুদ্ধে পাঠাচ্ছ, না কালের কবলে পাঠাচ্ছ? আমি যেতে দেবো না; আমার সবই তো গেছে, এই একটি মাত্র আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিও না—দিও না বাসুদেব!

শ্রীকৃষ্ণ। উৎসর্গ করেছি। [মুকুলকে ইঙ্গিত করিলেন।]

[অলক্ষ্যে মুকুলের প্রস্থান।

জাম্ববতী। কি করেছ? উৎসর্গ? কাকে—কাকে? তোমার ও কিসের হাসি? ও যে সেই, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যাবার দিন যা দেখেছিলাম। হায় পাষাণ! এত ফুল-চন্দন দিচ্ছি, তবু তুমি গল্‌বে না? ওগো নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার স্বর্গ থেকে একবার মর্ত্ত্যে নেমে এস! দেখ, কত ব্যথা এ বুকের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের আপন যারা, তারাই তো ব্যথা সয় মহিষী!

জাম্ববতী। আর সইতে পারি না গো, আমার সব যে যায়!

শ্রীকৃষ্ণ। রাণী!

জাম্ববতী। দেবো না—আমার হারানিধির স্মৃতিটুকু আমি কাউকে দেবো না। কোথায় গেল? সব শেষ। নিষ্ঠুর! তোমার কি একটুও মায়া নেই?

শ্রীকৃষ্ণ।　　মায়া? রাণী!
মায়ায় হয়েছে কবে দশের কল্যাণ?
মায়া যদি থাকিত আমার,
গোকুলের বক্ষোপরে কে হানিত
বাজ? কুরুক্ষেত্র-রণানল
কে জ্বালাতো এ ভারতভূমে?
মায়াঘোরে আচ্ছন্ন দ্বারকা,
তাই হৃদে বড় ব্যথা বাজে।
এই মায়া পাপেরে করেছে ক্ষমা,
দুগ্ধদানে বাড়ায়েছে ভুজঙ্গের বিষ;
তাই তো আসিতে হয়,

বারে বারে স’হি তাই ত্রিতাপের জ্বালা।
“যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত,
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।”

জাম্ববতী। বাসুদেব! আমার সব নিলে?

শ্রীকৃষ্ণ। দিতে পারে ক’জন সংসারে?
কৃষ্ণের আপন যারা তারাই তো দেয়,
বিশ্ব নেয় অঞ্জলি পূরিয়া।

জাম্ববতী। তোমার রাজপুরীতে যোদ্ধা কি ছিল না যদুবর?

শ্রীকৃষ্ণ। ছিল রাণী, কিন্তু শাম্বের ঐ উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

জাম্ববতী। [সাশ্চর্য্যে] শাম্ব?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ রাণী! সেও বিপক্ষে যোগ দিয়েছে, তাই এ যোদ্ধা পাঠিয়েছি।

লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। বেশ করেছ বাসুদেব! পৃথিবী তোমার নিন্দা করবে, কিন্তু আমি করবো না। [জাম্ববতীর প্রতি] কেন ভয় পাচ্ছ মা? পুত্রের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ! জরা চায় পুত্রের অধিকার, তোমার পুত্র চায় পুত্রের অধিকার, আমার পুত্রই বা বাদ যাবে কেন? জয় হবে, শত্রুর অস্ত্র ছিনিয়ে আনবে সে। বেশ করেছ বাসুদেব! তোমার চোখের ঐ ক্রূর দৃষ্টি আমি চিনি, খাণ্ডবের আগুন—খাণ্ডবের আগুন!

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] কি ভাগ্যবতী আমি! পুত্র দেশ-দ্রোহী—পুত্রবধূ উন্মাদিনী—একটা স্নেহের পুতুল, সেও আজ কালের কবলে। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। কালের তোরণ-দ্বার খুলিয়া দিয়াছে ওই,
সম্মোহনে চলিছে যাদবগণ।
এস কলি! দ্বাপরের হ'লো
অবসান। বাজ্ রে বিষাণ!
হে প্রভাস!
প্লাবনে ছুটিয়া এস ভৈরবে নাচিয়া,
তৃপ্তোঽহং—তৃপ্তোঽহং—তৃপ্তোঽহং।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে শুক ও সারীর প্রবেশ।

গীত।

সারী।— ও প্রিয়তম! ও প্রিয়তম! কেন তোর চোখ দু'টী ছল্‌ছল্?
শুক।— রক্তমাখা সোনার খাঁচায় অতিষ্ঠ প্রাণ পালাই চল্॥
সারী।— আমার বাঁধিয়া রেখেছে ডানা,
মায়ার নিগড়ে দ্বারকার ঘরে—
শুক।— মিছে কথা তোর, না—না;
সারী।— (আমি) দ্বারকার দুঃখে কাঁদি গো,
(আমার) নয়ন গিয়াছে ধাঁধি গো,
শুক।— তাই তো আমার বেদনায় শোকে বহিছে তপ্ত আঁখিজল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য ৷

রণস্থল।

সাত্যকি ও বলরাম।

বলরাম। আজ কতদিন যুদ্ধ চল্‌ছে সাত্যকি? স্মরণ আছে তোমার?

সাত্যকি। তা নেই; তবে বহুদিন।

বলরাম। ক্ষুদ্র অনার্য্যশক্তি এখনো তো নিঃশেষ হ'লো না সাত্যকি!

সাত্যকি। দীপ নিভে এসেছিল প্রভু, আবার জ্ব'লে উঠেছে।

বলরাম। কোন্ শক্তিতে?

সাত্যকি। দৈবশক্তিতে।

বলরাম। দৈব কি সাত্যকি? মানুষের কর্ম্মফল দৈবের রূপ ধ'রে আসে। নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে না। কর্ম্ম কর—বাহুবলে বিশ্বাস কর। শত্রুসৈন্য আজ মুষ্টিমেয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আমি এদের রণ-পিপাসা মেটাই, আর তুমি ওদের খাদ্যভাণ্ডার আক্রমণ কর। বুঝ্‌তে পেরেছি, ঐখানে ওদের জীবনীশক্তি।

সাত্যকি। আর হ'লো না দেব! যতই জ্ব'লে উঠ তুমি, জয়ের আশা আর নেই; বাণিজ্যের ভরা তরী কূলে এসে দাঁড়িয়েছিল, এইবার জলমগ্ন হবে।

বলরাম। সাত্যকি! তুমি কি বল্‌ছো?

সাত্যকি। দেখতে পাচ্ছ না প্রভু, কুমার শাম্ব শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে।

বলরাম। [সাশ্চর্য্যে] শাম্ব!

সাত্যকি। রাবণবংশ ধ্বংস হ'লো বিভীষণের শত্রুতায়, যদুবংশ

কর্পূরের মত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে এই শাস্বের জন্য। সুরার স্রোতে দেশটাকে ভাসিয়েছে, এইবার রক্তের স্রোতে জাতিটাকে ভাসাবে।

বলরাম। একবার আমার কাছে তাকে ডেকে আন্‌তে পার সাত্যকি? আমি জানি, আমার মুখের দিকে চাইলে তার হাত থেকে তরবারি খ'সে পড়্‌বে; যদি না পড়ে, আমি তার হাত ধ'রে বল্‌বো—

সাত্যকি। যে যাদবশক্তি দুর্ব্বল, তাকে ক্ষমা কর; বল্‌বে যে কৃষ্ণ অবিচার করেছে, আমি তা প্রত্যাহার কর্‌লাম। আমার জীবন থাক্‌তে তা হবে না প্রভু! শত্রুর সঙ্গে সম্ভাষণ হবে অস্ত্র দিয়ে—সজল চোখের করুণ দৃষ্টি দিয়ে নয়।

বলরাম। শত্রু কে সাত্যকি?

সাত্যকি। ওই শত্রু। জান না কি দেব! আপন যদি পর হয়, তার চেয়ে শত্রু আর নেই? ও অনার্য্যের চেয়েও পর।

বলরাম। ও যদি পর, তবে আমার আপন কে সাত্যকি? না, আমি একবার তার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো, দেখি—কেমন ক'রে সে অস্ত্রধারণ ক'রে থাকে।

[প্রস্থান।

সাত্যকি। যাও প্রভু—যাও; তুমি তার সম্মুখে দাঁড়াবার পূর্ব্বেই আমি তার ছিন্নমুণ্ড তোমায় উপহার দেবো।

সহসা চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। আগে আমার ছিন্নমুণ্ডটা নাও বীরবর, তারপর কুমারের দিকে হাত বাড়িও।

সাত্যকি। এখনো সাধ মেটে নাই শূদ্র?

চন্দন। না, মেটে নাই হীন ক্ষত্রিয়!

সাত্যকি। অস্পৃশ্য শূদ্র! যা—বেদ পড়্‌গে যা।

চন্দন। বেদ পড়া হয়েছে ক্ষত্রিয়! হীন ক্ষত্রিয় যাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে নি, শূদ্রের জিহ্বাগ্রে সে বেদ।

সাত্যকি। পশুজন্ম কৃতার্থ হ'য়ে গেল।

চন্দন। পশুজন্ম আমাদের না তোমাদের? ঐ দেখ—পশুত্বের চরম লীলা দেখ্‌তে পাচ্ছ, রাজকুমার শাম্ব অনার্য্যসেনার পুরোভাগে?

সাত্যকি। অনার্য্যধর্ম্মের এত যদি মহাত্ম্য, ত্যাগ কর ঐ জাতি-দ্রোহীকে।

চন্দন। ত্যাগ কর্‌বো না ক্ষত্রিয়! তার জাতি যদি বাহু বাড়িয়ে আসে, ফিরিয়ে দেবো এই দণ্ডে; প্রতিদানে চাই শূদ্রের পায়ে ক্ষত্রিয়ের পুষ্পাঞ্জলি।

সাত্যকি। স্তব্ধ হও মূর্খ!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

জরা ও বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। শাম্বকে ফিরিয়ে দে জরা!

জরা। তোমার হাতে? কেন রাম? তুমি যদি তার পিতৃব্য, আমিও তো তাই; কৃষ্ণ তোমারও যেমন ভাই, আমারও তেমনি ভাই।

বলরাম। জন্মসূত্রে ভাই হয় না রে জরা, কর্ম্ম দিয়ে ভাই হয়। ভাই ব'লেই চিনেছিস্‌ যদি, তবে তার রক্তপাত কর্‌তে কেন এলি?

জরা। কেন এলুম? জান্‌তে যদি রাম, কি দাহ এ অনার্য্যের মনে, তা হ'লে হাত থেকে তোমার অস্ত্র খ'সে পড়্‌তো। কৃষ্ণ সকলের, কিন্তু আমার ভাই হ'য়েও কেউ নয়—কারণ আমি শূদ্র। শোন রাম—শোন! আমার ভায়ের স্নেহ আমার ভোগে যদি না আসে, জগতকে

তা ভোগ করতে দেবো না। আমি থাক্‌বো উপবাসী, আর আমার চোখের উপর তোমরা অমৃত পান করবে? জরা তা সইবে না।

বলরাম। এ যে অদ্ভুত স্নেহ জরা!

জরা। দেখ্‌বি—দেখ্‌বি রাম, কৃষ্ণ আমার বুকের মধ্যে আছে কি না? আয়—যুদ্ধ কর্; মরি যদি, বুকটা চিরে দেখিস্।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শাম্বের প্রবেশ।

শাম্ব। নাচে ওই কাল-ভুজঙ্গিনী,
তাথৈ-তাথৈ নাচে প্রলয়-দেবতা,
সঙ্গে নাচে অট্টতালে প্রমথনিকর।
টলে পৃথ্বী, কাঁপে ব্যোম,
নৃত্য করে জলধির জল।
বিপ্লব—সৃষ্টিমাঝে মহান বিপ্লব;
নূতন আসিছে ওই ধীর পাদক্ষেপে,
পুরাতন মাগিছে বিদায়।
এই ধ্বংস—এই সৃষ্টি; মাঝে তার
অনল-অক্ষরে লেখা আমারি এ নাম।

সসৈন্য সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। চতুর্দ্দিক থেকে আক্রমণ কর, হত্যা কর দেশদ্রোহীকে।

[সৈন্যগণ একযোগে শাম্বকে আক্রমণ করিল।]

শাম্ব। সাত্যকি! পিশাচ!
এই কি রে বীর-ধর্ম্ম?

সাত্যকি। হত্যা কর, জাতিদ্রোহীকে বধ করতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই। নরক হয়, আমার হবে; হত্যা কর যদুকুল-কলঙ্ককে।

শাম্ব। সাত্যকি! তুমি না বীর? ওঃ—

সাত্যকি। নিঃশ্বাসের অবকাশ দিও না; হত্যা—নৃশংস হত্যা—

[নেপথ্যে সহসা বিরামসূচক তূর্য্যধ্বনি, সৈন্যগণ যে যে ভাবে ছিল, সেইভাবেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল।]

সাত্যকি। আজকের যুদ্ধ শেষ; একদিনের জন্য বিশ্রাম নাও পাষণ্ড!

[শাম্ব ব্যতীত সকলের প্রস্থান

শাম্ব। শমীক! তুমি জয়ী—তুমি জয়ী।

[টলিতে টলিতে প্রস্থান

গীতকণ্ঠে ধ্বংসসঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

ধ্বংসসঙ্গিনীগণ।—

গীত।

রক্ত-নদীর ঢেউ বয়ে যায় চুমুক্ দে সই, চুমুক্ দে।
উগ্‌রে দে যা ব্যাধির বিষ স্বপ্নপুরীর সুমুখ দে'।
কালবোশেখী নাড়্‌ছে ডানা ঝাপ্‌টা মারে শকুন বাজ,
পেঁচক ডাকে শেয়াল হাঁকে বাজায় শিঙ্গা ধ্বংসরাজ,
দে দোল্ দোল্—দে দোল্ দোল্,
তোল উতোল সিংহরোল,
ধ্বংসরাজের ধ্বংস ছাড়া নইলে হবে বিমুখ সে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

পর্ব্বত-সানুদেশ।

রক্তাক্তকলেবর অবসন্ন শাম্বের প্রবেশ।

শাম্ব। শেষ! জাতিদ্রোহিতার শেষ—কুলকলঙ্কের শেষ—বুকফাটা বেদনার শেষ! রাক্ষসী মা! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্; কৌরবদুহিতা! তুমি শান্তিতে ঘুমোও। ওঃ, জ্বালা—জ্বালা! [পতনোন্মুখ হইল।]

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—[শাম্বকে ধরিয়া]

গীত।

ফিরে আয়—ফিরে আয়।
স্বপন-রচা স্মৃতিঘেরা আপন ঘরের আঙিনায়॥

শাম্ব। কেউ তো আমায় চায় না উদ্ধব!

উদ্ধব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ভরা জগতের বঞ্চিত ধন, মায়ের তুমি শ্রেষ্ঠ রতন,
পিয়াসে আর ঘুরিস্ নে রে মরুভূমির মরীচিকায়।

শাম্ব। কেন ঘুরি, যদি জান্‌তে উদ্ধব!

উদ্ধব।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

মলিন আঁখির অশ্রুজলে, যাবে রে সেই পাষাণ গ'লে,
ব'য়ে যাবে উজান ওরে শ্যামের হৃদি-যমুনায়॥

শাম্ব। উদ্ধব! উদ্ধব! তুমি কাঁদ্‌ছ—আমার জন্য? না—না, অশ্রু মু'ছ ফেল, আমার জন্য আমি কাউকে কাঁদ্‌তে দেবো না; আমি যাদবের কুলকলঙ্ক—পিতামাতার পরিচয়ের গ্লানি। ওঃ—উদ্ধব! আমার এই বুকটা চিরে যদি দেখাতে পার্‌তাম, দেখ্‌তে, এর মধ্যে একটা কত বড় মানুষ ছিল, কেউ তাকে চাইলে না।

উদ্ধব। কুমার

শাম্ব। যাও—যাও, তোমার ঐ দরবিগলিত অশ্রু ধারায় ধারায় শ্রীকৃষ্ণের পায়ে ঢাল, স্বর্গ হাতে পাবে। আমি তো কুলাঙ্গার, আমার জন্য একটা নিঃশ্বাসও ফেলো না। আমি মরি, মৃত্যুই আমার একমাত্র গতি।

গীতকণ্ঠে দুন্দুভির প্রবেশ।

দুন্দুভি।—

গীত।

ওঠো জাগো বীর, ধর ধনু তীর,
চল অরিশির দলনে।
জাগে সিন্ধুজল, জাগে শতদল,
জাগে রবি ঐ গগণে।

উদ্ধব। আবার তুমি? নিয়তি—নিয়তি।

[প্রস্থান।

দুন্দুভি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি বেঁধেছি যন্ত্র ফোটে নাই ভাষা,
সেধেছি মন্ত্র মিটে নাই আশা,
আমার যন্ত্রে দাও দাও বোল,
আমি ডুবে যাই সুর-স্বপনে।

শাম্ব। আমি যে মরতে চলেছি!

দুন্দুভি।—

পূর্ব্ব গীতাংশ।

আমি হিমাচল হ'তে আনিব হে প্রিয়,
মৃতসঞ্জীবনী ওষধি অমিয়,
বিজলীর আভা ঢালিব তোমার অলস-মদির নয়নে।

[প্রস্থান।

শাম্ব। মৃত্যুর ঐ ঘনকৃষ্ণ যবনিকা কে যেন দু'হাতে আঁকড়ে ধ'রে আছে। কে—কে তুমি? যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ? কেন পাষাণ? আমার বুকের রক্ত নিঃশেষে শুষে নিয়েছ, তবু আমায় বাঁচতেই হবে? এ কি অভিনয় বাসুদেব? তোমার মহাযজ্ঞে কি আহুতি দেবো আমি? কি আছে আমার? যদি কিছু থাকে, বল—বল, নিঃশেষে অঞ্জলি দিয়ে যাই।

কলির প্রবেশ।

কলি। অঞ্জলি দিতে হ'চ্ছে না চাঁদ, ইষ্টনাম জপ কর; সাত্যকি এলো ব'লে।

শাম্ব। সাত্যকি? আবার দ্বারকায় হস্তিনার অভিনয়? আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি। বৈদ্যরাজ! আমার হাত ধ'রে ঐ রণক্ষেত্রের মাঝখানে নিয়ে যেতে পার? আমি আর একবার তাকে দেখ্‌বো।

কলি। আরে থাম বাবাজী! প্রাণের মায়া থাকে তো পালাও।

শাম্ব। পালাবো?

কলি। পালাবে বই কি? নইলে যাদবেরা তোমায় কেটে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ফেল্‌বে।

শাম্ব। কোন্ যাদব?

কলি। বাছ-বিচার নেই বাবাজী! যে প্রথমে দেখ্‌বে, সেই তোমায় শেষ কর্‌বে।

শাম্ব। তবে আমারও এই পণ, আজ যদুবংশের যাকে প্রথম দেখ্‌বো, তাকেই এই তরবারি দিয়ে নৃশংস মৃত্যু দেবো। [তরবারি উন্মুক্ত করিয়া অগ্রসর।]

সহসা মুকুলের প্রবেশ।

মুকুল। বাবা!

শাম্ব। [কম্পমান হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল।] একি—একি! স্বপ্ন না জাগরণ?

কলি। জাগরণ।

শাম্ব। কি কর্‌লাম—কি কর্‌লাম বৈদ্যরাজ? আমার মুখের ভাষা রক্তপায়ী রাক্ষসের মত আমাকেই যে গ্রাস করতে এসেছে। ওগো সর্ব্বসাক্ষী বিধাতা, এ তোমার কি নিষ্ঠুর পরিহাস? এ যে জীবন্তে মৃত্যু। কি করি আমি বৈদ্যরাজ?

কলি। পণরক্ষা।

শাম্ব। পণরক্ষা? এই অস্ফুট গোলাপকে নখাঘাতে ছিন্ন ক'রে পণরক্ষা! এ আমার কে জান?

কলি। যেই হোক্, ক্ষত্রিয় পণরক্ষার জন্য জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেয়। আজ যদি তুমি ক্ষত্রিয়ের সে গৌরব দু'পায়ে দ'লে যাও, বুঝ্‌বো দ্বারকার ক্ষত্রিয় শূদ্রেরও অধম। [প্রস্থান।

শাম্ব। ব'লে দাও ঈশ্বর—আমায় ব'লে দাও, মুখের কথাটাই কি এত বড়, অন্তরের ভাষাটা কি কিছুই নয়?

মুকুল। বাবা!

শাম্ব। বৎস! স্নেহের দুলাল আমার! এ আমায় কি মহা সমস্যায় ফেল্‌লি তুই? আমি সব বিসর্জ্জন দিয়ে অনায়াসে চ'লে এসেছি, সঙ্গে কিছুই আনি নাই, শুধু এই বুকের মধ্যে তোর মুখখানা লুকিয়ে নিয়ে এসেছি; তাও ছিনিয়ে নিবি? বল্—বল্, ওরে দুর্জ্জয় শত্রু, কি করেছি আমি তোদের?

মুকুল। তুমি যে আমার দাদুকে মার্‌তে চলেছ!

শাম্ব। কাউকে মার্‌বো না, আমি নিজেকে হত্যা ক'রে তোদের সব শত্রুতার কণ্ঠরোধ ক'রে যাবো। নে—অস্ত্র নে, আমার এই বক্ষে আমূল বিদ্ধ ক'রে তুই পালিয়ে যা।

মুকুল। বাবা—বাবা! [তরবারি ফেলিয়া বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িল।]

শাম্ব। আবার—আবার! আঃ, একি শান্তি! আমার বঞ্চিত জীবনের লক্ষ বেদনার এক মুহূর্ত্তে সমাধি! ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরের মাণিক, আমি তোকে কোথায় লুকিয়ে রাখি বল্? [পুনঃ পুনঃ চুম্বন।] না—না, সর্—সর্, পুড়ে যাবি। চিরভাগ্যহীন আমি, আমার আবার এক মুহূর্ত্তের সুধার আস্বাদ কেন? বেশ ছিলাম, কেন এলি তুই? এ মৃত্যুর গহ্বরে কে পাঠালে তোকে মুকুল?

মুকুল। দাদু—

শাম্ব। জানি, সে নিষ্ঠুর আমার এতটুকু সম্বল রাখ্‌বে না; তার মহাযজ্ঞে আমায় দিতে হবে পূর্ণাহুতি—তোর ছিন্ন শির। বুঝেছি হে চক্রী! ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে তোমার সুভদ্রা পুত্রকে সপ্ত মাতঙ্গের পায়ের তলায় পিষে মেরেছে, আমায় নিজের হাতে এই নবনীত-কোমল দেহ স্কন্ধচ্যুত করতে হবে। তাই হোক্, বাহুর শক্তি দিয়ে তোমার পূজা করতে পারি নাই, পূজা করবো প্রাণ দিয়ে—আত্মা দিয়ে। যুদ্ধ

কর্‌তে এসেছ মুকুল? অস্ত্র নাও। এমন যুদ্ধ কেউ দেখে নাই; পৃথিবী ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠ্‌বে—দেবতারা ভয়ে মূর্চ্ছিত হবে, তবু পণরক্ষা।

মুকুল। কিসের পণ বাবা?

শাম্ব। রাক্ষসের পণ। যে যাদব আজ প্রথম আমার সম্মুখে আস্‌বে—

মুকুল। তাকে বধ কর্‌বে? তবে তাই কর। দুঃখ ক'রো না বাবা! অযোধ্যার রাম পিতার জন্য বনে গিয়েছিল, আমি তোমার জন্য এই তুচ্ছ প্রাণটাই দিলাম। [বুক পাতিয়া বসিল।] বাবা! বাবা! মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন?

শাম্ব। ওরে, আমি কি নিষ্ঠুর—আমি কি নিষ্ঠুর!

মুকুল। না বাবা! আমি যে তোমার চোখে কতবার জল দেখেছি। যে যাই বলুক্, আমি জানি—তুমি স্নেহের সাগর।

শাম্ব। তবে পালা; পণরক্ষার চেয়েও তোকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।

মুকুল। তোমার কর্ত্তব্য যদি আমাকে রক্ষা করা, আমার কর্ত্তব্য তোমার সত্যরক্ষায় প্রাণ দেওয়া। শুনেছি, পিতা-পুত্রের অধিকার নিয়েই এ যুদ্ধ। তোমারা সবাই গলা টিপে পিতার স্নেহ নিতে চাও, আমি চাই নিজের মাথা উপহার দিয়ে পিতার আশীর্ব্বাদ।

শাম্ব। তবে অস্ত্র ধর সন্তান! দেখি কার কর্ত্তব্য সফল হয়।

মুকুল। আগে তোমায় প্রণাম ক'রে নিই। [প্রণাম] বাবা! একটা ভিক্ষা দাও, আমার মৃত্যুতেই যেন তোমার এই বিদ্রোহের শেষ হয়। আমার দুঃখিনী মাকে যদি পার ভুলিয়ে রেখো, আর আমার দাদুকে—[বামহস্তে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল] এস।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

জরার প্রবেশ।

জরা। বাঃ—বাঃ, অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমি চাই পিতার কাছে পুত্রের অধিকার, শাম্ব চায় পুত্রের অধিকার, তার ছেলে মুকুল—সেও এনেছে সেই দাবী। চালাও অস্ত্র, বহাও রক্তধার, ভাসিয়ে দাও ধরণী। কেঁদে নয়, ভিক্ষা চেয়ে নয়, অধিকার নেবার এই পথ। সাবাস্ ছেলে! যে স্নেহ তোব ভোগে এলো না, তার গলা টিপে মার্। অপূর্ব্ব দৃশ্য!

চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। অপূর্ব্ব দৃশ্য? নিষ্ঠুর! পিতা-পুত্রের ঐ পৈশাচিক সঙ্ঘর্ষ চেয়ে চেয়ে দেখ্ছো আর আনন্দে নৃত্য কর্ছো? তুমি মানুষ না রাক্ষস?

জরা। মানুষ। বিশ্বাস কর্ছো না? সত্য বল্ছি; দেখ, আমার রক্ত ওদেরই মত রাঙ্গা। [সহসা বাহুর এক স্থানে দংশন করিয়া রক্ত বাহির করিল।]

চন্দন। ওঃ—তুমি কি সর্দ্দার?

জরা। চুপ! দেখ, কি অপূর্ব্ব সঙ্ঘর্ষ!

চন্দন। নিবারণ কর; এ পৈশাচিক দৃশ্য আমি আর সহ্য কর্তে পার্ছি না। নিবারণ কর সর্দ্দার—নিবারণ কর।

জরা। না।

চন্দন। না? তুমি না পার, আমি যাচ্ছি।

জরা। সাবধান যুবক! একটা নিঃশ্বাস ফেলো না। এ যুদ্ধের মূল মন্ত্র এই, বাধা দিও না।

চন্দন। বাধা দেবো না? এই অন্যায় যুদ্ধ—

জরা। অন্যায় যুদ্ধ? শূদ্রের ছেলে ভদ্রের মুখোস পরেছ; ঐ

অসার শাস্ত্রগুলো নিংড়ে একটা বচন শিখে নিয়েছ, যার কোন অর্থ নেই। যুদ্ধ আবার ন্যায় হয়েছে কবে? অন্যায়ের উপর এর প্রতিষ্ঠা, অন্যায়েই এর পুষ্টি।

চন্দন। বাঃ সর্দ্দার! অনধিকারীর কাছে শাস্ত্রের এই দুর্দ্দশাই হয়। ঐ গৃহভেদী বিভীষণকে যে দিন আদর ক'রে অভ্যর্থনা করেছ, সেই দিনই জানি অন্যায়ের ভিত গ'ড়ে উঠ্‌লো। সর্দ্দার! আমি আবার বল্‌ছি, শাম্বকে ত্যাগ কর; বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য নিয়ে আমরা জয়ী হ'তে চাই না।

জরা। ওহে, এর নাম রাজনীতি। ত্রেতায় রামচন্দ্র কি করেছিল?

চন্দন। ও দৃষ্টান্ত মাথায় থাক্‌ সর্দ্দার! আমি দাঁড়াতে চাই আমারই বিবেকের উপর, কারও দৃষ্টান্তের উপর নয়।

রক্তাক্তহস্তে শাম্বের পুনঃ প্রবেশ।

শাম্ব। না, দৃষ্টান্তের উপর নয়; আমিও দাঁড়িয়েছি নিজের বিবেকের উপর। এ দৃষ্টান্ত পুরাণে ছিল না, ইতিহাসে ছিল না, কোন কবির কল্পনায় জাগে নি! ওঃ, এত রক্ত একটা শিশুর দেহে!

চন্দন। কি ক'রে এলে তুমি শাম্ব?

শাম্ব। পুত্রহত্যা।

জরা। এঃ, তুমি মরতে পার্‌লে না মূর্খ? আমি যে কল্পনার শাস্ত্র গড়েছি, তাতে তোমারই যে মর্‌বার কথা।

শাম্ব। তবু মরি নাই; সে আমায় মর্‌তে দিলে না, মৃত্যুর সমস্ত বিষ একাই পান কর্‌লে। ওঃ, সে কি মৃত্যু! কি করুণ—কি ভীষণ! ছিন্ন মুণ্ডটা তেমনি বিলোলদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো। ওরে, কোথা যাবো আমি, কি কর্‌বো? হা মুকুল! মুকুল আমার!

চন্দন। সর্দার! আমি এ যুবককে হত্যা ক'রে এই অন্যায় যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ত করবো। [অসি নিষ্কাশন] বাধা দিও না, আমি সেনাপতি; রণনীতির অবমাননা যেই করুক্, আমি তাকে হত্যা করবো।

শাম্ব। কর—কর, কর হত্যা। যে মৃত্যু আমার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তার কণ্ঠচ্ছেদ কর। হা মুকুল! হা মুকুল! না—না, একটা কাজ বাকি, তারপর—তারপর।

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

চন্দন। আমি হত্যা করবো—[অনুসরণোদ্যত]

জরা। তুমি হত্যা করবার কে?

চন্দন। আমি সেনাপতি।

জরা। তবু আমার হাতে গড়া; ও অস্ত্রখানা আমিই তোমায় দিয়েছিলুম।

চন্দন। [অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া] ফিরিয়ে নাও; আমি সৈনাপত্য ত্যাগ করলাম, আমি যুদ্ধ করবো না।

জরা। তবে ঐ অস্ত্র তোমারই বুকে বিঁধবো।

চন্দন। একবার শক্তি পরীক্ষা হয় নি রাক্ষস? আবার পরীক্ষা করতে চাও? এস, বেঁধো—বেঁধো, দেখি কত ধার তোমার অস্ত্রে। [বক্ষ অনাবৃত করিয়া ধরিল।]

জরা। ও কি ও? বুকে ঐ ত্রিশূলচিহ্ন কিসের? আমি যে একটা শিশুকে জানতুম, তার বুকে অমনি ত্রিশূল ছিল। তুমি কে? কে তুমি যুবক?

চন্দন। এতদিন ছিলাম তোমার সেনাপতি, আজ হ'তে তোমার শত্রু।

[প্রস্থান।

জরা। শক্র! আঃ—সহসা একি হ'লো? একি উত্থান না পতন? দাঁড়াতে পার্‌ছি না, হাত থেকে অসি খ'সে পড়্‌ছে। চন্দন—চন্দন—

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

দ্বারকা—প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ।

উৎকর্ণভাবে যেন একটা দূরাগত সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। ওই সুর—ওই সুর!
মহাসিন্ধু অতল ভেদিয়া
অনলে অনিলে ব্যোমে
নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
গভীর ওঙ্কারে বাজে আবাহনী গান।
কার্য্য শেষ—দিবা অবসান,
কালের উদ্দাম স্রোত
স্থির শান্ত এতদিন পরে;
ওঠে তাই সঘনে ফুকারি ওই
বৈকুণ্ঠের শঙ্খ আর গোকুলের বেণু,
সমস্বরে আয় আয় ব'লে।

গীতকণ্ঠে দেববালাগণের আবির্ভাব।

দেববালাগণ।—

গীত।

মোরা পথপানে রয়েছি গো চাহিয়া॥
সরস বসন্ত এল গেল কতবার,
পিউ-পিউ ডেকে গেল পাপিয়া॥
ধূলায় লুটায়ে আছে মঙ্গল শঙ্খ,
কমলা কমল ল'য়ে কাঁদে,
কমলনয়ন তুমি কি কমলমধু পিয়ে,
বাঁধিয়াছ আপনারে ফাঁদে,
ত্রিদশ মুকুটমণি, এস এস গুণমণি,
দ্বারে তব হেমরথ সাজিয়া॥

[কুসুমাঞ্জলি দিয়া অন্তর্দ্ধান

শ্রীকৃষ্ণ। দীর্ঘ শতবর্ষ পরে
ব্রজের বিদায়লীলা দ্বারকানগরে।
ভয় নাই—ভয় নাই,
হে মোর মানসী কন্যা!
তোরে আমি নিয়ে যাবো সাথে,
প্রভাসের প্লাবন বহায়ে
ধুয়ে দেবো পঙ্করাশি তোর ;
অনন্ত ভবিষ্যপট রহিবে জাগিয়া
শুধু স্বপ্নময় কল্পনায় ঘেরা।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। যদুপতি! যদুপতি! অনার্য্যসেনা নিঃশেষিত, সেনাপতি বন্দী।

শ্রীকৃষ্ণ। অনার্য্য-সেনাপতি বন্দী? আর জরা?

সাত্যকি। নিরুদ্দেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সন্ধান কর, তাকে আমার চাই।

সাত্যকি। শুধু তোমার নয় প্রভু, আমারও চাই। যে হাতে সে তোমার জন্য শর শাণিয়ে রেখেছে, তার সে হাতটা আমি সমূলে ছেদন করবো। আর ঐ অনার্য্য-সেনাপতি, যে তাদের বেদ উপনিষদ পড়িয়েছে—

প্রহরীসহ চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। তার জিহ্বাটা টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বে, কেমন?

সাত্যকি। যদুপতি! এই সেই বিদ্রোহীর গুরু।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই চন্দন? শুনেছি তোমার অসীম শক্তি; তবে তুমি আজ বন্দী?

চন্দন। বন্দিত্ব স্বীকার কর্‌লাম, তাই বন্দী। যে শক্তি নিয়ে পঙ্গু হ'য়ে গিরি লঙ্ঘন করতে চেয়েছিলাম, সে শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে, তাই এ হস্ত আর অস্ত্র ধরতে চায় না। বল, কি করবে আমার যদুবর?

সাত্যকি। আদেশ কর প্রভু! এ রাজদ্রোহীকে এক মুহূর্ত্ত বিশ্রাম দেবো না, এই দণ্ডে আমি এর ভবলীলা শেষ করবো। এ রাজনীতির মাথায় পদাঘাত করেছে, সমাজের গ্রন্থি ছিন্ন করেছে, তার

উপর যদুবংশের শত শত বীর এর তরবারিতে প্রাণ দিয়েছে; মৃত্যুই এর একমাত্র গতি।

চন্দন। তাই যদি যদুপতির অভিপ্রায় হয়, দাও আমায় সেই শাস্তি।

শ্রীকৃষ্ণ। শাস্তি? শাস্তি তোমায় দেবো চন্দন! অজ্ঞানতার তিমির গর্ভে যে মহার্ঘ্য মণি লুকিয়েছিল, তাকে তুমি বাইরে টেনে এনে লোক-চক্ষু ধাঁধিয়ে দিয়েছ; যে ক্ষুধিত আকাঙ্ক্ষা পাষাণ-বেষ্টনীর মধ্যে নিজের ধ্বংসগহ্বর রচনা কর্‌ছিল, তুমি তার স্রোতের অবরোধ খুলে দিয়েছ। তুমি রাজদ্রোহী—মহাপাপী, তোমার শাস্তি এই আলিঙ্গন—এই মুক্তি।

দুর্লভচাঁদের প্রবেশ।

দুর্লভচাঁদ। যদুপতি! আগে আমার অভিযোগের বিচার কর, তারপর মুক্তি দিও।

সাত্যকি। কে তুমি?

দুর্লভচাঁদ। গরীব ব্রাহ্মণ, দেখ্‌তেই পাচ্ছ। এই শূদ্র আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়েছে।

সহসা কৌটিল্যের প্রবেশ।

কৌটিল্য। আমি তার সাক্ষী; সে অভাগিনী আমারই কন্যা।

সাত্যকি। [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] তবু তুমি এই যুবককে মুক্তি দিতে চাও প্রভু? দ্বারকায় এই নিদারুণ অনাচার এরাই এনেছে। এরা একাধারে রাজদ্রোহী—সমাজদ্রোহী—মহাপাপী। বল—আদেশ দাও, ঘাতকের কর্ত্তব্যটা আমিই শেষ করি।

শ্রীকৃষ্ণ। চন্দন! তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ—

চন্দন। মিথ্যা।

কৌটিল্য ও দুর্লভ। মিথ্যা ?

সহসা দুর্গামণির প্রবেশ।

দুর্গামণি। হ্যাঁ, মিথ্যা। যদুপতি! ওকে মুক্তি দাও। সে আমার মেয়ে; আমি বল্‌ছি, এ নির্দ্দোষ।

কৌটিল্য। ব্রাহ্মণী!

দুর্গামণি। অনেক সয়েছি তোমার অত্যাচার, আর সইবো না। দিনের পর দিন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে যে ভালবাসা দু'জনের মধ্যে জল-বাতাসের মত ব'য়ে যাচ্ছিল, তুমি তাকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছ। একজনকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছ; আর একজনকে ধ'রে-বেঁধে ঐ পশুর সঙ্গে বেঁধে দিতে গিয়েছিলে, সে তোমার মনস্কামনা আধখানা পূর্ণ ক'রে বুঝি বা প্রভাসের জলে ঝাঁপ দিয়েছে। আর কেন পাষাণ? অনেক পাপ করেছ, নিজের দোষ অপরের কাঁধে চাপিয়ে আর পাপের মাত্রা বাড়িও না।

শ্রীকৃষ্ণ। এ কি সমস্যা সাত্যকি?

সাত্যকি। ব্রাহ্মণ! তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে যে এই যুবক তোমার কন্যাকে—

কৌটিল্য। হরণ করেছে; স্বচক্ষে দেখ্‌লাম। বাধা দিয়েছিলাম ব'লে আমার বাড়ী ঘর পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে নারী, যে এ যুবক নির্দ্দোষ?

দুর্গামণি। ঐ মুখখানি দেখে; আমি যে ওর প্রত্যেক রেখাটী চিনি যদুবর! জন্মের পর থেকে আমিই যে ঐ মুখে ধারায় ধারায় দুধ ঢেলে দিয়েছি। পৃথিবী একদিকে, আর আমি একদিকে; সবাই

প্রমাণ হাতে নিয়েও যদি ওকে দোষী বলে, তবু আমি বল্‌বো, এ আমার অকলঙ্ক চাঁদ।

চন্দন। এই তো মা—এই তো মা আমার। পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ, আমি ভ্রমের বশে অভিমানে ধূ-ধূকরা মরীচিকার পশ্চাতে ছুটে চলেছি; একবারও ভাবি নাই, স্নেহময়ী মা আমার সুধাভাণ্ড হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছে। কানে আমার মরণের আহ্বান বেজে উঠেছে, তবু দুঃখ নাই; এই স্মৃতিই আমার পাথেয়। এস মা! কাছে এস আমার—আমায় ঘিরে দাঁড়াও; মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার ভিক্ষাপাত্র তোমার আশীর্ব্বাদে ভ'রে দাও।

সাত্যকি। অভিনয় রাখ যুবক! তোমার কি বল্‌বার আছে, বল।

চন্দন। কিছু নেই; এই সুখস্বপ্ন না ভাঙ্গতে আমার মৃত্যু হোক্।

কৌটিল্য। দেখ্‌ছ কি যদুপতি! যুবক প্রকারান্তরে অপরাধ স্বীকার কর্‌ছে; এর মৃত্যুদণ্ড দাও। নিজের হাতে মানুষ করেছি, প্রাণে খুবই বাজ্‌বে; তার আর কি কর্‌বো? এ ন্যায় বিচার—কি বল বাবাজী?

দুর্লভ। হাঁ—হাঁ, ন্যায়-বিচার চাই!

সাত্যকি। অনার্য্য যুবক! সেই ব্রাহ্মণকন্যা কোথায়?

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! তুমি সারাজীবন সমুদ্রমন্থনই করেছ, অমৃত তুল্‌তে পার নাই। ন্যায়-বিচার কর্‌বো ব্রাহ্মণ? ন্যায়-বিচার যদি করি, তোমাদের স্থান হবে নরকে, আর ঐ শূদ্রের স্থান হবে স্বর্গের সিংহাসনে।

সাত্যকি। আপনি ভুল বুঝেছেন প্রভু! যুবকের স্থির গম্ভীর মুখখানা দেখে মনে করেছেন এ নির্দ্দোষ; কিন্তু আমি চিরকাল ব'লে এসেছি—আজও বল্‌বো, এদের অসম্ভব কিছু নেই; এরা শূদ্র।

সহসা গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। শূদ্র, কিন্তু ক্ষুদ্র নয়।

দুর্গামণি ও চন্দন। [সাশ্চর্য্যে] গায়ত্রী?

গায়ত্রী। আমি মরি নাই।

কৌটিল্য। কোথায় ছিলে?

গায়ত্রী। এই রাজপ্রসাদে; যে সমস্যার সূত্র আমার জীবনে জড়িয়ে দিয়েছ, তাকে ছিন্ন না ক'রে আমি মরতে পারি নাই।

দুর্লভ। আর মরে না, চল।

গায়ত্রী। কোথায় যাবো ব্রাহ্মণ?

দুর্লভ। স্বামীর ঘরে।

গায়ত্রী। কে স্বামী? যদুবর! ন্যায়-বিচার করতে বসেছ? আগে আমার বিচার কর। এক সরলা বালিকা শৈশব হ'তে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত একজনকে স্বামী ভেবে পূজা করেছে, পিতা মাতা তাতে ইন্ধন দিয়েছে, তারপর একদিন তারাই তাকে আর একজনের হাতে স'পে দিতে চেয়েছিল। অর্দ্ধেক বরমাল্য তার গলায় উঠলো, আর অর্দ্ধেক দেওয়া হ'লো না; অন্তর-দেবতার মৌন-আহ্বানে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো। বল, তার স্বামী কে?

দুর্লভ। বল, ধর্ম্মরাজ্য নামে না কাজে? আমি দেখ্‌তে চাই।

শ্রীকৃষ্ণ। তোমাদের কন্যা, তোমাদের মুখেই এ সমস্যার সমাধান হোক্। বল ব্রাহ্মণ! বল নারী! এর স্বামী কে?

কৌটিল্য। এই ব্রাহ্মণ।

দুর্গামণি। এই শূদ্র।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি!

সাত্যকি। লৌকিক বিবাহই বিবাহ।

শ্রীকৃষ্ণ। তাও যে অসম্পূর্ণ সাত্যকি! যাক্; অনার্য্য যুবক! তুমি শাস্ত্রজ্ঞ; বল, তোমার কি যুক্তি?

চন্দন। আমার কোন যুক্তি নাই—আমার কোন দাবী নেই। লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে। আমাকে উপলক্ষ্য ক'রেই একটা সংসার এম্‌নি ক'রে ছারখার হ'তে বসেছে। উত্তর কি দেবো যদুবর! শাস্ত্র এখানে মূক; এর একটা মাত্র উত্তর। একদিকে যার সমাজের অনুশাসন, বিপরীত দিকে ধর্ম্মের আকর্ষণ, যার দেহ একজনের, মন আর একজনের, সেই দুর্ভাগা নারীর স্বামী শুধু যম—শুধু যম।

শ্রীকৃষ্ণ। বিচার কর্‌বো ব্রাহ্মণগণ! বালিকা! এ সমস্যার সমাধান অন্যে করতে পারে না, পার একমাত্র তুমি। সাত্যকি! এই দুই যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ কর, এদের প্রহরা দেবে এই ব্রাহ্মণ, আর পানাহার দেবে এই বালিকা নিজে।

দুর্গামণি। আর আমি? আমি কি কর্‌বো নিষ্ঠুর কেশব?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি থাক্‌বে আমার গৃহে—আমার জননীর সঙ্গে একাসনে; বক্ষে নিয়ে স্নেহ—কণ্ঠে নিয়ে সুধা—হাতে ধ'রে আশীর্ব্বাদের কুসুম-চন্দন।

দুর্গামণি। সুন্দর বিচার।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রহরী! এদের নিয়ে যাও। [দুর্লভ, চন্দন ও গায়ত্রীকে লইয়া প্রহরী প্রস্থানোদ্যত হইল।] হ্যাঁ—আর একটা কথা; ব্রাহ্মণ! তুমি যে ঘৃণিত সমস্যার সৃষ্টি করেছ, তার সমাধান তোমাকেই কর্‌তে হবে। সাত দিনের মধ্যে যদি তোমার কন্যার স্বামী নিরূপিত না হয়, অষ্টম দিনে তোমার প্রাণদণ্ড।

কৌটিল্য। কি—কি? আমার ঘর গেল, মর্য্যাদা গেল, কুৎসিত কলঙ্কে দেশ ছেয়ে গেল, তার উপর আমারই প্রাণদণ্ড? এই তোমার বিচার? নিষ্ঠুর ঘাতক! ব্রাহ্মণদ্বেষী পাষণ্ড! তোমার বংশ ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক্—ধ্বংস হোক্!

[প্রহরী সহ কৌটিল্য, দুর্লভ, চন্দন ও গায়ত্রীর প্রস্থান।

বেগে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। পিতৃব্য! পিতৃব্য!

শ্রীকৃষ্ণ। [দেবলকে বক্ষে ধরিয়া] কি—কি দেবল?

দেবল। তোমার মুকুল—আমাদের মুকুল নেই!

বেগে জাম্ববতীর প্রবেশ।

জাম্ববতী। কি করলে—কি করলে নিষ্ঠুর! আমার সব নিলে? হা মুকুল—হা মুকুল—[দুঃখে লুটাইয়া পড়িলেন।]

স্বর্ণপাত্রে মুকুলের ছিন্ন শির লইয়া উচ্ছৃঙ্খলবেশে ধীরে ধীরে শাম্বের প্রবেশ; তাহার অশ্রু ধারায় ধারায় স্বর্ণপাত্রে পড়িতেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ। ও কি?

শাম্ব। সন্তানের অঞ্জলি; যার জন্য তোমার চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই! গ্রহণ কর—প্রাণের চেয়েও যে প্রিয়, তোমার যজ্ঞে তাই আমি আহুতি দিলাম। [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে পাত্র স্থাপন।]

সাত্যকি। একি পৈশাচিক অত্যাচার!

শ্রীকৃষ্ণ। শাম্ব!

শাম্ব। আমি মারি নাই পিতা! মেরেছ তুমি। এ ছিন্ন মুকুলে আমার প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন তোমার। তুমি আমায় ত্যাগ করতে চেয়েছিলে, আমি তোমায় ত্যাগ করি নাই। তোমার মৌন-আহ্বানে আত্মবলি দিয়ে অনন্ত ভবিষ্যের পটে পুত্রের দাবী এঁকে রেখে, নিতে এসেছি আজ চিরবিদায়—চিরবিদায়।

[প্রস্থান।

সাত্যকি। [উত্তেজিতভাবে উদ্যত অসিহস্তে শাম্বের অনুসরণে উদ্যত হইল।]

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি!

সাত্যকি। মানি না তোমার আদেশ; তোমার মুখের দিকে চেয়ে অনেক সহ্য করেছি, কিন্তু এ পৈশাচিকতা আমার ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আমি আর একটা ছিন্ন শির তোমায় উপহার দেবো; যদি না পরি, বৃথাই আমি ক্ষত্রিয়সন্তান।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। ফেরাও কেশব—ফেরাও! সবই তো গেছে আমার, আমায় আর পুত্রহীনা ক'রো না।

দেবল। ভয় নেই মা—ভয় নেই! আমার সঙ্গে চল, একবার ঐ হতভাগ্যকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করবে চল, নইলে এ প্রজ্বলিত শ্মশান আর নিভবে না।

জাম্ববতী। মুকুল! মুকুল! আমার মুকুল!

[দেবল সহ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। উন্মীলিত আঁখি দু'টী হ'তে
অশ্রুধার কেন ব'য়ে যায়?

হাস ভাই, হাস রে মুকুল!
ধন্য তুমি, সার্থক জীবন।
ধর্ম্মরাজ্য-বেদীমূলে
তোমার শোণিতবিন্দু
যুগ যুগ ধরি আঁখি মেলি
রহিবে চাহিয়া। হে বৈষ্ণব!
মানব-জীবন-যুদ্ধে জয়ী তুমি,
মহত্ত্বের দ্বারে তব
নতশির শ্রীকৃষ্ণ মুরারি।

লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। কৈ—কৈ? কোথা মোর
নয়নের তারা?
[স্বর্ণপাত্র হস্তে লইয়া]
শোণিত-সায়রমাঝে
মরি-মরি,
ভাসে মোর সোনার কমল,
দু'টী ধারা দুই গণ্ডে পড়েছে বহিয়া;
নিঃস্ব আজ, সর্ব্বস্বান্ত আমি।
শমীকের অভিশাপ
এইভাবে তুমি বুঝি
করিবে সফল বাসুদেব?
দাও তবে, তুমি দাও
এক বিন্দু নয়নের জল;

কারো তরে কাঁদ নাই কভু,
হে পাষাণ!
আমার এ সন্তানের শিরে,
ভিক্ষা দাও এক বিন্দু জল।

[শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া স্বর্ণপাত্রে পড়িল।]

সার্থক জীবন দান,
পাষাণে বহিছে জলধার।

[স্বর্ণপাত্রহস্তে লক্ষ্মণা, তৎপশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

লক্ষ্মণার প্রকোষ্ঠদ্বার।

গীতকণ্ঠে সখীগণের প্রবেশ।

সখীগণ।—

গীত।

অপরূপ সাজে, অপরূপ কাজে,
আঙুলিতে অঙ্গনদ্বার।
অঙ্গনা শত শত, অনন্যমনা রত,
অসংখ্য হাতে তরবার।
অন্তরে ভয় বাজে, মঞ্জীর পায় পায়,
অবলা পেলব করে খর্পর ঝলসায়,
হাঁক দিলে বেণী খোলে,
মমতায় মন দোলে,
অসহ সরম-রাগে অন্তর তোলপাড়।

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। তোমরা কুরু-কুমারী না? তোমরা বুঝি আর্য্যার অবরুদ্ধ দ্বার প্রহরা দিচ্ছ? আজ কত দিন তোমরা এ ভাবে দ্বার আগ্‌লে রয়েছ?

১ম সখী। সাত দিন।

দেবল। সাত দিন? অনাহারে অনিদ্রায় দু-দু'টো নারী ঐ রুদ্ধ কক্ষে প'ড়ে আছে? কি করছে তারা বলতে পার?

১ম সখী। মারণ-যজ্ঞ।

দেবল। কার মারণ-যজ্ঞ?

১ম সখী। যদুবংশের।

দেবল। যদুবংশের মারণ-যজ্ঞ! তার অনুষ্ঠান করছে এক যদু-কুলবধূ, সেই প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডে আহুতি দিচ্ছে বুঝি সেই অলক্ষ্মীটা? ভুল করেছি। দ্বার খোল, আমি দেখ্‌বো এই মারণ-যজ্ঞ!

১ম সখী। আদেশ নেই।

দেবল। আদেশ? কে কাকে আদেশ করে! হস্তিনার নরক-পুরী থেকে এক পিশাচী নারী যাদবের সোনার দেশে তার বিষ-মাখানো স্পর্শ বুলিয়ে যাবে, আর আমি যদুবংশধর তাই নীরবে দেখ্‌বো? খোল দ্বার, নইলে দেখ্‌ছো এই তরবারি! [তরবারি নিষ্কাশন, সখী-গণের সভয়ে পলায়ন।] আর্য্যা—আর্য্যা—

মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মীর মত লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। কে ডাক্‌ছে?

দেবল। কে তুমি নারী? তুমি কি যদুকুলবধূ লক্ষ্মণা, না স্বয়ং অলক্ষ্মী?

লক্ষ্মণা। অলক্ষ্মী ঐ গৃহের মধ্যে।

দেবল। তবে তুমি কে? মানুষ এত কুৎসিৎ হয়!

লক্ষ্মণা। হয়; একটা আকস্মিক বজ্রাঘাতে যার অসংখ্য পরিজন ভস্ম হ'য়ে যায়, যার কুসুম-কোমল পুত্র পিতার শোণিত-পিপাসা

চরিতার্থ করতে অকালে নিঃশেষ হ'য়ে যায়, তার পক্ষে এ তো নূতন নয়। বিস্ময়ে চেয়ে আছ কি দেবর? আমি পিশাচী হ'লেও মা ছিলাম।

দেবল। আর্য্যা!

লক্ষ্মণা। এক দিন ঐ মাতৃত্বকে আশ্রয় ক'রেই আমি হয় তো এই পিশাচীর খোলস ত্যাগ করতে পারতাম। আমার সে মাতৃত্বের মন্দির চূর্ণ হয়েছে, তবু তো খাড়া হ'য়ে রয়েছি। কি পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছো দেবর! এখনও চুলে পাক ধরে নাই, এই দেহের মাংস লোল হ'য়ে মাটিতে খ'সে পড়ে নাই; তবু আমি মা—আমি মা!

দেবল। তুমিও উন্মাদ হ'লে আর্য্যা? আজ সাত দিন তুমি এই রুদ্ধ কক্ষে অনাহারে অনিদ্রায় কি করছিলে? আমি না ডাকলে বোধ হয় আরও সাত দিন ঐভাবেই কাটাতে?

লক্ষ্মণা। কেন ডাকলে নির্ব্বোধ? আমার যজ্ঞ পূর্ণপ্রায়, পূর্ণাহুতি দিতে যাচ্ছিলাম।

দেবল। কিসের পূর্ণাহুতি?

লক্ষ্মণা। অশ্রুলিপ্ত বৈষ্ণবের রক্ত। শোন নাই শমীক মুনির অভিশাপ? বৈষ্ণবের রক্ত আর যাদবের অশ্রুজলে যদুবংশের ধ্বংসের মহামুষল তৈরী হবে; যদুপতি হোমের আগুন জ্বালিয়েছে, স্বামী দিয়েছে ইন্ধন, আমি দেবো পূর্ণাহুতি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

দেবল। আর্য্যা—আর্য্যা!

লক্ষ্মণা। বাধা দিও না আমায়, ফল হবে না; আমি সাগরতরঙ্গের মত উদ্দামবেগে ছুটেছি, আমার গতিরোধ করতে এলে আমি শুষ্ক তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবো।

দেবল। ভেসে যাই আমিই যাবো, তবু গোটা বংশটাকে আমি

তোমার ক্ষুধানলে আহুতি দিতে দেবো না। তোমার ঐ অলক্ষ্মীপূজার পুষ্পপাত্র আমি পদাঘাতে ছড়িয়ে দেবো, আর ঐ অলক্ষ্মীটাকে এই মুহূর্ত্তে চুলের মুটি ধ'রে পাষাণে আছড়ে মারবো। [কক্ষে প্রবেশোদ্যোগ]

লক্ষ্মণা। [ছুরিকা উত্তোলন করিয়া পথরোধ।] সাবধান! কক্ষে প্রবেশ ক'রো না, তা হ'লে আগে আমি তোমাকেই হত্যা করবো।

দেবল। কালনাগিনী! রাম-কৃষ্ণ তোমায় কেন বিজয়-গৌরবে হস্তিনার নরকগহ্বর থেকে দ্বারকার এই পুণ্যময় স্বর্গে নিয়ে এসেছিলেন? সেদিন হস্তিনার উপকণ্ঠে তোমার মূর্চ্ছিত দেহটা কেন আমি তরবারি দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আসি নি? পিশাচী! আয়—রক্ত নিবি আয়; তার আগে শপথ কর্ যে, এই রক্তেই তোর পিপাসার শান্তি হবে?

লক্ষ্মণা। কত পিপাসা, জান? প্রভাসের জল নিঃশেষে পান করলেও এ মরুভূমি সরস হবে না—এত তৃষ্ণা! যদুবংশটাকে আমি গণ্ডূষে শোষণ করবো।

দেবল। তা হ'লে তুমি কোথায় থাকবে রাক্ষসী?

লক্ষ্মণা। এখন কোথায় আছি? পায়ের তলায় মাটি নেই, মাথার উপর আকাশ নেই—মহাশূন্য! আগে তোমাদের খাবো, তারপর ছিন্নমস্তা হ'য়ে নিজের রক্ত নিজেই পান করবো। যাও—যাও, আমি পূর্ণাহুতি দেবো।

দেবল। কি করবো আমি? চোখের উপর এই পৈশাচিকতা দেখবো? তার চেয়ে পিতাকে সংবাদ দিই। ঈশ্বর! রক্ষা কর—যদুবংশকে রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। ঈশ্বর আবার আছেন? কৃষ্ণার্জ্জুনের ভয়ে সেও লুকিয়েছে। নেই—নেই, ঈশ্বর ব'লে কেউ নেই।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত।

সে আছে তোর রুদ্ধ ঘরের আঙ্গিনায়।
আপনার চেয়ে যে তোর আপন, কর্ম্মে শক্তি ঘুমের স্বপন,
সদা কাছে কাছে ফেরে পাছে পাছে অপরূপ ভঙ্গিমায়॥
যাস্ নে রে ভুলে যাস্ নে,
নিজহাতে বিষ খাস্ নে,
ভেঙ্গে যাবে তোর সোনার সৌধ প্রলয়ের ঝটিকায়।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। আছে? থাকে, রক্ষা করুক্ যদুবংশ; আমি পূর্ণাহুতি দিতে চল্‌লাম। [~~প্রস্থানোদ্যোগ~~] প্রস্থান

সহসা গীতকণ্ঠে শুকের প্রবেশ।

শুক।—

গীত।

ওগো, আস্তে চল, হোঁচট খাবে, বড্ড কাঁকর পথজোড়া।
লেগে যাবে দাঁতকপাটি, বাপের বেটী,
বিষ হারিয়ে হবে ঢোঁড়া।
কোন্ গরবে মর্‌ছো ফেটে, ফেল্‌ছো ভেঙ্গে হাতের বীণা,
কোন্ মাতালের রঙিন্ নেশায় নৃত্য কর ধিন্-ত-ধিনা?
আশার মুখে ছাই তুলে দে, ভাঙ্গা বীণা নে তুলে নে,
আঁচল পেতে নিস্ নে রে বর থাক্‌তে হ'য়ে কপালপোড়া॥

লক্ষ্মণা। আবার? তবে আজ তোমার মৃত্যু! প্রতিহারিণী!

প্রতিহারিণীর প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। এই অর্ব্বাচীনটাকে এখনি হত্যা কর—এখনি, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

[শুককে বন্ধন করিয়া লইয়া প্রতিহারিণী সহ লক্ষ্মণার প্রস্থান।

দেবল ও বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। বল কি দেবল? রাজ-কুলবধূ লক্ষ্মণা করছে যদুবংশর মারণ-যজ্ঞ? এত বড় রাজপ্রাসাদটার মধ্যে কেউ সে সংবাদ রাখে না? তুমি ভুল বুঝেছ দেবল! এ হ'তে পারে না। সে যে আমার শোভাময়ী লক্ষ্মী-প্রতিমা।

দেবল। হায় পিতা! তোমার সে লক্ষ্মী-প্রতিমা আর নেই, তার স্থানে এ এক মূর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী! তার সে রুক্ষ মূর্ত্তি দেখ্‌লে তুমিও শিউরে উঠ্‌বে। পিতা! পিতা! অসার কল্পনার সময় পরে আছে। দ্বার ভাঙ্গ—রক্ষা কর যদুকুল।

বলরাম। তবে আয়, ভেঙ্গে ফেলি ঐ লৌহদ্বার। [অগ্রসর]

লৌহ-মুষলহস্তে লক্ষ্মণার প্রবেশ।

লক্ষ্মণা। পূর্ণাহুতি! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

দেবল। পূর্ণাহুতি! পিশাচী! তুমি আহুতি দিয়েছ বৈষ্ণবের রক্তাঞ্জলি, আমি আহুতি দেবো তোমাকে। [আক্রমণোদ্যোগ]

বলরাম। [বাধা দিয়া] দেবল!

দেবল। ছাড়—ছাড় পিতা! দেখ্‌ছো কি? যদুবংশের আশার শেষ! যে দিন কুরুক্ষেত্র-শ্মশান থেকে এ নারী নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে

এসেছিল, সেই দিনই আমি এ ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলাম, কেউ শোনে নাই। ওঃ—পিতা, কি করলে তোমরা?

লক্ষ্মণা। পূর্ণাহুতি! হাঃ—হাঃ—হাঃ!

বলরাম। তোমার হাতে ও কি কন্যা?

লক্ষ্মণা। মারণ-যজ্ঞের বিষ-ফল—যদুবংশের মুষল; এই মুষলে যদুবংশ ধ্বংস হবে।

বলরাম। লক্ষ্মণা—লক্ষ্মণা!

দেবল। এখনও যজ্ঞকুণ্ড নেভে নি পিতা! এ রাক্ষসীকে আহুতি দাও।

বলরাম। আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না কন্যা! এর অর্থ কি? কি চাও তুমি?

লক্ষ্মণা। তোমার বংশের ধ্বংস। ধর—ধর, সর্পের বিষ, আগুনের দাহিকাশক্তি, মহামারীর বিভীষিকা, সব এক আধারে পুরে এনেছি। ধর—ধর! না—না—তুমি নও; এ বংশটার মধ্যে শুধু তুমিই কৌরবের বন্ধু ছিলে। আগে সেই নিষ্ঠুরকে চাই, যার বাঁশী শুধু অসির আবরণ।

বলরাম। লক্ষ্মণা! লক্ষ্মণা! এ কি পৈশাচিকতা তোমার! যাদের জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন একসূত্রে গ্রথিত, তুমি আজ তাদেরই মৃত্যু দেখতে চাও? না—না, এত নিষ্ঠুর তুমি হবে না। তোমায় যে আমি চিনি, তুমি যে আমার গৃহের শোভাময়ী কমলা।

লক্ষ্মণা। সে কমলা আর নেই।

বলরাম। আছে; এক মুহূর্তের জন্য ছাইচাপা পড়েছে, আমি দু'হাতে সেই ভস্মরাশি সরিয়ে ঐ বিকচ কমলকে মুক্ত করবো—স্নেহের মোহনস্পর্শ দিয়ে ঐ রুক্ষ মলিন মুখে আবার আমি চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটিয়ে তুলবো। এস কন্যা, আমার প্রাণাধিক প্রিয় দুর্যোধনের শেষ

সম্পৎ তুমি—আমার আদরের দুলালী তুমি, কান্নার মহাসমুদ্র থেকে উঠে এসে আমার সম্মুখে সহস্রদলে বিকশিত হ'য়ে দাঁড়াও।

লক্ষ্মণা। না গো না, এ কান্নার শেষ নেই।

দেবল। পিতা—

বলরাম। কাঁদ দেবল, এই অভাগা নারীর জন্য তুমিও একটু কাঁদ। কুগ্রহের এত বড় বলি আর দেখেছ? সবাইকে ডাক, এর চারিদিকে দাঁড়াও, একে চামর দুলিয়ে ব্যজন কর।

দেবল। ব্যজন করবো পিতা?

বলরাম। তোমরা কেউ পারবে না, তোমরা মানুষের বাইরের আবরণটাই দেখ, অন্তরটা দেখতে চাও না। আমার রুক্মিণী মাকে সংবাদ দাও। আমার শুক-সারী কই, নিয়ে এস।

লক্ষ্মণা। সারী আছে, শুক নেই; এতক্ষণে তার জীবন শেষ।

বলরাম। [সরোষে] লক্ষ্মণা!

লক্ষ্মণা। কি শাস্তি দেবে দাও, আমি তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছি। ঐ দেখ তোমার বিরহিনী সারী।

গীতকণ্ঠে সারীর প্রবেশ।

সারী।—

গীত।

সোনালি তারের হারায়েছে সুর প'ড়ে আছে শুধু বীণা গো।
কায়া চ'লে গেছে, ছায়া শুধু আমি, জেগে আছি অতি দীনা গো।
ফুরায়েছে মোর বাঁচিবার হেতু,   ভেঙ্গেছে পারের কনকের সেতু,
~~নিরর্থ জীবন দুর্ব্বহ ভার জীবন আলোক বিনা গো,~~
আমারেও তব চরণে দলিয়া কর কর ধূলিলীনা গো॥

[লক্ষ্মণার পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মৃত্যু।]

বলরাম। সারী! সারী! নিঃশেষ! কি করলে তুমি কন্যা?

লক্ষ্মণা। এঁ্যা—ম'রে গেল!

দেবল। ম'রে গেল; রোগে নয় শোকে। একটা বনের পাখী, সে তার দয়িতের শোক এক পল সইতে পারলে না, আর তুমি তোমার স্বামীকে জীবন্তে মৃত্যু দিয়েছ। কি বল্‌বো তোমায় রাক্ষসী!

লক্ষ্মণা। আমায় হত্যা কর; পথভ্রষ্ট হয়েছি—মহাপাপ করেছি। ওঃ—এ কি দৃশ্য! এমন সম্পৎ স্বামী!

বলরাম। কন্যা!

লক্ষ্মণা। বাবা! আমার কি হবে? আমি কি করেছি! নিজের হাতে স্বামীকে উন্মাদ সাজিয়েছি। সে আমার কাছে সজল-নয়নে এসে দাঁড়িয়েছিল, আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছি। মহাপাপ—মহাপাপ করেছি!

বলরাম। বুঝেছ কন্যা? তবে যাক্ শুক-সারী, ধ্বংস হোক্ যদুবংশ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সবার বিনিময়ে তোমাকে আমি ফিরিয়ে পেয়েছি।

[সারীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। আমি কি করবো, বল্‌তে পার দেবর?

দেবল। প্রভাসের জলে ঝাঁপ দাও।

লক্ষ্মণা। তাই যাবো; মর্‌বার আগে একবার দেখাতে পার দেবর? [দেবলের হাত ধরিলেন।] শুধু একবার; পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাইবো। দেখাবে না?

দেবল। তোমায় বিশ্বাস নেই।

[লক্ষ্মণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া
ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।]

দেবল। তোমায় নিয়ে কি কর্‌বো মুষল? যাই—যদুপতিকে দান করি তার পুত্রবধুর এই কুলধ্বংসী বজ্র।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাকক্ষের অলিন্দ।

প্রহরায় নিযুক্ত কৌটিল্য।

কৌটিল্য। জল্লাদের খড়্গ মাথার উপর দুল্‌ছে। রক্তমাখা শাণিত খড়্গ—ঐ—ঐ পড়্‌ছে! রক্ষা কর, আমি মর্‌তে পার্‌বো না—আমায় বাঁচতে দাও! না—না, কই সে জল্লাদ? কেউ কোথাও নেই, অসাড়ে ঘুমুচ্ছে সব; আমি আছি প্রহরায়। ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ কি না, তাই তার এই সম্মান! ঐ যে দু'টো বন্দী, ঘরের মধ্যে ঠিক বাঁধা আছে; একটা অসাড়ে ঘুমুচ্ছে, আর একটা তার পাশে ব'সে বাঘের মত তার দিকে চেয়ে আছে। আবার—আবার! ঐ জল্লাদ আস্‌ছে—ঐ খড়্গ! পালাই—পালাই!

আহার্য্যপাত্রহস্তে গায়ত্রীর প্রবেশ।

গায়ত্রী। বাবা!

কৌটিল্য। তুমি কি জল্লাদ? খড়্গ নিয়ে আমায় কাট্‌তে এসেছ?

গায়ত্রী। না বাবা! আমি জল্লাদ নই, আমি তোমার মেয়ে গায়ত্রী।

কৌটিল্য। এই মেয়েটাই যত অনর্থের মূল।

গায়ত্রী। সত্যই বাবা! আমিই যত অনর্থের মূল। আমার জন্য দু'জন পুরুষ বন্দী, আমার জন্য তোমার এই হীন বৃত্তি, আমার জন্য তোমার বাড়ী-ঘর ছারখার হয়েছে। কি করবো বাবা? আমি মরতে চলেছিলাম, যম যে আমার নিলে না।

কৌটিল্য। লোকে সন্তানের কামনা কেন করে! কাল সাপের চেয়েও এদের দংশন বিষাক্ত।

গায়ত্রী। দোর খোল বাবা! আমি আহার্য্য নিয়ে এসেছি।

কৌটিল্য। ফেলে দে! আমি দোর খুলবো না।

গায়ত্রী। [কাঁদিয়া ফেলিল।]

কৌটিল্য। ওঃ, অমনি চোখ দিয়ে শ্রাবণের ধারা ব'য়ে গেল! বুড়ো বাপ আজ সাত দিন ঘুমোয় নি, চোখের উপর মরণের বিভীষিকা দেখছে আর অস্ত্র ঘাড়ে ক'রে পাহারা দিচ্ছে, তার জন্য একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস নেই—তাকে বাঁচাবার জন্য একটু ভাবনা নেই, যত চোখের জল ঐ অস্পৃশ্য শূদ্রটার জন্য।

গায়ত্রী। যত পার আমায় তিরস্কার কর, কিন্তু তার নিন্দা ক'রো না; তাকে তুমি চেন না, সে স্বর্গের দেবতা।

কৌটিল্য। স্বর্গের দেবতা! যা—যা; মরুক্ তোর স্বর্গের দেবতা, আমি দোর খুলবো না।

গায়ত্রী। বাবা! বাবা! নিষ্ঠুর হ'য়ো না? আজ সাত দিন সে অনাহারী। ক্ষুধায় তার অন্তর জ্ব'লে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে; আমারই মঙ্গলের জন্য সে মরণ পণ ক'রে প'ড়ে আছে।

কৌটিল্য। আর তার পাশে যে আর একটা যুবক ব'সে আছে, সে বুঝি তোর কেউ নয়?

গায়ত্রী। না, কেউ নয়; সে তোমার পরম বান্ধব হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে সে একটা পথের পথিক।

কৌটিল্য। দূর্ হ'—দূর্ হ'! নইলে আমি তো মরেইছি, তোকেও আমি আজ এইখানেই শেষ কর্‌বো।

গায়ত্রী। তার আগে ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার হাতের ঐ তরবারি নিয়ে আমি তোমারই বুকে বসিয়ে দিই। তোমার উপর এত রাগ হ'চ্ছে যে, তোমার দেহ শতখণ্ড কর্‌লেও তার শান্তি হয় না। এক একবার দুঃখ হয়, আবার তখনই মনে হয় এই তোমার উপযুক্ত শাস্তি।

কৌটিল্য। যা—যা, মুখ দেখাস্ নে পাপিনী! আমার কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে তোর লজ্জা হ'চ্ছে না?

গায়ত্রী। কিসের লজ্জা বাবা? কি করেছি আমি?

কৌটিল্য। কি করেছিস্? এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আগে তোর মরাই উচিত ছিল। আমি যে বাপ, মুখে আন্‌তে পার্‌ছি না। রাজপথে দাঁড়িয়ে শুনে আয়, সবাই বল্‌ছে—আমার মেয়ে কুলটা।

গায়ত্রী। কি বল্‌লে—আমি কুলটা? তোমাদের ভয়ে একদিন অনিচ্ছায় যার গলায় বরমাল্য দিয়েছি, যাকে আশৈশব সায়ংসন্ধ্যা বরমাল্য দিয়ে বরণ ক'রে এসেছি, তাকেই উপাস্য দেবতা ব'লে গ্রহণ করেছি, তাই আমি কুলটা? তবে তাই হোক্; জগত যখন জেনেছে, তখন তোমারও মুখের উপর জানিয়ে যাই, আমি এখনি ঐ শূদ্রকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যাবো। আমি শাস্ত্র মানি না—বিচার মানি না; সবার মাথার উপর পা তুলে দিয়ে আমি ঐ বিদ্রোহীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, কারও সাধ্য থাকে বাধা দিক্।

[প্রস্থান।

কৌটিল্য। গায়ত্রী—গায়ত্রী! নাও, এই এক কাণ্ড! আমি এখন কি করি? নিজে পালিয়ে যাবো—না মেয়েটাকে বাঁচাবো? আবার ঐ জল্লাদের খড়্গ, এবার দু'জনের কাঁধের উপর। গায়ত্রী! গায়ত্রী! ওরে, ফিরে আয়! খড়্গ পড়্‌লো মাথার উপর!

জরার প্রবেশ।

জরা। এই কারাগারে কে আছে?

কৌটিল্য। এঁ্যা, তুমি কি জল্লাদ? আমাদের কাট্‌তে এসেছ?

জরা। হ্যাঁ; কারাগারে কে আছে? বল, নইলে এখনি গলা টিপে—

কৌটিল্য। না—না, মার্‌তে হয় আমাকে মার, কিন্তু আমার ঐ মেয়েটাকে মেরো না! সে বড় দুঃখী, তাকে বাঁচতে দাও; সে কোন দোষ করে নি, আমি তাকে—না—না, আমি নই, ঐ শূদ্র—

জরা। কে শূদ্র?

কৌটিল্য। আমি জানি না; আমি কি বল্‌ছি, আমি নিজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে গেছে। ভগবান্! রক্ষা কর, ভগবান্! রক্ষা কর।

জরা। তুমি রক্ষী? কারাগারের চাবি কৈ? দাও, আমি দেখ্‌বো।

কৌটিল্য। কি দেখ্‌বে জল্লাদ? দেখ্‌বার কিছু নেই। এতক্ষণে একটা বন্দী—দূর্-দূর্, আমি কি বল্‌ছি! ভগবান্! রক্ষা কর ঐ অভাগা মেয়েটাকে—ভগবান্—

জরা। গোল্লায় যাক্ তোমার ভগবান! চাবি কোথায়?

কৌটিল্য। নিয়ে গেছে; ঐ অভাগা মেয়েটা—না—না, তার কোন দোষ নেই, ঐ শূদ্রটা তাকে মন্ত্রে ভুলিয়েছে।

জরা। কোন্ শূদ্র? চন্দন?

কৌটিল্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঐ নাম।

জরা। ঠিক্ হয়েছে; তাকেই আমি চাই।

কৌটিল্য। কেন? তুমি তবে জল্লাদ নও?

জরা। না।

কৌটিল্য। তবে কে তুমি? কেন এসেছ তুমি?

জরা। আমি এসেছি কারাগার ভেঙ্গে ঐ শূদ্রকে মুক্ত করতে।

কৌটিল্য। তার মুক্তি হ'য়ে গেছে; এতক্ষণে তারা প্রাসাদের বাইরে। যাক্, আর বাধা দিচ্ছি না। বাঁধন দিয়ে হাতীকে বাঁধা যায়, কিন্তু এ স্রোতকে আট্‌কে রাখা যায় না। তুমি কি তাদের কাছে যাবে? যদি যাও, ব'লো—তাদের সঙ্গে রইল আমার আশীর্ব্বাদ। আর সেই শূদ্রের ছেলেকে ব'লো—সে আমার কাছে তার পিতার পরিচয় জান্‌তে চেয়েছিল, আমি বলি নি; যদি দেখা হয়, তাকে ব'লো—তার পিতা অনার্য্যরাজ জরা।

বেগে উন্মাদপ্রায় বন্দী চন্দনের প্রবেশ।

চন্দন। কে? কে আমার পিতা?

জরা। আমি—অনার্য্যরাজ জরা—[ক্ষিপ্রহস্তে চন্দনের বন্ধন মুক্ত করিল।]

চন্দন। না—না—না, জন্মের মুহূর্ত্তে যে আমার মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলে দিয়েছে, শৈশবে যার অঙ্কে স্থান পাই নি, সে আমার পিতা নয়—সে আমার পিতা নয়। [উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

জরা। উন্মাদ হয়েছে—উন্মাদ হয়েছে।

[প্রস্থান।

বন্দী দুর্লভচাঁদের প্রবেশ ।

দুর্লভ। মুর্খ ব্রাহ্মণ! বন্দী পালালো যে!

কৌটিল্য। খুব করেছে, তোমার কি? মাথা যায়, আমার যাবে।

দুর্লভ। আর আমার ক'নে? সেও যে গেল!

কৌটিল্য। গেলই তো; যাবারই কথা।

দুর্লভ। তুমি আবার সুর বদ্‌লাচ্ছ কেন বাবা? আজ যে সাত দিন হ'য়ে গেল, আজকের মধ্যেই যে তোমার মেয়ের স্বামী নিরূপণ হওয়ায় কথা।

কৌটিল্য। ঐ তো হ'য়ে গেল।

[প্রস্থান।

দুর্লভ। হ'য়ে গেল? এ্যা—তাই তো! এ চালটা তো বাবা আমি বুঝ্‌তে পারি নি। আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বারকা—পথ।

শাম্ব।

শাম্ব। অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার!
ইতিহাস শোনে নাই,
জাগে নাই মানুষের হৃদয়ের পটে
পিতৃহস্তে পুত্রবলিদান।
অনন্ত ভবিষ্য তরে
এ নিষ্ঠুর হত্যার স্মরণে
শিহরিয়া উঠিবে সংসার।
কি করিলে হরি?
কলঙ্কের ঘোর পঙ্কে মজালে
আমায়? হে চক্রী!
আবার ঘোরাও চক্র;
আমারে গ্রহণ কর,
নিঃস্ব আমি—নিঃস্ব আমি
বিশাল সংসারে।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। তবে আর কি ফল জীবনে?
অস্ত্র ধর্ রে দুর্ম্মতি!
ভবলীলা ঘুচাইব তোর।

শাম্ব। সাত্যকি!

সাত্যকি। রাখ সম্ভাষণ, অস্ত্র নাও—

শাম্ব। অস্ত্র? হায়!
সে যে মোর হস্ত হ'তে
চিরতরে পড়েছে খসিয়া।
এ দুর্ব্বল করযুগে তৃণভার
বুঝি আর পারি না বহিতে!
যেই দিন কাল অস্ত্রমুখে
সোনার মুকুল মোর—
সাত্যকি—সাত্যকি! ঐ দেখ,
সেই—সেই সজল-কাজল আঁখি দু'টী
এখনো আমার পানে রয়েছে চাহিয়া।
শোন ওই নীরব মিনতি—
রণে আর নাহি প্রয়োজন।

সাত্যকি। সাধু! সাধু!
ভাষা নাই ধন্যবাদ করিতে জ্ঞাপন।
ওরে, ও রাক্ষস!
এত মধু প্রাণে যদি তোর,
কোন্ প্রাণে আপন শোণিতে গড়া
ফুল্ল পারিজাত—

শাম্ব। সাত্যকি! সাত্যকি!
কোথায় লুকাবো মুখ?
চারিদিক হ'তে
ছুটে আসে সুতীক্ষ্ণ শায়ক।

ওরে—ওরে কালো অন্ধকার,
আমারে গ্রাসিবি আয়।
হা মুকুল—হা মুকুল!

সাত্যকি। এত আঁখিজল
কোন্‌খানে ছিল রে গোপন?
মজায়েছ যাদবের কুল,
কলঙ্কের ঘোর পঙ্ক
লেপিয়াছ আমাদের মুখে।
নিষ্ঠুর জল্লাদ—

শাম্ব। জানি—জানি রে সাত্যকি,
ধরাধামে রবে মোর ওই পরিচয়।
কেহ জানিল না,
কার চক্রে ঘূর্ণ্যমান বিশ্ব-চরাচর;
কোন্‌ খরস্রোতে
তৃণসম আমি হায় চলেছি ভাসিয়া।
ওই বাজে চক্রের ঘর্ঘরধ্বনি,
উঠিয়াছে কালের ঝটিকা;
কেহ রহিবে না রে সাত্যকি!
মহর্ষির অভিশাপ গর্জ্জিছে পশ্চাতে।

সাত্যকি। সেই অভিশাপ মূর্ত্তিমান
কৃপাণফলকে মোর।

শাম্ব। ও ভয়ে কাঁপে না হৃদি আর;
সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা,
মৃত্যু মোর স্নিগ্ধ প্রস্রবণ।

সাত্যকি । ভাল—ভাল,
শির পাতি করহ ধারণ ।

[অসি উত্তোলন ।]

লক্ষ্মণার প্রবেশ ।

লক্ষ্মণা । সাবধান !

সাত্যকি । কে তুমি মুর্ত্তিমতী অলক্ষ্মী-প্রতিমা ?

শাম্ব । চেন না সাত্যকি ?
এই নারী এক দিন রূপের ছটায়
আলোকিত করেছিল দ্বারকা-প্রাসাদ,
মদগর্ব্বে আপনা ভুলিয়া
এই নারী পতিপ্রেমে করেছিল পদাঘাত,
তাই তো শুকায়ে গেল গৈরিক নির্ঝর,
তাই রে ঝরিল মোর ফুটন্ত গোলাপ ।
কি কুৎসিত ! কি ভীষণ !
সাত্যকি ! নরক দেখেছ তুমি ?
এই দেখ প্রত্যক্ষ নরক ।

লক্ষ্মণা । ক্ষমা কর,
আর জ্বালা দিও না আমায় ।

শাম্ব । নারী ! ভাল ক'রে চেয়ে দেখ,
কে আমি সম্মুখে তব ;
পুত্রহন্তা—

লক্ষ্মণা । পুত্র মোর একার তো নয় ;
তুমি পিতা—

যেই মৃত্যু দিয়াছ তাহারে,
সে যে তার স্বর্গের সোপান।

শাম্ব। সাত্যকি!
এ নারী কি উন্মাদিনী?
অথবা এ নিশার স্বপন!
আমি কোথা?
স্বরগে না রসাতলে?
এ কঠিন পাষাণ ভেদি
প্রস্রবণ কে বহায়ে দিল?
লক্ষ্মণা—

লক্ষ্মণা। প্রভু! অজ্ঞানে করেছি পাপ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি,
কত তাপ দিয়েছি তোমায়,
নরকেও স্থান নাই মোর;
তবু ভিক্ষা চাই,
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর!

শাম্ব। প্রলয়-ঝটিকা যার নাচিছে সম্মুখে,
তার চোখে কেন এই বিজলীর আলো?
সাত্যকি! নীরব যে তুমি?
মরিবার এই তো সময় বন্ধু!
এই স্পর্শ এই প্রীতি বক্ষে আঁকি
মরণের এই তো মাহেন্দ্র যোগ।

লক্ষ্মণা। ত্যজ অভিমান; দেখ—দেখ,
কত তাপ এ বক্ষে আমার।

যত দুঃখ তোমারে দিয়েছি স্বামী,
চতুর্গুণ তার সহিয়াছি আমি।
শোকে দুঃখে জ্ঞানহারা হ'য়ে
তোমারে করেছি হেলা,
অনুতাপে বুক ফেটে যায়;
ক্ষম—ক্ষম—ক্ষম অপরাধ।

শাম্ব। লক্ষ্মণা—[অশ্রুপাত]

সাত্যকি। ডেকে নাও জনমের মত,
পল মাত্র অবসর,
তার পরে কালঘুম
আঁখিপাতে আসিবে নামিয়া।
শোন্—শোন্ নরকের কীট!
পণবদ্ধ আমি,
মৃত্যু-বার্ত্তা নিয়ে তোর
ফিরিব প্রাসাদে।
একদণ্ড রহিলাম অন্তরালে,
জনমের শোধ
ক'রে নাও প্রিয়া-সম্ভাষণ।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণা। ওগো, ভয়ে প্রাণ কাঁপে থর-থর,
কি হবে উপায়?

শাম্ব। কিসের উপায় প্রিয়া?
মৃত্যু মোর অনিবার্য্যগতি;
আমারে বিদায় দাও!

লক্ষ্মণা। না—না,
ওগো সর্ব্বহারা অভাগীরে
ঠেলিও না পায়!

শাম্ব। লক্ষ্মণা! লক্ষ্মণা!
জীবনের রসাস্বাদ তুমিই তো
এক দিন করেছ হরণ;
অসার জীবনভার করিতে বহন,
বাঁচিবার সাধ নাই আর।
ফিরে যাও গৃহে;
কহিও পিতারে মোর,
যদুকুল নিষ্কণ্টক এত দিনে—
মরিয়াছে কুলের পাংশুল।
বিদায়—বিদায়!

লক্ষ্মণা। বিদায় পাবে না স্বামী!
ছায়া সম আমি রবো সাথে।

শাম্ব। আমি যে চলেছি প্রিয়া
মরণের লোকে।

লক্ষ্মণা। আমি যাবো পুরোভাগে
দীপশিখা ধরি।
ওই দেখ—প্রভাসের জলে
সেই নীল আঁখি দু'টী
দু'জনারে করে নিমন্ত্রণ।
একা ব'সে কাঁদে মোর
আনন্দ-দুলাল! চল—চল,

ওই বাজে রোদনের ধ্বনি।
মুকুল! সোনার মুকুল!
ফিরে আয়—ফিরে আয়!

গীতকণ্ঠে ছায়া-মুকুলের আবির্ভাব।

ছায়া-মুকুল।—

গীত।

মাগো, ফিরিতে পারি না ঘর।
কাছে যেতে চাই পাষাণের বেড়া করিয়া রেখেছে পর॥
একা ব'সে কাঁদি আঁখি ছল্‌ছল্‌,
'মা' নাম স্মরিতে চোখে আসে জল,
পারি না ডাকিতে, কি যেন বাধায় কণ্ঠে রুধিছে স্বর।
কঙ্করে বাধে চলিতে চরণ,
অতীতে ঘেরিয়া কেঁদে উঠে মন,
এ যে অনন্ত ঘন আঁধিয়ার নিভে গেছে দিনকর।

[সহসা ছায়া-মুকুলের অন্তর্দ্ধান, সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তের ন্যায় শাম্ব ও লক্ষ্মণার প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রভাসতীর।

চন্দন ও গায়ত্রী।

চন্দন। কেন আমার অনুসরণ করছো গায়ত্রী? তা হবার নয়; যে সুযোগ অনাহূত অতিথির মত একদিন এসেছিল, তাকে তুমি নিজেই হারিয়ে ফেলেছ; আর কেন গায়ত্রী? ফিরে যাও।

গায়ত্রী। কোথায় যাবো চন্দন?

চন্দন। যেখানে একদিন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলে, সেইখানে। আমি যে আজ পরপুরুষ গায়ত্রী! তোমার স্মৃতি বুকের মধ্যে চেপে রেখে পূজা করতে পারি, কিন্তু তোমার হাত ধ'রে জগতের চোখের সাম্‌নে তো দাঁড়াতে পারি না।

গায়ত্রী। এত দুর্ব্বল তুমি! হায় পুরুষ, আমি কিন্তু তোমার জন্য কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েও হাস্‌তে পারি।

চন্দন। কলঙ্কের বোঝা তুমি মাথায় নিতে পার, কিন্তু আমি তো মাথায় চাপিয়ে দিতে পার্‌বো না।

গায়ত্রী। চন্দন—

চন্দন। যাও সখী—যাও! আধখানা বরমাল্য দিয়েছ, বাকিটাও তারই গলায় পরিয়ে দাও। আমার শাস্ত্রজ্ঞান বল্‌ছে, সেই তোমার স্বামী।

গায়ত্রী। চন্দন—চন্দন! পায়ে ধরি তোমার, এ নিষ্ঠুর আদেশ আর যেই করুক্, তুমি অন্ততঃ ক'রো না। [পদতলে পতন।]

চন্দন। ঈশ্বর! এক মুহূর্ত্ত আমায় শক্ত ক'রে রাখ। ~~ওরে, এও~~ ~~কি সয়!~~ গায়ত্রী! ওঠো, আমায় অপরাধী ক'রো না।

গায়ত্রী। [উঠিয়া] নিষ্ঠুর! তোমার জন্য আমি সমাজ ছেড়েছি, পিতা-মাতাকে ছেড়েছি, ভরা জগতের নিন্দা কুৎসা অঙ্গের ভূষণ ক'রে নিয়েছি, তবু তোমার দয়া হবে না? এতখানি তপস্যা দেবতার জন্য করলে সেও ধরা দিত।

চন্দন। দেবতা যে দেবতা, আমি সামান্য মানুষ যে গায়ত্রী! আমার কলঙ্ক আমি হাসিমুখে সইতে পারি, কিন্তু তোমার মুখে কলিমা লেপন করতে প্রাণ যে চায় না গায়ত্রী! আমায় ভুলে যাও; মনে কর একটা বনের পাখীকে দু'দিনের জন্য প্রেমের গান শিখিয়েছিলে, অসতর্ক অবসরে সে পিঞ্জর থেকে উড়ে গেছে। শাস্ত্রের বিধান মাথায় তুলে নাও; যাদের হারিয়েছ, আবার তারা এসে তোমায় ঘিরে দাঁড়াবে। ভয় কি গায়ত্রী? সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহে প্রাণ দিয়েছিলেন, আশীর্ব্বাদ—না—না প্রার্থনা করি, তোমার স্পর্শে ওই শূন্য কুম্ভ অমৃতে ভ'রে উঠুক্।

গায়ত্রী। না—না চন্দন! ওই নরকের ছবি বুকে ক'রে আমি জীবন কাটাতে পারবো না।

চন্দন। যদি না পার, তবে এক পন্থা আছে চির-কৌমার্য্য।

গায়ত্রী। তা হবার নয়—হবার নয়। শ্রীকৃষ্ণের আদেশ তো শুনেছ চন্দন? আজকের মধ্যে আমার স্বামী নিরূপণ না হ'লে আমার পিতার প্রাণদণ্ড। অনেক দুঃখ দিয়েছি তাদের, আর দুঃখ দিতে চাই না। এতক্ষণে হয় তো তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেছে। চন্দন! চন্দন! নিষ্ঠুর হ'য়ো না। একদিন না বুঝে তোমায় প্রত্যাখ্যান করেছিলাম, সেই অপরাধে আমার উপর প্রতিশোধ নিতে হয়

নিও, কিন্তু যে তোমায় এককাল লালন-পালন করেছে, তাকে এ দণ্ড দিও না।

চন্দন। গায়ত্রী! গায়ত্রী! আমায় প্রলোভন দেখিও না, আমি কর্ত্তব্য ভুলে যাবো। চল, আমি সেই বধ্যভূমিতে গিয়ে নিজের হাতে তোমায় সেই ব্রাহ্মণ যুবকের হাতে—

গায়ত্রী। না—না, আমি তোমার,—ওগো, আমি জীবনে-মরণে তোমার।

চন্দন। সত্য তুমি আমার?

গায়ত্রী। ধ্রুব সত্য।

চন্দন। তা যদি হয়, আমার সম্পৎ আমি ব্রাহ্মণ যুবককে দান কর্‌লাম।

গায়ত্রী। সে নেবে না

চন্দন। নেবে না?

গায়ত্রী। না; তোমায় যখন মুক্ত ক'রে আনি, তখন সে বলেছিল, কলঙ্কিনী! আবার যদি আমার কাছে ফিরে আস্‌তে হয়, আমি তোকে পদাঘাতে দূর ক'রে দেবো। যদি তোর সতীত্বের সাক্ষী স্বরূপ সেই শূদ্রের মাথাটা আন্‌তে পারিস্‌, তবেই আমার ঘরে স্থান পাবি। চন্দন! চন্দন! আমার অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌ছ? সমুদ্রের মাঝখানে আমি, কোনদিকেই আমার কূল নেই।

চন্দন। [স্বগত] শক্তি দাও ভগবান—শক্তি দাও। আমার এই তুচ্ছ জীবন চিরদিন কুয়াসায় ঢেকে থাক্‌বে, এই অস্পৃশ্য দেহ জগতের কোন উপকারে আস্‌বে না; তাই তুমি আজ মৃত্যুরূপে দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছ দয়াময়? তবে এস, আমি হাসিমুখে তোমায় আলিঙ্গন কর্‌বো।

গায়ত্রী। নিরুত্তর রইলে যে চন্দন?

চন্দন। উত্তর তো খুঁজে পাচ্ছি না গায়ত্রী! আমায় একটু অবসর দাও। নির্ভয়! আমি তোমায় এ পঙ্কে নামিয়েছি, আমিই তীরে তুল্‌বো। তোমার পিতাকে আমি রক্ষা কর্‌বো; তার পূর্ব্বে আমার দেওয়া ওই রাখী আজ খুলে নিতে চাই। প্রশ্ন ক'রো না গায়ত্রী! আজ এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

[চন্দন রাখী খুলিতে লাগিল, তাহার হাত কাঁপিল,
দুই চক্ষু অশ্রুসজল হইল।]

গায়ত্রী। চন্দন! তুমি কি নিষ্ঠুর!

চন্দন। নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর! গায়ত্রী! আমার বুকের পাঁজর খুলে যদি দেখাতে পার্‌তাম, দেখ্‌তে—আমি কি নিষ্ঠুর! [রাখী খুলিয়া] যাও, ঐ প্রভাসের জলে বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এস; আমি এখানে তোমার জন্য প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখ্‌ছি।

[গায়ত্রী চন্দনের মুখের দিকে চাহিয়া কি বুঝিয়া লইল,
তারপর রাখী-সূত্র লইয়া চলিয়া গেল।]

চন্দন। যাও দয়িতা, এ জীবনের মত শেষ। পরজন্মে যেন তোমাকে পাই, ঈশ্বরের পায়ে এই আমার প্রার্থনা। আমার ছিন্ন শির পেলে তুমি যদি কূলে পৌঁছাতে পার, তবে তাই হোক্ প্রিয়তমে! তবু তুমি সুখী হও।

জরার প্রবেশ।

জরা। চন্দন! চন্দন!

চন্দন। এসেছ, ভালই হয়েছে; একটা কথা তোমায় বল্‌বার ছিল। অনার্য্যরাজ! আমার মা কোথায়?

জরা। ঐখানে।

চন্দন। স্বর্গে না নরকে?

জরা। স্বর্গে—নরক তার অনেক দূরে

চন্দন। যথেষ্ট; আর একটা কথা বল্‌তে পার? আমার মা ব্রাহ্মণকন্যা আর তুমি শূদ্র; তবে আমি কি?

জরা। তুমি অভিনব; শূদ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে যোগসূত্রের মত দেবতার আশীর্ব্বাদ বহন ক'রে তুমি এসেছ, জাতিধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা তোমার জন্য নয় যুবক! তুমি বিধাতার একটা মানস-সৃষ্টি।

চন্দন। তাই পৃথিবীতে আমার স্থান হ'লো না।

জরা। যারা নিয়মের বহির্ভূত, শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম, সমাজ তাদের নেয় না চন্দন! তাদের জন্য আছে প্রকৃতির শ্যামল বক্ষ। আমিও তো আজ অনিয়মের মশাল জ্বালিয়ে ছুটেছি। এস—আমার পার্শ্বে দাঁড়াও, আমার বক্ষে এস সন্তান!

চন্দন। না; পথশ্রমে ক্লান্ত হই যদি, বরং ঐ গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াবো, তবু তোমার পার্শ্বে নয়। তোমার পুত্রস্নেহ এই দীর্ঘ দ্বাবিংশতি বর্ষ ধ'রে যেখানে গোপন ক'রে রেখেছিলে, আজও সেইখানে গোপন থাক্।

জরা। নদীর প্লাবন যখন কূল ছাপিয়ে ব'য়ে যায়, তাকে কি অবরোধ দিয়ে ঘিরে রাখা যায় রে সন্তান?

চন্দন। শূদ্ররাজ!

জরা। আবার শূদ্ররাজ; একবারও কি পিতা ব'লে ডাক্‌বে না চন্দন?

চন্দন। প্রতিদানে কি পাবো শূদ্ররাজ?

জরা। যা চাও, অদেয় কিছু নাই।

চন্দন। পিতা! পিতা!

জরা। বল, কি চাই তোমার? পৃথিবীর আধিপত্য না ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব? অতুল ঐশ্বর্য্য চাই না শ্বেতহস্তীর মাথার মুক্তা চাই? বল, তোমার জন্য আমি আজ পৃথিবী লুণ্ঠন করতে প্রস্তুত।

চন্দন। পৃথিবী লুণ্ঠন করতে হবে না পিতা! আমার একটা ক্ষুদ্র প্রার্থনা। এক বালিকা এখনি আমার সন্ধানে আসবে; আমার মাথাটা স্কন্ধচ্যুত ক'রে তার জন্য অর্ঘ্য সাজিয়ে রাখ। সে এলে তাকে দিয়ে ব'লো, চন্দন তোমার সুখের জন্য নিজের মাথা দিয়ে গেছে—তুমি সুখী হও।

জরা। এ কি ভয়ানক প্রার্থনা তোমার চন্দন? না—না, আমি পারবো না; তোমার সম্ভাষণ ফিরিয়ে নাও। জীবনে আর তোমার মুখ না দেখতে পাই সেও ভাল, তবু নিজের হাতে পুত্রকে হত্যা করতে পারবো না।

চন্দন। তুমিই না এক দিন শাম্বকে পুত্রহত্যায় উত্তেজিত করে-ছিলে? এবার বুঝি নিজের গায়ে বেজেছে!

জরা। চন্দন! চন্দন! ওরে, আমায় একটা অন্ধকার গুহা দেখিয়ে দে, আমি পালাই।

চন্দন। তোমার প্রতিশ্রুতি?

জরা। নির্ব্বোধ যুবক! তুমি উন্মাদ হয়েছ, নইলে পরের জন্য নিজের মাথা কেউ দিতে চায়?

চন্দন। কি বুঝবে তুমি নিষ্ঠুর, এ আত্মত্যাগে কত সুখ! তুমি এক অভাগিনীকে জাতিচ্যুত ক'রে তার সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ছিন্নকন্থার মত তাকে ত্যাগ করেছিলে; তোমার কাছে এ একটা উন্মাদের খেয়াল হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে নয়। আজ আমি সবার চেয়ে সুখী।

জরা। এখনও বল্‌ছি, নিবৃত্ত হও যুবক! এ আত্মহত্যারই নামান্তর!

চন্দন। হোক্; আমি আত্মহত্যাই কর্‌বো। চল—চল, এখনই সে এসে পড়্‌বে! ঐ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মরধ্বনি বাজ্‌ছে; চল ঐ কুঞ্জের অন্তরালে।

জরা। তবে এস; সবই তো গেছে আমার—তুমিই বা থাক্‌বে কেন? শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি লেগেছে, কেউ থাক্‌বে না আমি জানি। চন্দন! চন্দন!

চন্দন। পিতা! চল। গায়ত্রী! গায়ত্রী! তোমার জন্য আত্মাহুতি দিলাম, তোমার জীবন কৃতার্থ হোক্!

[জরা সহ চন্দনের প্রস্থান।

দুর্লভের প্রবেশ।

দুর্লভ। পাতি-পাতি ক'রে খুঁজ্‌লাম, কোথাও তাদের সন্ধান মিল্‌লো না। কোথায় গেল? এই যে এখানে পায়ের দাগ দেখ্‌ছি। তবে কি তারা এইখানেই রয়েছে? একবার ডেকে দেখি! গায়ত্রী! গায়ত্রী!

বেগে গায়ত্রীর পুনঃ প্রবেশ।

গায়ত্রী। চন্দন! চন্দ—[সহসা দুর্লভকে দেখিয়া দুই পদ পিছাইয়া আসিল।] .

দুর্লভ। বড় নিরাশ হয়েছ, না? কলঙ্কিনী!

গায়ত্রী। চুপ্, সংযত হ'য়ে কথা কও।

দুর্লভ। এখনও দর্প ভাঙ্গে নি? বুঝেছি, চন্দনের মাথাটা তোমার হাতে দিতে হবে।

চন্দনের ছিন্নমুণ্ড লইয়া জরার পুনঃ প্রবেশ।

জরা। কার হাতে—কার হাতে চন্দনের মাথা চাই? [গায়ত্রীকে] তোমার? এই নাও, শীতল হও। [মুণ্ড ভূতলে রক্ষা করিল।]

গায়ত্রী। এ কি? দস্যু! তুমি কার মাথা নিয়ে এলে?

জরা। চন্দনের।

গায়ত্রী। ওঃ! চন্দন—চন্দন! [মূর্চ্ছিতা হইল।]

জরা। তুমি কে?

দুর্লভ। আমি—আমি—আমি হ'চ্ছি গিয়ে—

জরা। খবরদার!

দুর্লভ। [সভয়ে গায়ত্রীর নিকট সরিয়া গিয়া] গায়ত্রী! গায়ত্রী! ওঠো—পালাই চল। যা শত্রু পরে পরে। [গায়ত্রীর মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল।]

গায়ত্রী। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] স্পর্শ ক'রো না অথর্ব্ব ক্লীব! মাথা চেয়েছিলে, মাথা নাও রাক্ষস কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খাও। হা চন্দন! হা অভিমানী! আমার ক্ষণিকের অপরাধের এমন চরম দণ্ড দিয়ে গেলে, আমায় ফের্‌বার অবসর দিলে না। ওগো, ব'লে দাও, আমি কি কর্‌বো? আমার যে সব গেল—সব গেল! হা চন্দন—হা প্রিয়তম! [মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

জরা। প্রিয়তম? কে প্রিয়তম নারী? চন্দন? তবে তার মাথাটা কেন চেয়েছিলে পিশাচী?

গায়ত্রী। ওগো, আমি চাই নি—চেয়েছিল এই রাক্ষস।

জরা। তবে তোর মাথাটাও আমার চাই। [বজ্রমুষ্টিতে দুর্লভের হস্তধারণ।]

দুর্লভ। এঁ্যা—দোহাই বাবা, ও গায়ত্রী! আরে টানে যে!

গায়ত্রী। হত্যা কর—মুষিকের মত হত্যা কর! দয়া-মায়া নেই, হত্যা—প্রতিশোধ!

দুর্লভ। ও বাবা, দোহাই গায়ত্রী! কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

জরা। এই যে—কর্‌ছি।

[দুর্লভকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

গায়ত্রী। প্রিয়তম! বড় দুঃখ পেয়ে মরেছ নয়? তাই তো দু'টী চক্ষু ব'য়ে দুইটী অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। আর দুঃখ দেবো না প্রাণাধিক! আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছি। [নেপথ্যে দুর্লভের মৃত্যুকালীন আর্ত্তনাদ।] ঐ শেষ! এ জীবনের সঙ্গে যে দু'জন সূত্রের মত জড়িয়েছিল, তারা দু'জনেই নিঃশেষ। তবে আর কেন, আমারও জীবনের যবনিকা এইখানে নেমে আসুক্। নিষ্ঠুর দ্বারাবতী! আমার জীবনটা ব্যর্থ ক'রে দিলি! তুই মর্, প্রভাসের প্লাবন এসে তোকে ডুবিয়ে তলিয়ে দিয়ে যাক্। [বক্ষে ছুরিকাঘাত] চন্দন! চন্দন! আমিও আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজান্তঃপুর।

জাম্ববতীর প্রবেশ।

জাম্ববতী। কার দোষ? আমার? সবাই বলে বলুক, কিন্তু তুমি অন্তর্য্যামী নারায়ণ; তুমি তো জান, একটা মহান্ জাতির মঙ্গলের জন্য আমার স্নেহের নীড় থেকে স্নেহের দুলালকে নির্ব্বাসিত করেছি। চোখে জল এসেছে, অলক্ষ্যে মুছে ফেলেছি। হায়, তাতেও তো দুর্ভাগ্যের শেষ হ'লো না। আমার মুকুল গেল—আমার লক্ষ্মণাও যাবার পথে। এমন দুর্ভাগিনী আর দেখেছ?

উত্তেজিত দেবলের প্রবেশ।

দেবল। দেখেছি, কিন্তু এমন রাক্ষসী মা আর দেখি নাই।

জাম্ববতী। রাক্ষসী কেন হয়েছি দেবল? শুধু তোমাদের জন্য। তোমার মত অমন শত সন্তানের মুখ চেয়ে আমি আমার এক সন্তানকে ডালি দিয়েছি।

দেবল। মিথ্যা কথা।

জাম্ববতী। দেবল! দেবল! গোটা রাজ্যটা আমায় আজ থুৎকার দিচ্ছে, তুইও দিবি? দে—সবাই দে, তবু একটা সান্ত্বনা আছে আমার, আমি শাম্বকে নির্ব্বাসন দিয়ে যদুকুল রক্ষা করেছি।

দেবল। যদুকুলকে রক্ষা করেছ? এ মিথ্যা আশ্বাস তোমায় কে দিলে মহারাণী? তুমি শুধু নিজের রাক্ষসীবৃত্তিরই পরিচয় দিয়েছ,

বংশকে রক্ষা করতে পার নাই। এই দেখ আমার হাতে কুলধ্বংসী মুষল।

জাম্ববতী। কি? কি ও?

দেবল। তোমার পুত্রবধূর মারণ-যজ্ঞের অমৃত-ফল। হাত বাড়িও না; তোমার হাতে এ ভীষণ অস্ত্র আমি দেবো না। এর এমন গুণ, এ অস্ত্র যার হাতে ওঠে, তার মাথায় খুন চেপে যায়। বিনা বিচারে এক হতভাগ্যকে নির্ব্বাসিত করেছ, হয় তো আবার কার কি ক'রে বস্‌বে।

জাম্ববতী। দেবল! তুমি কর্‌ছো কি? এ কুলধ্বংসী মুষল এখনি প্রভাসের জলে ফেলে দিয়ে এস।

দেবল। যাচ্ছি; তার আগে একে রক্তে স্নান করিয়ে নিতে হবে। কার রক্তে জান? যার হাতে এর সৃষ্টি।

জাম্ববতী। এঁ্যা—লক্ষ্মণা! না—না দেবল, সে যে আমার কন্যা।

দেবল। এত মমতা সে দিন কোথায় ছিল মহারাণী, যে দিন তোমার শাম্বকে পথের ভিক্ষুকের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে? তোমার আবার স্নেহ! তুমি ভল্লুকের রক্ত-মাংসে গঠিত।

জাম্ববতী। দেবল! দেবল! না—ব'লে যা; যার যত মুখে আসে, বল্। সত্যই ভল্লুকের রক্ত-মাংসে গঠিত আমি, দ্বারকার রাজপ্রাসাদে সেই ভল্লুকের প্রবৃত্তি নিয়েই এসেছি। নইলে এত বড় প্রাসাদের মধ্যে কে কার দুলালকে জাতির মঙ্গলের জন্য ডালি দিয়েছে? একই স্বার্থ সকলের, তবু সবাই আপন-আপন পক্ষপুটে পুত্র পৌত্রকে গোপন ক'রে মমতার প্রলেপ দিচ্ছে। আমি নির্ব্বোধ, সবার জন্য নিজের সর্ব্বস্ব আহুতি দিলাম। তবু তো কিছু হ'লো না, শুধু ব্যঙ্গ—শুধু কলঙ্কের পসরা। পুত্র দিলাম, পৌত্র দিলাম, নিজেকে নিংড়ে জল

ক'রে দিলাম, তবু তো শীতল হ'লি না রাক্ষসী! বৃথা গো—সব বৃথা!

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। কি মা! চোখের জল কি আর ফুরুবে না তোমার?

জাম্ববতী। তবু তো শীতল হ'লো না। এত যে চোখের জল গঙ্গাপ্রবাহের মত বইয়ে দিলাম, তবু তো মরুভূমি সরস হ'য়ে উঠ্‌লো না? বাবা! আমি কি কর্‌লাম—আমার যে সব গেল!

বসুদেব। স্থির হও মা!

জাম্ববতী। কত স্থির হবো বাবা? আমি যে মা! যার জন্য মাতৃত্বকে অনাহারে শুকিয়ে মেরেছি, সেই যদুবংশের মাথার উপর উদ্যত রয়েছে ঐ দেখ কুলধ্বংসী মুষল। বৃথা—সব বৃথা!

[প্রস্থান।

বসুদেব। সত্যই তো, তোমার হাতে ও কি দেবল?

দেবল। মুষল।

বসুদেব। দেখ্—দেখ্, ওই শাণিত লৌহদণ্ডের মধ্যে একটা ভীষণ মূর্ত্তি কট্‌মট্ ক'রে চেয়ে আছে না? কে ও? কংস না দুর্য্যোধন? চিনেছি—কংসের কবন্ধ, দুর্য্যোধনের মাথা। প্রতিশোধ নিতে এসেছ? দে তো দেবল আমার কাছে; বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র লৌহ-ভীম চূর্ণ করেছিল, আমি একবার দেখি, এই ভাঙ্গা পাঁজরে চেপে এই মুষলটাকে মড়্-মড়্ ক'রে ভাঙ্গতে পারি কি না? দে—দে!

দেবল। পার্‌বে না বৃদ্ধ!

বসুদেব। না পারি, ওরে বুকে আঁকড়ে ধ'রে সাগরগর্ভে নেমে যাবো।

দেবল। নিয়তি মুখে ক'রে ডাঙ্গায় তুলে দেবে।

বসুদেব। তবে আমার মাথায় আগে মার্। ওরে, আমার এত সাধের সাজানো সংসার—আমার পুত্র-পৌত্রে ভরা আনন্দধাম, আজ তার উপর শনির দৃষ্টি পড়েছে।

দেবল। যাও বৃদ্ধ, নিজের প্রাণরক্ষা কর গে; আমিও যাচ্ছি আমার কর্ত্তব্য সাধন করতে।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। নির্ব্বোধ বালক! তুমি এখনও সেই কুলঘ্নী মুষল নিয়ে দাঁড়িয়ে! ঘর্ষণ কর—ঘর্ষণ কর।

দেবল। ঘর্ষণে এর ক্ষয় হবে না; এ পিপাসু রাক্ষস রক্ত চায়।

বলরাম। কার?

দেবল। রাজ-কুলবধূ লক্ষ্মণার; আমি তারই আয়োজনে যাচ্ছি।

বলরাম। ক্ষান্ত হও নির্ব্বোধ!

দেবল। ক্ষমা করবেন পিতা! কাজ শেষ ক'রে এসে দণ্ড নেবো।

[প্রস্থান।

বসুদেব। খাসা ব'লে গেল; একটা দুধের ছেলে, সে আজ আমাকে ডিঙ্গিয়ে যায়—রাম-কৃষ্ণের আদেশ গ্রাহ্য করে না। উদাসনেত্রে চেয়ে আছ রাম? কথা বলছো না যে? বল্‌বার কিছু নেই, না? হাঁ রে, কলি কি এলো?

বলরাম। বোধ হয় এসেছে পিতা, নইলে এত অনাচার এই যদুবংশে! জান পিতা! আমাদেরই পুত্র-পৌত্র সব প্রকাশ্য দিবা-লোকে সুরাপান ক'রে নৃত্য করছে, আমি তাদের শাসন করতে গেলাম, তারা আমায় ব্যঙ্গ করলে।

বসুদেব। তুই সহ্য কর্‌লি?

বলরাম। হাত উঠ্‌লো না পিতা! মনে বড় ধিক্কার হ'লো; ভাব্‌লাম—এই সব কুলাঙ্গার আমাদেরই সন্তান!

প্রজাগণের প্রবেশ।

১ম প্রজা। হ্যাঁ, এই সব কুলাঙ্গার তোমাদেরই সন্তান; বিচার কর।

বলরাম। কিসের বিচার প্রজাগণ?

১ম প্রজা। কিসের বিচার? অপমানের, নির্য্যাতনের, লুণ্ঠনের, হত্যার, আর সবার উপরে নারীধর্ষণের।

বলরাম। অভিযুক্ত কে?

১ম প্রজা। মদোন্মত্ত যদুবালকগণ।

বলরাম। আমার হল কৈ? আমার গদা কৈ? [প্রস্থানোদ্যোগ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা!

বলরাম। কেন সাজ্‌লি ভাই সারথি? কেন বাধিয়েছিলি কুরুক্ষেত্র-রণ? পাপের মূলোচ্ছেদ হয় নি কৃষ্ণ! পাপ এসে বাসা বেঁধেছে এই দ্বারকায়, রাম-কৃষ্ণের সুরক্ষিত দুর্গে। হায়, আজীবনের সাধনার এই ফল!

~~প্রজাগণ। বিচার কর।~~

শ্রীকৃষ্ণ। শুনেছি সব ~~প্রজাগণ!~~ গৃহে যাও, বিচার কর্‌বো; এমন বিচার—এমন ভীষণ, যা কেউ দেখে নাই—কল্পনা করে নাই।

[প্রজাগণের প্রস্থান।

বসুদেব। এ হ'লো কি কৃষ্ণ? পুত্র পিতাকে মানে না, ভাই ভাইকে চেনে না, আর রাজপুরীর মধ্যে অহরহঃ এই সুরার স্রোত, ওঃ—এও আমায় দেখ্‌তে হ'লো!

শ্রীকৃষ্ণ। প্রবৃত্তির মত মাতঙ্গ উন্মত্ত-আবেগে ছুটেছে, এত গতি-রোধ না কর্‌লে সমস্ত পৃথিবী এই লালসার স্রোতে ভেসে যাবে। এই উদ্দাম প্রবৃত্তির স্রোত নিরোধ কর্‌বার জন্য, রাজ্যময় এই অমঙ্গল দূর করতে একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান আমার কল্পনায় এসেছে; অনুমতি করুন, প্রভাসের তীরে যজ্ঞের আয়োজন করি।

বসুদেব। উত্তম কথা। রাম—

বলরাম। প্রভাসের তীরে যজ্ঞ? কৃষ্ণ! দেখি তোর চোখ দু'টী! হ্যাঁ রে, তুই কাঁদ্‌ছিস না হাস্‌ছিস? হাসি পাচ্ছে, না? ওঃ—

বসুদেব। নিশ্বাস ফেল্‌ছো যে রাম?

বলরাম। না পিতা, নিঃশ্বাস ফেলি নি; আমিও একটা সঙ্কল্প ক'রে নিলাম। প্রভাসের তীরে যজ্ঞ হোক্, আমি সম্মতি দিচ্ছি; কিন্তু আমি আজ বিদায় চাই।

বসুদেব। সে কি—সে কি রাম?

বলরাম। স্বচক্ষে তো দেখ্‌লেন পিতা! রাম আজ শুধু নাম-সর্ব্বস্ব, কেউ আর তাকে চায় না। রামের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, শুধু নামের বোঝা নিয়ে সে আর দ্বারকায় থাক্‌বে না। বিদায় দাও কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় বিদায় দিয়ে কাকে নিয়ে থাক্‌বো দাদা?

বলরাম। তোমায় ছেড়ে আমি যা নিয়ে থাক্‌বো, সেই মন্ত্র তোমাকেও দিয়ে যাচ্ছি। আমি এগিয়ে যাই, তুই আমা—হ্যাঁ, অনুমতি দিন পিতা!

বসুদেব। ভাঙ্গন ধরেছে, আমি জানি। শাম্ব গেল, মুকুল গেল, রণে অসংখ্য পুরবাসী প্রাণ দিলে, আজ আবার তুমিও চলেছ রাম? কি দারুণ ব্যথা এই বৃদ্ধের বুকের মধ্যে কৃষ্ণ। নেভাতে পার্‌লে না তোমরা! মধুময় যৌবন কারাগারে গেল, একে একে সাত-সাতটা পুত্রকে চোখের সামনে আছ্‌ড়ে মার্‌তে দেখ্‌লাম, আবার তার পুনরাবৃত্তি! হবার নয়—বসুদেব সুখী হ'তে পারে না, কংস তার পেছু নিয়েছে।

[প্রস্থান।

বলরাম। কৃষ্ণ! আমি তবে যাই—

শ্রীকৃষ্ণ। যাও, ছায়া আমি পশ্চাতে
রহিনু সঙ্গোপনে।
ব'লে যাও বিশ্বজনে,
আবার আসিব ফিরে,
ধরিয়া ধর্ম্মের ধ্বজা
বিলাইব নামামৃত পুনঃ।
আয়—আয় ভেঙ্গে আয়
ভাগ্যহীন দ্বারকা-নগরী,
দ্বারকা আঁধার করি
রাম যায় বনে।
যাও—যাও,
হে অসীম! হে বিরাট!
যাদবের মঙ্গল-প্রদীপ!
নিভে যাও, পারে না সহিতে
ধরা আলোকসম্পাত;

গভীর তমসা আসি
ঢেকে দিক্ দ্বারকানগরী।

বলরাম। ভাই!

কৃষ্ণ। দাদা—[প্রণাম]

গীতকণ্ঠে পুরনারীগণের প্রবেশ।

পুরনারীগণ।—

গীত।

কার তরে গো, কার তরে?
গৃহ ছাড়ি যাচ্ছ তুমি কোন্ গিরিকন্দরে?
কোথায় এমন দুর্ব্বা শ্যামল কোথায় এমন কুন্দনীপ,
কোথায় জ্বলে ধূপের ধোঁয়ায় ঘরে ঘরে সন্ধ্যা-দীপ?
কোন্ দেশে গো কোন্খানে,
কোন্ দেবতার সন্ধানে?
পূজার ডালি আছে তোমার সব দেবতার অন্তরে।

বলরাম। হে ঈশ্বর!
সোণার দ্বারকাপুরী রহিল পশ্চাতে;
তুমি দেখো—তুমি দেখো।

[প্রস্থান।

~~পুরনারীগণ~~। হা রাম—হা রাম!

কৃষ্ণ। চুপ—চুপ! নিঃশব্দে চলেছে যোগী,
ভাঙ্গিও না ধ্যান!
চল সবে চল যাই প্রভাসের কূলে,
মহাযজ্ঞ করিব সাধন।

ঐ শোন,
কলস্বনে ডাকিছে প্রভাস,
গম্ভীর ওঙ্কার স্বর
বিধ্বনিত সাগরে অম্বরে—
"বেলা যায়—বেলা যায়।"
হে প্রভাস!
সাজাও সৈকত-শয্যা
পরিশ্রান্ত দ্বারকানগরী
চলিয়াছে লভিতে শয়ন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রভাসের তীর—গিরিপার্শ্ব।

ভীত ও ত্রস্ত কৌটিল্যের প্রবেশ।

কৌটিল্য। জল্লাদের খড়্গ পেছনে ছুটে আস্‌ছে, একটু আশ্রয়—একটু আশ্রয়! ঐ শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি! তারা আস্‌ছে—আমার রক্তে স্নান কর্‌বে ব'লে যমের কিঙ্করগুলো ধেয়ে আস্‌ছে। না—না, কেউ তো নেই! ওই বুড়ো অশ্বত্থ গাছটা আমার দিকে মাথা নেড়ে বল্‌ছে, "আমি ব'লে দেবো।" কোথা যাই—কোথা মুখ লুকিয়ে থাকি? ঐ একটা গুহা, দেখি ওর মধ্যে লুকিয়ে থাকি।......ও কি ভীষণ দৃশ্য! গুহার মধ্যে একটা মুণ্ডুকাটা মানুষ, তার পাশে একটা মেয়ে অসাড়ে ঘুমিয়ে আছে। ও কে? ও কে?

জরার প্রবেশ।

জরা। ওর নাম গায়ত্রী

কৌটিল্য। কি বল্‌লে? গায়ত্রী? বেঁচে আছে তো?

জরা। না মুর্খ! দেখ্‌ছো না, বুকে একটা ধারালো ছুরি বিদ্ধ হ'য়ে রয়েছে।

কৌটিল্য। ওঃ! গায়ত্রী—গায়ত্রী!

জরা। চুপ—চেঁচিয়ো না, ওদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে—দুঃখের জ্বালায়

ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌বে। আহা, অভাগারা বড় জ্বালায় জ্বলেছে। সংসারে পদে পদে বঞ্চিত হ'য়ে এই নিভৃত গুহার মধ্যে অনন্ত বিশ্রাম নিয়েছে। ওরা নিষ্পাপ, তবু সংসার ওদের চাইলে না, তাই মৃত্যুর এই মহিমময় রাজ্যে একটু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। দেখ, কি সুন্দর দৃশ্য! গঙ্গা যমুনার এমন পবিত্র সঙ্গম আর কেউ দেখে নি। নতজানু হও—প্রণাম কর।

কৌটিল্য। হা গায়ত্রী! হা চন্দন!

জরা। কে তুমি? তোমার মুখে চন্দনের নাম? ও—তুমিই সেই রক্ষী!

কৌটিল্য। আর একটা পরিচয় আছে, আমি ঐ গায়ত্রীর পিতা।

জরা। [বিস্ময়ে, আনন্দে ও জিঘাংসায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।] পিতা? পিতা? তোমার নাম কৌটিল্য না? তোমারই আভিজাত্যের যূপকাষ্ঠে চন্দনের মাথাটা গেল, না? তোমাকে যে আমার প্রয়োজন। [কৌটিল্যের প্রতি ক্ষুধিতদৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল।]

কৌটিল্য। এখানেও খড়্গ; পালাই—পালাই! [প্রস্থানোদ্যোগ]

জরা। [বাধা দিয়া] পথ নেই। কি করবো তোমায় নিয়ে? মাথাটা ছিঁড়ে নেবো, না তোমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেল্‌বো? ব্যোম কালী! না—দেখি, শূদ্রের রক্তে আর বামুনের রক্তে কতটা তফাৎ। যদি তোমার রক্ত বেশী লাল হয়, এখুনি ছেড়ে দেবো, নইলে—নইলে ব্যোম কালী!

কৌটিল্য। না জরা! শূদ্রের রক্ত বামুনের রক্তের মতই লাল, শূদ্রের প্রাণে আমারই মত অনুভূতি।

জরা। [রুদ্ধকণ্ঠে] তবে কেন ওই অভাগাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলে ব্রাহ্মণ?

কৌটিল্য। তাড়িয়ে দিয়েছিলাম একদিন, সেইটাই কি এত বড়? আর বছরের পর বছর যে প্রতিপালন করেছি, তার মুল্য কিছু নয়?

জরা। এইখানে আমার পরাজয় ব্রাহ্মণ! তুমি তবু ওর ক্ষুধিত মুখে আহার্য্য দিয়েছ, আমি যে কিছুই দিই নাই। এস, আজ দু'জনে মিলে ওই অভাগাদের জন্য ধারায় ধারায় অশ্রু ঢেলে দিই।

কৌটিল্য। না—না, এখন সে সময় নয়, চাই এর চরম প্রতিশোধ। এ শুধু সেই শ্রীকৃষ্ণের অত্যাচার; তারই বিচারে সে বন্দী, তারই ভয়ে পলাতক, এ মৃত্যু সেই অন্যায় বিচারেরই চরম ফল।

জরা। হুঁ!

কৌটিল্য। পার তো এর প্রতিশোধ নাও; জীবিত পুত্রের মুখে খাদ্য দিতে পার নি, মৃত পুত্রের আত্মার তর্পণ কর।

জরা। [চিহ্নিত তীরের ধার পরীক্ষা করিতে লাগিল; ব্যাঘ্রের মত তাহার চক্ষু দুইটী জ্বলিতে লাগিল।] এই শর তার গায়ে বিঁধ্বে না?

কৌটিল্য। যদি না বেঁধে, যাদবের কুলঘ্নী মুষলের এক কণা যোগ ক'রে নিও, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হ'য়ে যাবে।

জরা। ব্যোম কালী! ব্যোম কালী!

[সোল্লাসে প্রস্থান।

কৌটিল্য। [স্বগত] কৃষ্ণ! আমার প্রাণদণ্ড দেবে? তার আগে তোমার মুণ্ডপাত হোক্। (প্রস্থান)

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। এ ঠাকুর! তুমি এখানে—বাঃ!

কৌটিল্য। এসেছ বাবা? গরীব বামুনকে ভুল্‌তে পার নি? এ মাথাটার কি এতই দাম যে শ্রীকৃষ্ণের তা না হ'লেই চল্‌বে না?

তবে নিয়ে এস তোমাদের জল্লাদকে; যম যখন চারিদিক থেকে থাবা পেতে ব'সে আছে, তখন আর বাঁচ্‌বার চেষ্টা বৃথা!

দূত। আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন ঠাকুর? মস্ত দাঁও আছে। যদুপতি এই প্রভাসের তীরে যজ্ঞ করবেন, তুমি হ'চ্ছো তার পুরোহিত।

কৌটিল্য। পুরোহিত? আমি? যার আজ প্রাণদণ্ডের কথা? বিদ্রূপ—না সত্য?

দূত। সত্যি ঠাকুর, সত্যি।

কৌটিল্য। আমি পৌরোহিত্য করবো না।

দূত। [সাশ্চর্য্যে] করবে না?

কৌটিল্য। না; বলগে তোমার শ্রীকৃষ্ণকে, যদুকুলের মঙ্গলের জন্য যে যজ্ঞ, সে যজ্ঞের পৌরোহিত্য আমি প্রাণান্তেও—না, চল—যাচ্ছি। যজ্ঞে আহুতি দেবো, যদুবংশের মঙ্গলের জন্য নয়—ধ্বংসের জন্য। গায়ত্রী! থাক্ মা ঐখানে; রোদে পুড়িস্‌নে, বৃষ্টিতে ভিজিস্‌নে, মাটিতে লীন হ'য়ে যাস্‌নে মা! অনন্তকাল ধ'রে এইখান দিয়ে যত পথিক যাবে, সবাইকে জিজ্ঞাসা করিস্, তোর স্বামী কে—দুর্লভ না চন্দন?

[উভয়ের প্রস্থান।

সাত্যকির প্রবেশ।

সাত্যকি। উত্তাল তরঙ্গময় সাগরসলিলে
ঐ—ঐ ডুবে গেল তারা;
ওঃ—কি ভীষণ!
আমারে করিতে উপহাস,
অট্টতানে হাসে সিন্ধুজল।
শাম্ব—শাম্ব! লক্ষ্মণা!

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। কে ডাকে লক্ষ্মণা ব'লে?
কোথায় লক্ষ্মণা?
সাত্যকি। ঐ সিন্ধুজলে।
দেবল। সিন্ধুজলে?
সাত্যকি। হ্যাঁ—হ্যাঁ; দেখ—দেখ,
তটভূমে অঙ্কিত রহিয়া গেছে
সে দুটী কোমল চরণ।
কৌরবের শেষ চিহ্ন
নিঃশেষিত আজ।
দেবল। যাক্, দূরীভূত স্বইচ্ছায়
অলক্ষ্মী-প্রতিমা।
সাত্যকি। অলক্ষ্মী-প্রতিমা?
হোক্, তবু তার তরে
দুই বিন্দু ফেল আঁখিজল;
এত বড় ভাগ্যহীনা
দ্বারকায় নাহি ছিল আর।

দেবল। আছে আর একজন, তার নাম শাম্ব; এই নারীই তাকে উন্মাদ করেছে।

সাত্যকি। তার প্রায়শ্চিত্তও সে ক'রে গেছে দেবল! আমি সেই পুত্রঘাতী রাজোদ্রোহী যদুবংশের কলঙ্ক শাম্বের শিরশ্ছেদ করতে এসেছিলাম। স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য রাজকুলবধূর সে কাতর মিনতি তুমি শোন নাই; তাতে পাষাণ গ'লে যায়, কিন্তু আমি বিচলিত হই নি।

দেবল। তারপর ?

সাত্যকি। আমি একটু অন্তরালে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, তারা নেই। সন্ধান কর্তে কর্তে দেখ্লাম, তারা এই সাগরের তীরে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সমুদ্রের বক্ষ হ'তে একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার উঠে তাদের আহ্বান কর্ছে। উদ্যত অসি নিয়ে ধেয়ে গেলাম, তারা সাগরে ঝাঁপ দিলে।

দেবল। মিথ্যা কথা! তুমি সেই হতভাগ্যকে হত্যা করেছ। তবে এই মুষল তোমারই শির চূর্ণ করুক্।

সাত্যকি। কুমার!

দেবল। ইষ্টনাম নাও জল্লাদ! তুমি শাম্বকে হত্যা করেছ।

সাত্যকি। যদি ক'রে থাকি, আমি তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। যে নিষ্ঠুর নিজের পুত্রকে হত্যা ক'রে—

দেবল। তার পুত্রকে সে হত্যা করেছে, তাতে তোমার কি মূর্খ ?

সাত্যকি। কুমার! সংযত হ'য়ে কথা কও।

দেবল। সংযত হ'য়ে কথা কইবো জল্লাদ? এই হ'চ্ছি—[মুষল প্রহারোদ্যোগ।]

সাত্যকি। দেবল! [তরবারি দ্বারা বাধা প্রদান।]

যাদবগণের প্রবেশ।

১ম যাদব। আরে—আরে—একি ? আঃ, থামুন না মশায়!

দেবল। হত্যা কর যাদবগণ! এই ঘাতক কুমার শাম্বকে হত্যা করেছে।

কতিপয় যাদব। মার্—মার্—[সাত্যকিকে প্রহারোদ্যোগ।]

অন্যান্য যাদবগণ। [বাধা দিয়া] খবরদার!

দেবল। হত্যা কর—হত্যা—

সাত্যকি। যাদবগণ!

কতিপয় যাদব। মার্—মার্—[পুনঃ সাত্যকিকে আক্রমণোদ্যোগ]

অন্যান্য যাদবগণ। তবে তোরাই মর্!

[উভয় পক্ষে সংঘর্ষ, "মার্—মার্" করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর—যজ্ঞশালা।

প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের সম্মুখে পট্টবস্ত্রপরিহিত কৌটিল্য ও চতুষ্পার্শ্বে গীতপরায়ণ ঋত্বিকগণ।

ঋত্বিকগণ।—

গীত।

নমো নমো নমঃ সর্ব্বভূক্।
সাম্যের জ্যোতি দিনকর, ভস্মের তলে লীন কর,
জঞ্জাল তাপ তমোহর, আন শান্ত সত্য যুগ॥
দগ্ধ কর এ তীর্থের মাটি পঙ্কজ তোল পঙ্কে,
তপ্ত দীর্ণ ক্লান্ত ধরায় ধুলো ঝেড়ে নাও অঙ্কে:—
পাতকপূর্ণ ধরণী,
তোমার চরণ-আশ্রয়ে দেব মাগিছে পারের তরণী,
জ্বল উজ্জ্বল, কর নির্ম্মল ধরা, দূর কর শোক দুঃখ॥

কৌটিল্য। চুপ চুপ, ও মন্ত্র নয়; এ নূতন যজ্ঞ, অদ্ভুত এর পুরোহিত, অভিনব হবে এর মন্ত্র। ভারে ভারে সমিধ্ আন, কুম্ভ কুম্ভ ঘৃতাহুতি দাও; আহ্বান কর সর্ব্বভূক্ অগ্নিকে এই অনাচারী যাদবকুল ভস্মসাৎ করতে।

ঋত্বিকগণ। শ্রীবিষ্ণু! শ্রীবিষ্ণু!

কৌটিল্য। স্তব্ধ হও। "শ্রীবিষ্ণু!" কি প্রয়োজন শ্রীবিষ্ণুর এ যজ্ঞে? কোন দেবতাকে আমি আহ্বান করবো না। যে সব লোভী দেবতারা নিমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় স্বর্গের তোরণদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের উদ্দেশে এই ভস্মরাশি মুঠো মুঠো ক'রে আকাশে উড়িয়ে দাও।

ঋত্বিকগণ। শিব! শিব!

কৌটিল্য। আঃ—আবার শিব! না—না, এ শিবহীন যজ্ঞ। প্রেতিনীকে ডাক—অলক্ষ্মীকে ডাক—কালকে নিমন্ত্রণ দাও। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওঁ স্বাহা—[পুনঃ পুনঃ ঘৃতাহুতি প্রদান।]

বসুদেবের প্রবেশ।

বসুদেব। ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ!

কৌটিল্য। তিষ্ঠ! [ঘৃতাহুতি দান।]
এস—এস কালান্তক মৃত্যু মহীয়ান্!
গগন বিদীর্ণ করি,
দোলায়ে সাগরজল,
প্রভঞ্জন ভূমিকম্প মহামারী সাথে;
এস এস বজ্রপাতে
অনাবৃষ্টি অনলবর্ষণে
আচম্বিতে ধ্বংসের লীলায়
এই দর্পী যদুকুল-অরণ্যের মাঝে।

বসুদেব। করছো কি ব্রাহ্মণ? এ কি পৌরোহিত্য তোমার?

কৌটিল্য। যাও—যাও, বিরক্ত ক'রো না; প্রহরীর পৌরোহিত্য এই। ওঁ স্বাহা—ওঁ স্বাহা! [ঘৃতাহুতি দান।]

জ্বল—জ্বল হে সর্ব্বভূক্
লেলিহান প্রদীপ্ত শিখায়,
করালীর রক্তাঞ্চল হোক্ আন্দোলিত।
মুহুর্মুহুঃ উঠুক্ বাজিয়া
মৃত্যুর দুন্দুভি-তান,
স্ফুলিঙ্গে স্ফুলিঙ্গে তব
সৃষ্টি কর ধ্বংসের সঙ্গিনীগণ।

গীতকণ্ঠে পর্য্যায়ক্রমে ধ্বংসসঙ্গিনীগণ, দুন্দুভি ও অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

ধ্বংস।— বিষ-দাঁতে আজ এনেছি গো মরণ-কামড়-যন্ত্রণা।
কলির সাথে ষড় করেছি, কালের সাথে মন্ত্রণা।
দুন্দুভি।— পিছে পিছে নিশান ধ'রে বিষাণ বাজাই আমি,
অলক্ষ্মী।— অলক্ষিতে অলক্ষ্মী এ তোদের অনুগামী,
সকলে।— দে রে দে রে পূর্ণাহুতি, ঘুচিয়ে মায়ার অনুভূতি,
সার্থক হোক্ শিবহীন যাগ ধ্বংসের কাম-তন্ত্রণা।

[সকলের প্রস্থান

বসুদেব। এরা কারা?

কৌটিল্য। এরা মৃত্যুর অগ্রদূত।

বসুদেব। এ কি আচরণ তোমার ব্রাহ্মণ? যে তার মহাযজ্ঞে সাদরে

তোমার পৌরোহিত্যে বরণ করেছে, তুমি তারই ধ্বংসের সঙ্কল্প কর্‌ছো? ঋত্বিকগণ! কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত ব'সে ব'সে দেখ্‌ছো কি? যাও—যাও, কৃষ্ণকে সংবাদ দাও।

কৌটিল্য। তিষ্ঠ ঋত্বিকগণ! আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করি। হবি নাও ব্রাহ্মণগণ! পূর্ণাহুতি দিই এস। ওঁ—

বসুদেব। অপেক্ষা কর—অপেক্ষা কর দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ! কে আছিস্, ওরে কৃষ্ণকে সংবাদ দে।

জাম্ববতীর প্রবেশ।

জাম্ববতী। সর্ব্বনাশ হ'লো বাবা! অন্তর্বিপ্লবে যদুবংশ বুঝি ছারখার হ'য়ে যায়! সাত্যকি আর দেবলে তুমুল সংঘর্ষ বেধেছে; যাদবগণ কেউ সাত্যকির সঙ্গে, কেউ দেবলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভীষণ অন্তর্বিপ্লব! বাবা! ছুটে যাও—রক্ষা কর যদুকুল; যে জন্য আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েছি, আমার সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ ক'রো না।

বসুদেব। এক দিকে জলপ্লাবন, আর এক দিকে দাবানল; আমি কি কর্‌বো মা? আমি কি কর্‌তে পারি? অশক্ত দুর্ব্বল শক্তিহীন এ স্থবির সিংহ। মরুক্—সবাইকে মর্‌তে দাও। লক্ষ্মীর ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেছে। মর্‌তে হবে না? দ্বারকা! সুন্দর দ্বারকা! আমার দেহের অস্থি—ধমনীর রক্ত! ওঃ, এ সময় রাম যদি থাকৃতো!

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। রাম নাই।

বসুদেব ও জাম্ববতী। রাম নাই?

শ্রীকৃষ্ণ। সুখ-দুঃখের পরপারে।

বসুদেব। কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! আমার রাম নাই? শোকে সান্ত্বনা, ব্যাধিতে মহৌষধ, বিপদে মন্ত্রী রাম নাই? তবে কেউ নাই দ্বারকায়; দ্বারকা শ্মশান! আমাকে তবে ঐ হোমকুণ্ডে আহুতি দাও। হা রাম! হা রাম!

শ্রীকৃষ্ণ। একি পিতা, এত অধীর আপনি? কার জন্য?

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

বসুদেব। তুমি কি কৃষ্ণ—তুমি কি? রাম নাই—দ্বারকার বুক থেকে রাম নাম মুছে গেল! বাইরে গিয়ে দেখ, সূর্য্য নিভে গেছে, বাতাস বইছে না, পশু-পাখী শোকে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে, তবু তোমার মুখে হাসি! হায় রাম! আমার রাম!

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! ক্ষান্ত হও; আমি যে আছি তোমার।

বসুদেব। রামহীন কৃষ্ণনাম বৃন্তচ্যুত কুসুম।

জাম্ববতী। যদুপতি! যদুপতি! যদুবংশ যে ছারখার হ'য়ে গেল; বাইরে গিয়ে দেখে এস, আত্মকলহে প্রভাসের তীরে রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। রক্ষা কর—রক্ষা কর পাষাণ! [শ্রীকৃষ্ণের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন।]

শ্রীকৃষ্ণ। পিতা! আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করতে পারছি না, আমি চল্লাম। বুঝতে পারছি যদুকুলের পরিণাম। যদি ঐ প্রলয়ঙ্কর সংঘর্ষের মধ্যে আমি চূর্ণ হ'য়ে যাই, তা হ'লে রইলে তুমি, আর যদুবংশের অসংখ্য অসহায়া নারী। শত্রুর ক্ষুধিত দৃষ্টি এদের উপর পতিত হবে; মনে রেখো, এদের রক্ষা করতে পারে একমাত্র অর্জ্জুন। আসি পিতা!

[প্রণামান্তর প্রস্থান।

কৌটিল্য। যজ্ঞফল কাকে সমর্পণ করবো যদুবর?

সহসা জরার প্রবেশ।

জরা। যমকে।

বসুদেব। দিন পেয়েছ জরা! আজ আর রাম নাই।

জরা। কৃষ্ণও থাক্‌বে না।

জাম্ববতী। কি বল্‌লে দস্যু?

জরা। আমি বলি নি মা, বল্‌ছে আমার ভিতরের এই নির্য্যাতিত অনার্য্য-সমাজ।

কৌটিল্য। তবে এস তুমি যম, যজ্ঞফল তোমাকেই অর্পণ করি। ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা, ওঁ স্বাহা। গ্রহণ কর মহাকাল এই যজ্ঞফল। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

জরা। ব্যোম্‌ কালী! ব্যোম্‌ কালী! যাও পিতা, আর একটা পুত্রশোক সইবার জন্য প্রস্তুত হও।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। বাবা!

বসুদেব। কি মা? কথা বল্‌ছিস্‌ না যে? আর একটা প্লাবন আস্‌ছে? আসুক্‌—আসুক্‌ প্লাবন, তুই আমার কাছে আয়। সর্ব্বংসহা বসুন্ধরার মত তুই অনেক সয়েছিস্‌; তোর দিকে চাইলে নিজের দুঃখ ভুলে যাই। চ—চ, প্রাসাদের চূড়ায় উঠে দাঁড়াইগে। তুই আমায় স্পর্শ ক'রে থাক্‌; আমি নির্ব্বাক হ'য়ে দেখি, যদুবংশটা কেমন ক'রে ধ্বংস হ'য়ে যায়।

[প্রস্থান।

জাম্ববতী। নারায়ণ! এ নিষ্ঠুর লীলার অবসান কর।

রক্তাক্ত-কলেবরে মুষলহস্তে দেবলের প্রবেশ।

দেবল। মা! পিতৃব্য কোথায়?

জাম্ববতী। এ কি মূর্ত্তি তোমার দেবল?

দেবল। সংহার-মূর্ত্তি; আজ এর প্রয়োজন হয়েছিল। বল, পিতৃব্য কোথায়?

জাম্ববতী। মল্লভূমিতে।

দেবল। পিতা?

জাম্ববতী। নাই; ওরে ঘাতক! তোর হত্যালীলা দেখ্‌বার জন্য তোর পিতা আর বেঁচে নাই।

দেবল। এঁ্যা—পিতা নাই? [হাত হইতে মুষল পড়িয়া গেল।] এ কি! পৃথিবী টল্‌ছে না কি? মা! মা! আমায় ধর।

জাম্ববতী। [পতনোন্মুখ দেবলকে ধরিয়া ফেলিলেন।]

দেবল। আমি কে? আমি কোথায়? আমিই কি সেই জল্লাদ, যার মুষলের আঘাতে প্রভাসের তীরে আজ রক্তের ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে?

জাম্ববতী। আত্মকলহ থেমেছে দেবল?

দেবল। থেমেছে মা, কারণ কলহ কর্‌বার আর কেউ নেই।

জাম্ববতী। দেবল! দেবল!

দেবল। আমি নই, আমায় দায়ী ক'রো না মা! দায়ী এই কুলধ্বংসী মুষল; এ যার হাতে উঠ্‌বে, তাকেই রক্তপানে উত্তেজিত কর্‌বে। স্পর্শ ক'রো না এ বিষকুম্ভ,—পলাই চল। ওঃ, কি করেছি—কি করেছি! ক্ষণিকের উত্তেজনায় আত্ম-কলহের বিষ ছড়িয়েছি! সবাই মরেছে, কেউ নেই—কেউ নেই! সেই পাপেই আমি আজ পিতৃহীন।

বসুদেবের পুনঃ প্রবেশ।

বসুদেব। কি সুন্দর! কি সুন্দর!
ছুটে আয়—
ওরে, হেন দৃশ্য দেখে নাই কেহ।
যাদবের রক্তধারে রক্তময়
হ'য়ে গেছে প্রভাসের জল।
মল্লভূমি নাট্যশালা, কুসুম-উদ্যান
যাদবের তাজা রক্তে
হয়েছে রঞ্জিত।
শবের উপরে শব
মুণ্ডহীন ছিন্নহস্তপদ
মাংসপিণ্ড সম ঐ নীরব নীথর!
নাই—নাই—কেহ নাই;
রাম গেছে পলাইয়া,
সঙ্গে তার নিয়ে গেল
দ্বারকার অস্থি মজ্জা মাংস মেদ সম
অগণিত যাদব সন্তান।
ওঃ, বুক যায়—বুক যায়!

[পতনোন্মুখ হইলেন।]

জাম্ববতী। [বসুদেবকে ধরিয়া] বাবা! বাবা! তুমিও যাচ্ছ? যাও; ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আর একদিনও যেন তোমায় বাঁচ্তে না হয়। দেবল! যা করেছ, করেছ; যদি মঙ্গল চাও, ঐ কুলধ্বংসী মুষল ঘর্ষণ ক'রে ক্ষয় ক'রে ফেল। সবাই তো গেছে, এতখানি পাপের

জ্বালায় তুমিও পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে। বাকী আছে একমাত্র প্রদ্যুম্নের পুত্র বজ্র। সে এখনো তার মাতুলালয়ে, তাকে রক্ষা কর। দ্রুতগামী রথে তাকে হস্তিনায় পাঠিয়ে দাও, নইলে বংশে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। বাবা! চল, বিশ্রাম করবে—অনন্ত বিশ্রাম।

[উভয়ের প্রস্থান, তৎপশ্চাৎ মুষল লইয়া দেবলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রভাসতীর।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। নীরব! নীরব!
সুবিশাল যদুকুল
এইখানে নিঃশেষে ঘুমায়।
এই তীর্থ, এই বধ্যভূমি
জগতের মহাবিদ্যালয়;
যোজনবিস্তৃত এই কুরুক্ষেত্র হায়
সর্ব্বহারা করেছে কেশবে।
অভিশাপ পূর্ণ তব কৌরবজননী!
দেখে যাও, আত্ম-দ্বন্দ্বে জ্বলিয়াছে
কি মহাশ্মশান!
পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়,

পতি পত্নী, সুহৃদে সুহৃদে
এমন ভয়াল রণ দেখে নাই কেহ।
শব—শব, চারিদিকে শবের পর্ব্বত।
কোথা যাই ?
কোন্‌খানে লুকাবে কেশব ?
লক্ষ লক্ষ যাদবের উন্মীলিত আঁখি
আমারে করিছে নিরীক্ষণ।
করুণ-মিনতি ভরা
কি বিলোল দৃষ্টি উহাদের !
ঘুমো—ঘুমো রে সন্তানগণ !
শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মযজ্ঞে
তোরা তার স্নেহের আহুতি।
বসুন্ধরা ! সর্ব্বহারা আমি।
সবে কয় কৃষ্ণ ভগবান্,
তাই তো সহিনু ব্যথা,
বক্ষের পঞ্জর খুলি
হোমাগ্নিতে দিনু পূর্ণাহুতি ;
তৃপ্ত হও—তৃপ্ত হও ধরা !

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।—

গীত।

ওগো—ওগো লীলাময় !
এ নিঠুর লীলা কর অবসান, এ যে প্রাণে নাহি সয়।

(এ যে) নিঃশ্বাসে ভরা সাহারার মরু,
অনলের শিরে কাল বিষ-তরু,
(এ যে) ব্যথার সিন্ধু জ্বালার শ্মশান দুঃখের হিমালয়।
শত নয়নের শুকায়্নি জল,
শ্রাবণ-ধারায় ঝরে অবিরল,
আবার কাহার হৃদয় ভাঙ্গিতে দুঃসহ অভিনয়?

শ্রীকৃষ্ণ। উদ্ধব! এতদিনে হয়েছে সময়;
শীতল হয়েছে ধরা,
থেমে গেছে অস্ত্রের ঝঙ্কার,
ছিঁড়ে গেছে মায়ার বন্ধন।
ওই দেখ্ পুত্র পৌত্র বন্ধুর আকারে
সোনার শৃঙ্খলে মোরে বেঁধেছিল যারা,
তারা ওই নিস্পন্দ নীরব।
বিচ্ছেদের শত বর্ষ ফুরায়েছে আজ,
নিয়ে আয় মোহন মুরলী,
সাজিয়ে দে পীতাম্বর-সাজে;
ডাকিছে শ্রীরাধা মোরে,
চল যাই বৃন্দাবনে।

জরার প্রবেশ।

জরা। বৃন্দাবনে নয় রে কেশব!
করিয়াছ বহু অত্যাচার,
পারে না বহিতে তোরে ধরা;
বসুমতী সবার জননী,

সেই জননীর অন্তরমথিত সুধা
আর্য্য তুমি কণ্ঠায় কণ্ঠায়
নিতি করিয়াছ পান,
অভাগা অনার্য্য মোরা
রহিলাম চির-উপবাসী ।
চূর্ণ হোক্ ধর্ম্ম-সিংহাসন,
তার সনে চূর্ণ হও
তুমি—তুমি কৃষ্ণ নারায়ণ !

[শরত্যাগ]

শ্রীকৃষ্ণ । উঃ ! জরা—ভাই !

[উদ্ধবের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণ অর্দ্ধশায়িত হইলেন ।]

উদ্ধব । কি কর্‌লি দস্যু, কি কর্‌লি ?

শ্রীকৃষ্ণ । প্রিয়তম ! মোছ আঁখিজল ;
শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান,
ভগবানে অনেক সহিতে হয় ।
উঃ ! জরা—জরা ! ভাই !
ভগবান বড় ভাগ্যহীন,
ভাই তার স'রে থাকে দূরে ।

ঊর্দ্ধশ্বাসে জাম্ববতীর প্রবেশ ।

জাম্ববতী । যদুপতি ! যদুপতি ! এ কি ?
পূর্ণিমার শশধর
কেন—কেন ধূলির শয্যায় ?
প্রভু ! প্রিয়তম !

কোন্ অভিমানে রাজ-রাজেশ্বর তুমি
কাঙ্গালের মত লুটাইছ ধূলিমাঝে?
এ কি? কমল-চরণ হ'তে
ব'য়ে যায় রক্তের গোমুখী।
ওরে, কুসুম-কোমল পদে
কোন্ দস্যু হানিয়াছে শর?

জরা। আমি।

জাম্ববতী। তুমি? দুর্ব্বল মানব!
কোন্ অস্ত্রে চক্রধারী-অঙ্গ তুমি
করিয়াছ ভেদ?

জরা। এই শরে, যাদবের কুলধ্বংসী
মুষলের এক কণা সংযোজিত
করেছি এ শাণিত ফলকে।

জাম্ববতী। ওঃ—যদুপতি! যদুপতি!

শ্রীকৃষ্ণ। কি দুর্ব্বল মাটির মানুষ।
রাণী! কেন কর শোক?
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং,
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

[নেপথ্যে কোলাহল—"প্লাবন—প্লাবন।"]

ওই দেখ, প্লাবনে ছুটিয়া আসে
প্রভাসের জল; আমি যাবো,
দ্বারাবতী যাবে মোর সাথে।
শান্তি! শান্তি!

[নেপথ্যে পুনঃ কোলাহল—"প্লাবন—প্লাবন!"

রে উদ্ধব! শত বর্ষ পরিপূর্ণ আজ,
আমি যাই বৃন্দাবনে শ্রীরাধার পাশে।
রাধা! রাধা! রাধা!

[দেহত্যাগ।]

সকলে। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ।

[প্রণাম।]

যবনিকা

